সুনানু নাসাঈ শরীফ

পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শোয়াইব আন্‌-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

https://archive.org/details/@salim_molla

ইমাম নাসাঈ (র) ও তাঁর সুনান গ্রন্থ

পরিচয় ঃ হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম নাসাঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম- আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন দীনার নাসাঈ খুরাসানী, উপাধি- শায়খুল ইসলাম, হাফিজ, সাহিবুস্ সুনান।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম নাসাঈ (র) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাসা' এবং খুরাসানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে যথাক্রমে নাসাঈ ও খুরাসানী বলা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসাঈ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হন।

ইমাম নাসাঈ (র)-এর শৈশবকালীন লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা না গেলেও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি নিজ শহর 'নাসা'তেই কুরআন, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ফিকাহ, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভ

মাত্র পনের বছর বয়সে ইমাম নাসাঈ (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহের সফরে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজায, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাযীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার, ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ, হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর সুলামী নিশাপুরী, আমর ইব্‌ন আলী, সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর, হান্নাদ ইব্‌ন সারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা, আলী ইব্‌ন হুজর, ইমরান ইব্‌ন মূসা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ, আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশআছ সিজিস্তানী, হারিছ ইব্‌ন মিসকীন।

শিক্ষকতা

ইমাম নাসাঈ (র) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে অবশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্যে খুব শীঘ্রই দেশ-দেশান্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর দরসের মজলিসে ভিড় জমাতে শুরু করে।

তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট ছাত্রগণ

আবূ বিশর দূলাবী, আবূ-আলী হুসায়ন নিশাপুরী, হামযা ইব্‌ন মুহাম্মদ কিনানী, আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন ইসহাক সররী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবারানী, আবূ জাফর তাহাবী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ হাদ্দাদ শাফিঈ, আব্দুল করীম ইব্‌ন আবী আব্দুর রহমান নাসাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা মামূনী, আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল নাহহাস।

মিসর ত্যাগ ও ইন্তিকাল

দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিনি ৩০২ হিজরী/ ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে দামেশ্‌কে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে বাস করাও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে উঠল। তিনি দামিশক পৌছার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই উমায়্যাপন্থী এবং আলী (রা)-এর বিরোধী। এ অবস্থায় তিনি জনসাধারণের মানসিক সংশোধনের লক্ষ্যে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাদলি আলী ইব্‌ন আবী তালিব' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এরপর দামিশকের মসজিদে সমবেত জনসাধারণকে তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে শুনালেন। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা ইমাম নাসাঈর নিকট হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মাহাত্ম্য জানতে চাইল। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু উত্তর তাদের মনঃপুত না হওয়ায় তারা হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হলো।

এরপর নিগৃহীত ও অসুস্থ ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মক্কা মুআজ্জমায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই তিনি ৩০৩ হিজরী / ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মতান্তরে তাঁকে ফিলিস্তিনের রমলা নামক শহরে পৌছে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও সুন্নাহর প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি সওমে দাউদী পালন করতেন।

ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মন্তব্য

১. হাফিজ আলী ইব্‌ন উমর বলেন, "হাদীসের বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উলামা ও মুহাদ্দিসীন-এর নিকট অতি বিশ্বস্ত।"-(তাহযীবুল কামাল)

২. মুহাদ্দিস মামূন মিসরী বলেন ঃ "আমরা একদা ইমাম নাসাঈ-এর সংগে তরসূস শহরে গমন করি। তাঁর নাম শুনে সেখানে অনেক মাশায়েখ সমবেত হলেন, তাঁরা সকলেই ইমাম নাসাঈকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস হিসেবে মেনে নিলেন এবং লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, ইমাম নাসাঈ যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস।"-(তাহযীবুল কামাল)

৩. হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন ঃ আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি– "মুসলমানদের মধ্যে চারজন হাফিজ রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম।"- (তাহযীবুল কামাল)

৪. ইব্‌নুল হাদ্দাদ শাফিঈ বলেন ঃ "আল্লাহ ও আমার মধ্যে ইমাম নাসাঈকে আমি মাধ্যম বানিয়েছি।" -(তাযকিরাতুল হুফফাজ)

৫. মানসূর ফকীহ ও আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন ঃ "নাসাঈ মুসলমানদের অন্যতম ইমাম।" -(তবকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা)

৬. হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত ছিল অতি কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইব্‌ন তাহির মাকদিসী (র) বলেন ঃ "একবার আমি সা'দ ইব্‌ন 'আলী যানজানীর নিকট জনৈক রাবীর অবস্থা জানতে চাইলাম। সে রাবী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আমি বললাম– ইমাম নাসাঈ তো সে রাবী যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ বৎস ! শুন, হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত এত কঠিন যে, এ বিষয়ে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অপেক্ষাও এক ধাপ আগে রয়েছেন।"-(তাযকিরাতুল হুফফাজ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলী

ইমাম নাসাঈ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. আস-সুনানুল কুব্‌রা, ২. আল -মুজতাবা (সুনানে নাসাঈ) ৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি আলী ইব্‌ন আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত, ৪. কিতাবুদ দুআফা ওয়াল মাতরূকীন, ৫. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমসার মিন আসহাবি রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ামান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা, ৬. ফাদাইলুস সাহাবা, ৭. তাফসীর, ৮. কিতাবু আ'মালিল য়াওমি ওয়াল লায়লা, ৯. তাসমিয়াতু মান লাম য়ারবি আনহু গায়রু রজুলিন ওয়াহিদিন।

সুনানু নাসাঈ-র পরিচয় ও গুরুত্ব

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসাঈ শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িক কালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। প্রথমত তিনি আস-সুনানুল কুবরা নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস-সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটিই হলো সেই আল্-মুজতাবা।

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান পঞ্চম এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয়। অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফাতাহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহ্‌র মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকূ-সিজদার তাসবীহ ও দু'আ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ইমাম নাসাঈ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা– কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।

৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রেওয়ায়তকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ হাদীসের সূত্রগুলোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬. সুনানে নাসাঈ-র রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরী বলেন ঃ "সুনানে নাসাঈ যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে সে এর অপূর্ব বাক সৌন্দর্যে অভিভূত হবে।"-(মিফতাহুস সা'আদাহ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

৭. এ গ্রন্থে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের ধারায় সনদ ও মতনের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসাঈ-র এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশি বাব (باب) বা পরিচ্ছেদ

রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি কিতাব (كتاب) বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে। এবং বাবগুলোও সূক্ষ্মভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ

বিশুদ্ধতা ও বিন্যাসের দিক থেকে সুনানে নাসাঈ যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী সে অনুপাতে এর ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হল, এ সুনানের বর্ণনাভঙ্গি খুবই সহজ-সরল, এর অর্থ স্পষ্ট, সূত্র পরিষ্কার এবং শিরোনাম অনেক। এতদসত্ত্বেও সুনানে নাসাঈ-র কিছু ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ঃ

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'যাহারুর রুবা আলাল মুজতাবা' নামে এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো, কানপুর ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

২. মরক্কোর ফকীহ্ আলী ইব্ন সুলায়মান আদ-দামনাতী আল-বাজমাউবী (মৃ. ১৩০৬ হিঃ / ১৮৮৯) আস-সুয়ূতীর ভাষ্য গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার 'উরফু যাহারির রুবা' নামে প্রস্তুত করেন। ১৩৯৯ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল হাদী আস-সিন্দী (মৃ.১১৩৮ হি /১৭২৬ খৃঃ) সুনানে নাসাঈ-র উপর টীকা লিখেন। ১৩৫৫ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. আবূ আবদির রহমান পাঞ্জাবী ও মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ আস-সুয়ূতীর ভাষ্য ও আস-সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ প্রকাশ করেন দিল্লী থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে।

৫. আশ-শায়খ হাসান মুহাম্মাদ আল-মাসউদীর তত্ত্বাবধানে সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ কায়রো থেকে ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ্ ভূজিয়ানীকৃত 'আত-তালীকাতুস সালাফিয়্যা'সহ সুনানে নাসাঈ লাহোর থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭. আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী আল-আন্দালুসী (মৃ.৭৫৬ হিঃ) الامعان في شرح سنن النسائي নামে তিনি একটি ভাষ্য গ্রন্থ লিখেন।

৮. হফিজ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী দামিশকী (মৃ.৭৬৫ হিঃ) সুনানে নাসাঈ-র একটি ভাষ্য গ্রন্থ সূচনা করেন।

৯. আল্লামা ইব্ন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.) 'যাওয়াইদুন নাসাঈ' নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১০. আল্লামা ইশফাকুর রহমান কান্ধালবী (র) সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকা সংক্ষিপ্ত করে এবং আসমাউর রিজাল সংযোজন করে ১৩৫০ হিজরীতে সুনানে নাসাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

১১. সিহাহ সিত্তাহ্র উর্দূ অনুবাদক মাওলানা নওয়াব ওয়াহীদুয যামান হায়দরাবাদী 'রাওদুর রুবা আন তারজামাতিল মুজতাবা' নামে সুনানু নাসাঈ-র একটি উর্দূ অনুবাদ লাহোর থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সুনানু নাসাঈ শরীফ

পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقَسَامَةِ

অধ্যায় ঃ কাসামাহ[১]

ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

যে সকল কাসামাহ জাহিলিয়া যুগে প্রচলিত ছিল

٤٧٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنٌ اَبُوْ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ اُسْتَاجَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذِ اَحَدِهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِى اِبِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوْا وَعُقِلَتِ الْاِبِلُ اِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِى اُسْتَاجَرَهُ مَاشَانُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْاِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَاَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ مَرَّبِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَنِىْ فَقَالَ اَغِثْنِىْ بِعِقَالٍ اَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِى لاَتَنْفِرُ الْاِبِلُ فَاَعْطَيْتُهُ عِقَالاً فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا اَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَااَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَاآلَ قُرَيْشٍ فَاِذَا اَجَابُوْكَ فَنَادِيَا آلَ هَاشِمٍ فَاِذَا اَجَابُوْكَ فَسَلْ عَنْ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ فِى عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَاجِرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِى اُسْتَاجَرَهُ اَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَاَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ كَانَ ذَااَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِيْنًا اِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِىَّ الَّذِى كَانَ اَوْصَى اِلَيْهِ اَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَاآلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَاآلَ بَنِى هَاشِمٍ قَالُوْا هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ

১. কাউকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে কসম করা হয়, সেই কসমকে শরীয়তে 'কাসামাহ' বলা হয়।

أَيْنَ أَبُوْ طَالِبٍ قَالَ هٰذَا أَبُوْ طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِىْ فُلاَنٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِىْ عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا اِحْدَى ثَلاَثٍ اِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّىَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ فَاِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطَأً وَاِنْ شِئْتَ يَحْلِفُ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَاَتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَاَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا اَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَ ابْنِىْ هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلاَ تُصْبِرْ يَمِيْنَهُ فَفَعَلَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلاً اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ فَهٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّىْ وَلاَ تُصْبِرْ يَمِيْنِىْ حَيْثُ تُصْبَرُ الْاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ رَجُلاً حَلَفُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَاحَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ *

৪৭০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম শপথ নেওয়ার প্রথা জাহিলীয়া যুগে এভাবে প্রবর্তিত হয় যে, কুরায়শের এক ব্যক্তি হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে কাজ করার জন্য রেখেছিল। সে তার সাথে তার উটের স্থানে গেল, সেখানে অন্য এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যে বেনী হাশিমের সাথে সম্পর্ক রাখতো। যার পাত্রের রশি ছিঁড়ে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ একখানা রশি দ্বারা আমার সাহায্য করুন, যেন আমি আমার পাত্র বাঁধতে পারি। এমন না হয় যে, উট চলার সময় পাত্রে পড়ে যায়। সে ব্যক্তি তাকে একখানা রশি দিয়ে দিল। যখন তারা অবতরণ করলে সকল উট তো বাঁধা হলো কিন্তু একটি উট থেকে গেল, তা বাঁধা গেল না। যে ব্যক্তি তাকে চাকর রেখেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ এই উটের কী হলো ? একে বাঁধলে না কেন ? চাকর বললো ঃ এর বাঁধার রশি নেই। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ রশি কোথায় গেল ? চাকর বললো ঃ বনী হাশিমের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার পাত্র বাঁধার রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে আমাকে বললো ঃ একটি রশি দিয়ে আমার সাহায্য করুন, যা দ্বারা আমি আমার মুখ বন্ধ করতে পারি যাতে আমার উট পলাইয়া না যায়। আমি তাকে বাঁধার জন্য রশি দিয়ে দেই। একথা শুনেই মালি চাকরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে চাকরটি মারা যায়। ইয়ামনী জনৈক ব্যক্তি সেই সময় তার নিকট দিয়া যাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি হজ্জে যাবেন ? সে বললো ঃ পূর্বে গিয়েছিলাম এইবার নাও যেতে পারি। সে বললো ঃ আপনি যখনই যাবেন, আমার একটি সংবাদ তখন পৌঁছাইতে পারবেন কি ? লোকটি বললো ঃ হ্যাঁ। সে বললো ঃ আপনি হজ্জ মৌসুমে গেলে সেখানে হে কুরায়শ গোত্রের লোক বলে বলে ডাক দিবেন, তারা জবাব দিলে আবার ডাকবেন, হে হাশিম গোত্রের লোক ! তারা জবাব দিলে আপনি আবূ তালিব সম্পর্কে বলবেন ঃ 'আমাকে অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে হত্যা করেছে' এই বলে সে মৃত্যুবরণ করলো। মালিক ব্যক্তি মক্কায় আসলে আবূ তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের লোক কোথায় ? সে বললো ঃ তার অসুখ হয়েছিল, আমি তার উত্তমরূপে সেবা করি, কিন্তু সে মারা যায়। আমি অবতরণ করে তাকে দাফন করি। আবূ তালিব বললেন ঃ তুমি উত্তমরূপে রেখে তাকে দাফন করবে এটাই তোমার নিকট আশা করা যায়। কিছু দিন পর ইয়ামন হতে ঐ ব্যক্তি আগমন করলে, যাকে ঐ চাকর ব্যক্তি তার সংবাদ দেওয়ার ওসীয়ত করেছিল সে বললো ঃ কুরায়শরা কে আছ ? তারা বললো ঃ এই যে আমরা। সে বললো, বনী হাশিমের লোক কোথায় ? তারা বললো ঃ এই যে বনু হাশিমের লোক। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আবূ তালিব কোথায় ? তারা বললো ঃ এই যে

আবূ তালিব। সে বললো ঃ আমাকে অমুক ব্যক্তি ওসীয়ত করেছিল, আপনাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, অমুক ব্যক্তি তাকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে এক রশির জন্য। আবূ তালিব সে ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, তুমি আমার গোত্রের লোককে হত্যা করেছ। এখন তিনটি প্রস্তাবের একটা গ্রহণ কর। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দিয়তের একশত উট দিয়ে দাও। কেননা, তুমি আমাদের লোককে ভুলবশত হত্যা করেছ। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তা হলে তোমার গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম খেয়ে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করনি, যদি তুমি এর কোন শর্ত গ্রহণ না কর, তবে আমরা তোমাকে ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করবো। সে ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট গিয়ে একথা বললো। তখন তারা বললো ঃ আমরা শপথ করবো। এরপর বনু হাশিম গোত্রের এক নারী আবূ তালিবের নিকট এসে বললো ঃ হে আবূ তালিব ! আমার ইচ্ছা আপনি পঞ্চাশজন লোকের একজনের পরিবর্তে আমার এই ছেলেকে গ্রহণ করুন। আর তার নিকট হতে শপথ নিবেন না। আবূ তালিব ইহা মঞ্জুর করলেন। এরপর তাদের আর এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে আবূ তালিব ! আপনি একশত উটের পরিবর্তে ৫০ লোকের শপথ নিতে চান, তাতে একজনের জন্য দুই উট পড়ে। অতএব এই দুই উট গ্রহণ করে আমাকে শপথ হতে রেহাই দিন। আবূ তালিব এটাও গ্রহণ করলেন। পরে আট চল্লিশজন লোক এসে কসম করলো। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! এক বছর শেষ না হতেই ঐ আট চল্লিশজন লোকের সকলেই মারা গেল।

اَلْقَسَامَةِ

শপথ নেয়া

٤٧٠٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৭. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ ও ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাসামাহ বা শপথ নেয়াকে ঐরূপই প্রচলিত রাখেন যেরূপ জাহিলীয়া যুগে এর প্রচলন ছিল।

٤٧٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, কাসামত বা শপথ নেয়ার প্রথা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে বহাল রাখেন।

٤٧٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

اَبِی سَلَمَةَ وَسُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَاَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰی مَاكَانَتْ عَلَیْهِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَقَضٰی بِهَا بَیْنَ اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِی قَتِیْلٍ اَدْعَوْهُ عَلٰی یَهُوْدِ خَیْبَرَ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ *

৪৭০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত। কাসামত বা শপথ নেয়ার প্রথা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে বহাল রাখেন। তিনি আনসারদের মোকদ্দমায় কাসামাহ-এর আদেশ দেন, যখন তারা খায়বরের ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যার দাবী উত্থাপন করেছিল।

٤٧١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ثُمَّ اَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِی الْاَنْصَارِیِّ الَّذِیْ وُجِدَ مَقْتُوْلًا فِیْ جُبِّ الْیَهُوْدِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ الْیَهُوْدُ قَتَلُوْا صَاحِبَنَا *

৪৭১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলীয়া যুগে কাসামাহ প্রচলিত ছিল, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে ঐ আনসারদের মোকদ্দমায় প্রবর্তন করেন, যার লাশ ইয়াহূদীদের কূপে পাওয়া গিয়েছিল, কেননা আনসার দাবী করে যে, ইয়াহূদীরা আমাদের লোককে হত্যা করেছে।

تَبْدِئَةُ اَهْلِ الدَّمِ فِی الْقَسَامَةِ

নিহতের ওয়ারিসদের প্রথমে শপথ করানো

٤٧١١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِیْ لَیْلٰی بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِیِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِیْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَیِّصَةَ خَرَجَا اِلٰی خَیْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمَا فَاُتِیَ مُحَیِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِیْ فَقِیْرٍ اَوْ عَیْنٍ فَاَتٰی یَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰی قَدِمَ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَحُوَیِّصَةُ وَهُوَ اَخُوْهُ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَیِّصَةُ لِیَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِیْ كَانَ بِخَیْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ وَتَكَلَّمَ حُوَیِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَیِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ یَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ یُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ النَّبِیُّ ﷺ فِیْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَیِّصَةَ وَمُحَیِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ یَهُوْدُ قَالُوْا لَیْسُوْا مُسْلِمِیْنَ

فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১১. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং মুহায়্যিসাহ্ তাঁদের কষ্টের দরুন খায়বরের দিকে রওয়ানা হন। পরে মুহায়্যিসার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল নিহত হয়েছে। আর তাকে এক অতি অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহায়্যিসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর মুহায়্যিসা এবং তার বড় ভাই হুয়ায়্যিসা যিনি প্রথম গিয়েছিলেন খায়বরে তিনি আগে কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বড়কে আগে কথা বলতে দাও। এরপর হুয়ায়্যিসাহ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয়াহূদীদের উচিত তোমার ভাইয়ের দিয়াত আদায় করা, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য বলা হবে। তারপর তিনি ইয়াহূদীদেরকে এ ব্যাপারে লিখলে তারা উত্তর দিল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা হত্যা করিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়্যিসাহ মুহায়্যিসাহ এবং আব্দুর রহমানকে বললেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যার প্রমাণ দাও। তখন তাঁরা বললেন ঃ না, আমরা শপথ করবো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এখন ইয়াহূদীরা কসম করে বলবে যে, আমরা হত্যা করিনি, তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয়াহূদীরা তো মুসলমান নয়, তারা মিথ্যা কসম করবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদেরকে দিয়াত স্বরূপ একশত উট দিয়ে দেন। তাঁরা উট নিয়ে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। সাহ্‌ল (রা) বলেন ঃ এদের একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ لَيْلٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ فَاَخْبَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِىْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتٰى يَهُوْدَ وَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَاَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا اِنَّا وَاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল এবং মুহায়্যিসা (রা) তাদের অভাবের দরুন খায়বর যান। এরপর মুহায়্যিসা-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি অন্ধকার কূপে তাঁকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একথা শুনে মুহায়্যিসা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহায়্যিসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন। এরপর মুহায়্যিসা এবং তাঁর বড় ভাই হুওয়ায়্যিসাহ এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাহল মিলিত হয়ে আসেন। মুহায়্যিসা (রা) খায়বরে প্রথম গমন করেন বিধায় তিনি প্রথম কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বড় ভাইয়ের খেয়াল কর। পরে হুয়ায়্যিসা সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের দিয়াত দিয়ে দেওয়া ইয়াহূদীদের কর্তব্য, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হবে। এরপর তিনি এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদেরকে লিখলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুয়ায়্যিসা, মুহায়্যিসাহ এবং আব্দুর রহমানকে বললেন ঃ এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যা প্রমাণিত কর। তাঁরা বললেন ঃ আমরা শপথ করতে পারি না, (কারণ আমরা চাক্ষুষ দেখিনি) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা তোমাদের বিপক্ষে শপথ করবে। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো মুসলমান নয়। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিয়াত নিজেই আদায় করেন এবং একশত উট তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা নিয়ে তাঁরা তাদের ঘরে প্রবেশ করেন। সাহ্‌ল বলেন ঃ এদের একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করলো।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيْهِ

এই হাদীসের সাহ্‌ল হতে বর্ণনাকারীর বর্ণনা পার্থক্য

٤٧١٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّهُمَا قَالاَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِى بَعْضِ مَاهُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا بِمُحَيِّصَةَ يَجِدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فِى السِّنِّ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ أَوْقَاتِلَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ *

৪৭১৩. কুতায়বা (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা এবং রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ একত্রে বের হন। খায়বরে পৌছলে কোন এক স্থানে তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা (রা) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহলকে দেখলেন যে, তিনি মৃত অবস্থায়

পড়ে আছেন। তিনি তাঁকে দাফন করলেন, পরে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি নিজে এবং হুওয়ায়্যিসা ইব্ন মাসউদ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন সাহ্ল। আব্দুর রহমান সকলের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যারা বয়সে বড় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তখন তিনি চুপ হয়ে যান। তখন তাঁর সাথীদের কথা বলতে থাকেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথা বলছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঐ স্থানের কথা বললো ঃ যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহল নিহত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি কি একথার শপথ করতে পারবে যে, তোমরা তোমাদের সাথীর রক্ত পেয়েছ, অথবা হত্যাকারীকে দেখেছ ? তারা বলেন ঃ যখন আমরা দেখিনি এবং আমরা উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয়াহূদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করলে রেহাই পাবে। তারা বললেন ঃ আমরা কাফিরদের কসম কিরূপে বিশ্বাস করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা শুনে নিজে দিয়ত বা রক্ত বিনিময় বা রক্তপণ আদায় করে দেন।

٤٧١٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنْ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سَهْلٍ اَتَيَا خَيْبَرَ فِىْ حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ اَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اَبْنَا عَمِّهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِىْ اَمْرِ اَخِيْهِ وَهُوَ اَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرَ لِيَبْدَاْ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِىْ نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْاِبِلِ *

৪৭১৪. আহমদ ইব্ন আবদা (র) - - - - সাহল ইব্ন আবূ হাছমা এবং রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ মুহায়্যিসা ইব্ন মাসউদ এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল তাদের কোন প্রয়োজনে খায়বর গমন করেন। এরপর খেজুর গাছের ব্যাপারে তারা পৃথক হয়ে যান। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল নিহত হন। এরপর তার ভাই আব্দুর রহমান ইব্ন সাহ্ল এবং তাঁর দুই চাচাতো ভাই হুওয়ায়্যিসা ও মুহায়্যিসা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আব্দুর রহমান তাঁর ভাই সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেন। আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বয়সে ছোট। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। পরে তারা দুইজন তাদের সাথীর ব্যাপারে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা বয়সে বড় তাদের সম্মান কর। তখন তিনি চুপ করেন এবং তার সাথীদ্বয় কথা বলতে লাগলেন। আর তিনিও তাদের সাথে কথা বললেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহ্লের নিহত হওয়ার স্থানের কথা জানালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে। তখন তাঁরা বললেন ঃ আমরা যা প্রত্যক্ষ করিনি তার উপর আমরা কিরূপ শপথ করবো ? তিনি বলেন ঃ অন্যথায় ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবী হতে রেহাই পেয়ে যাবে। তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা তো কাফির। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত

আদায় করে দেন। সাহল (রা) বলেন : আমি উট রাখার স্থানে গেলে যে উট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ঐ উটের একটি আমাকে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সাহল ইব্ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল এবং মুহায়্যিসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ খায়বর যাওয়ার পর নিজেদের কাজে উভয়ে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্লের নিকট গিয়ে দেখতে পান যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তার দেহ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তিনি তাঁকে দাফন করে মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। এসময় তাঁর সাথে হুওয়ায়্যিসা ইব্ন মাসউদ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন সাহ্ল ছিলেন। আব্দুর রহমান ছিলেন সকলের ছোট। তিনিই প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে বয়সে বড় তাঁকে সম্মান কর। তিনি চুপ হয়ে গেলে অন্য সাথীদ্বয় কথা আরম্ভ করলেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথায় শরীক ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঐ স্থানের কথা বলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল নিহত হন। তিনি বললেন : তোমাদের পঞ্চাশজন কি শপথ করে বলতে পারবে যে, তোমরা তার নিহত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলে বা তোমরা তা দেখেছ ? তারা বললেন : আমরা সেখানে ছিলাম না এবং আমরা দেখেনি, তখন আমরা কিভাবে তা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে ইয়াহূদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন শপথ করবে। তারা বললেন : কাফিরদের শপথ আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি ? এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمَا أَوْ صَاحِبَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন যায়দ খায়বর গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর তারা কাজে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহায়্যিসা আব্দুল্লাহ্‌র নিকট এমন অবস্থায় গমন করেন যে, তাঁর শরীর রক্তাক্ত। তিনি মারা গেলে তাঁকে দাফন করে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে বয়সে বড়, তাকে সম্মান কর। তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। তিনি চুপ রইলেন। এরপর তাঁরা দু'জন নবী ﷺ -এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি একথা বলতে পারবে যে, তোমরা দেখেছ? তারা বললেন ঃ আমরা যখন দেখিনি তখন আমরা কি করে শপথ করবো ? তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে ইয়াহূদীদের পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করবে। তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কী করে বিশ্বাস করবো ? তখন তিনি নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُشَيْرٌ قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا *

৪৭১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল আনসারী এবং মুহায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ খায়বর গমন করেন। পরে তারা উভয়ে তাদের কাজে পৃথক হয়ে যান। এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল আনসারী নিহত হন। এরপর মুহায়্যিসা এবং আব্দুর রহমান, নিহত ব্যক্তির ভাই এবং হুওয়ায়্যিসা ইব্‌ন মাসউদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন। আব্দুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাঁকে বলেন ঃ বয়সে যে বড় তার সম্মান কর। তখন মুহায়্যিসা এবং হুওয়ায়্যিসা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌লের

ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে তোমাদের দাবী প্রমাণ কর। তারা বলেন ঃ আমরা যখন দেখিনি এবং উপস্থিতও ছিলাম না, এমতাবস্থায় আমরা কী করে শপথ করতে পারি? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তবে তো তারা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবী নাকচ করে দিবে। তখন তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি ? রাবী বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন। সাহ্ল ইব্ন আবূ হাছমা (রা) বলেন ঃ ঐ সকল উটের একটি আমাকে আমাদের উট রাখার স্থানে পদাঘাত করেছিল।

٤٧١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيْلاً فَجَاءَ أَخُوْهُ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ قَالاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ وَجَدْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً فِي قَلِيْبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَتَّهِمُوْنَ قَالُوْا نَتَّهِمُ الْيَهُوْدَ قَالَ أَفَتُقْسِمُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا أَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَتْهُ قَالُوْا وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَالَمْ نَرَ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمُ الْيَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوْهُ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ "أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ" *

৪৭১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহ্লকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তাঁর ভাই এবং দুই চাচা হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা, যারা আব্দুল্লাহ (রা)-এরও চাচা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ বয়সে যে বড় তাকে সম্মান কর। তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্লকে মৃতাবস্থায় পেয়েছি। আর তাকে হত্যা করে ইয়াহূদীদের এক কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কাকে সন্দেহ কর ? তারা বললেন ঃ ইয়াহূদীদের উপরই আমাদের সন্দেহ হয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কসম করে বলতে পার যে, ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করেছে ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা যখন চোখে দেখিনি তখন আমরা কিরূপে কসম করতে পারি ? তিনি বলেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন ঃ আমরা তাদের শপথ কিরূপে বিশ্বাস করবো ? কেননা তারা তো মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٩. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوْا

شَأنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ *

৪৭১৯. হারিছ ইব্‌ন মিস্‌কীন (র) - - - - বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাহ্‌ল আনসারী এবং মুহায়্যিসাহ ইব্‌ন মাসউদ খায়বর গমন করার পর নিজ নিজ কাজের জন্য পৃথক হয়ে যান। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহ্‌ল নিহত হন। মুহায়্যিসা সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর তিনি এবং তাঁর ভাই হুওয়ায়্যিসা এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন সাহ্‌ল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান তাঁর ভাই হিসাবে প্রথমে কথা শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ বয়সে যে বড়, তাকে সম্মান কর। তখন হুওয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা কথা বলতে শুরু করেন। তারা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাহ্‌লের অবস্থা বর্ণনা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি তোমাদের লোকের নিহত হওয়ার ঘটনা সাব্যস্ত করতে পারবে ? ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন ঃ বুশায়র মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧٢٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَاقَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا يَانَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوا مَالَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لاَنَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ وَكَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ *

৪৭২০. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - বুশায়র ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা নামক এক আনসারী তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর গোত্রের কয়েকজন খায়বর গমন করেন। সেখানে তাঁরা পৃথক হয়ে যান পরে তাঁরা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। পেছনে তাঁরা যে স্থানে নিহত ব্যক্তিকে পেলেন, সেখানকার কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি আমাদের লোককে হত্যা করেছ ? তারা বললো ঃ না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারীকে আমরা চিনিও না। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা খায়বর গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা আমাদের এক ব্যক্তিকে নিহত পেয়েছি। তিনি বললেন ঃ বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর। বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে যে, কে হত্যা করেছে ? তাঁরা বললেন ঃ আমাদের কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেন ঃ আমরা ইয়াহূদীর শপথ বিশ্বাস করি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যক্তির রক্ত বৃথা যাওয়া পছন্দ হলো না। তিনি সাদকার উট থেকে একশত উট দিয়াত স্বরূপ তাদের দিয়ে দেন।

٤٧٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَالاَ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا *

৪৭২১. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহায়্যিসার ছোট ছেলে খায়বরে নিহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে দুইজন সাক্ষী পেশ কর ; আমি তাকে তার রশিসহ তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি দুইজন সাক্ষী কোথা হতে আনবো ? এতো তাদের দুয়ারে মৃতাবস্থায় পতিত ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা পঞ্চাশজন কি শপথ করতে পারবে ? তিনি বললেন ঃ আমি যা জানি না, তার কসম আমি কি করে করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে বলুক ? তিনি বললেন ঃ আমরা তাদের শপথে বিশ্বাস করবো তারা তো কাফির ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিয়াত তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন ঃ আর অর্ধেক দিয়াত নিজের পক্ষ হতে দিয়ে তাদের সাহায্য করেন।[১]

بَابُ الْقَوْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ কিসাস

٤٧٢٢. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ *

৪৭২২. বিশর ইব্ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করা মুসলমানের জন্য হারাম, তিনটি কারণ ব্যতীত ঃ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, যে ব্যক্তি বিবাহের পরও ব্যভিচার করে ; এবং ঐ ব্যক্তি যে দীন ইসলাম হতে ফিরে যায়।

٤٧٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ

১. ইয়াহূদীরা দিয়ত আদায় করতে অস্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং দিয়ত আদায় করে দেন।

اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ اِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ وَاللّٰهِ مَاأَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ اَمَا اِنَّهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ *

৪৭২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা ও আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের নিকট দিয়ে দেন। তখন হত্যাকারী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিনি। তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন ঃ যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, অতঃপর তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমি জাহান্নামী হবে। তখন সেই ব্যক্তি তাকে ছেড়ে দিল। ঐ ব্যক্তি রশিতে বাঁধা ছিল, সে তার রশি টানতে টানতে চলে গেল, সেদিন হতে তাকে রশিওয়ালা ব্যক্তি বলা হতো।

٤٧٢٤ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ عَنْ عَوْفٍ الْاَعْرَابِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِيْءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِيْ قَتَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْفُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ قَالَ اَتَعْفُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَاَرْسَلَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ওয়ায়িল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি হত্যা করলে, তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর নিকট নিয়ে আসে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন, তাকে হত্যা করবে ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যাও, তাকে হত্যা কর। সে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার গুনাহ্ এবং তোমার বন্ধু গুনাহ সমস্ত বহন করবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করলো এবং তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে ব্যক্তি তার রশি টানতে টানতে চলে গেল।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنُ وَائِلٍ فِيْهِ

আলকামা ইব্‌ন ওয়ালের সাথে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٢٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِي جَمِيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَمْزَةُ اَبُوْ عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جِيْءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ فِيْ نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ

اَتَعْفُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلّٰى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَتَعْفُوْ قَالَ لاَ قَالَ اَتَاْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَمَا اِنَّكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَاَنَا رَاَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস এক হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে আনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো ঃ না, এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ দিয়াত নেবে ? সে বললো ঃ না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো ঃ তখন তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো ঃ না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ দিয়াত নেবে ? সে বললো ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ তাকে নিয়ে যাও। পরে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার পাপ এবং নিহত ব্যক্তির পাপ সমস্ত তার ঘাড়ে নিবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিল। (রাবী বলেন) আমি দেখলাম, সে রশি টানতে টানতে যাচ্ছে।

٤٧٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ يَحْيٰى وَهُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ *

৪৭২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলকামা ইব্‌ন ওয়ায়িল (রা) তার পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٧٢٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فِىْ عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا وَاَخِىْ كَانَا فِىْ جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَاْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُعْفُ عَنْهُ فَاَبٰى وَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا وَاَخِىْ كَانَا فِىْ جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَاْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اُعْفُ عَنْهُ فَاَبٰى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا وَاَخِىْ كَانَا فِىْ جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ اُرَاهُ قَالَ فَضَرَبَ رَاْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اُعْفُ عَنْهُ فَاَبٰى قَالَ اذْهَبْ اِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتّٰى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ اَمَا تَسْمَعُ مَايَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ فَقَالَ اِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ اُعْفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتّٰى خَفِىَ عَلَيْهَا *

৪৭২৭. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে নিয়ে আসে। সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই উভয়ে কূয়ায় কাজ করতো, হঠাৎ সে কোদাল উঠিয়ে আমার ভাইকে মারলে সে নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি অস্বীকার করলো। তিনবার এইরূপ বলার পর তিনি বললেন ঃ যাও, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমিও এরূপ হবে। সে তাকে নিয়ে দূরে যাওয়ার পর আমরা চিৎকার করে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে কি তা শুনছে না। সে ফিরে এসে বললো ঃ যদি আমি তাকে হত্যা করি তবে কি আমিও ঐরূপ হবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাকে ক্ষমা কর। এরপর সে বের হলো রশি টানতে টানতে এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

٤٧٢٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سِمَاكٍ ذَكَرَ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ اٰخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَتَلَ هٰذَا اَخِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَتَلْتَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْلَمْ يَعْتَرِفْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِيْ فَاَغْضَبَنِيْ فَضَرَبْتُ بِالْفَاسِ عَلٰى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ اِلاَّ فَاسِيْ وَكِسَائِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرٰى قَوْمَكَ يَشْتَرُوْنَكَ قَالَ اَنَا اَهْوَنُ عَلٰى قَوْمِيْ مِنْ ذَاكَ فَرَمٰى بِالنِّسْعَةِ اِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ دُوْنَكَ صَاحِبَكَ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَاَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوْا وَيْلَكَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَاَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوْا وَيْلَكَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حُدِّثْتُ اَنَّكَ قُلْتَ اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلْ اَخَذْتُهُ اِلاَّ بِاَمْرِكَ فَقَالَ مَاتُرِيْدُ اَنْ يَبُوْءَ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ ذَاكَ قَالَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ ٭

৪৭২৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তিকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসে এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তাকে হত্যা করেছ ? ঐ ব্যক্তি বললো, যদি সে স্বীকার না করে তা হলে আমি সাক্ষী আনবো। তখন এই ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিভাবে হত্যা করেছ ? সে বললো, আমি এবং তার ভাই এক গাছের নীচে লাকড়ি একত্রিত করছিলাম। সে আমাকে গালি দিলে আমার রাগ হয় এবং আমি তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নিকট কি মাল আছে, যা তুমি তোমার প্রাণের বিনিময়ে দিতে পার ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট তো

কিছুই নেই। হ্যাঁ, কম্বল এবং কুড়াল আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর, তোমার লোক তোমাকে দিয়াতের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার গোত্রের নিকট আমার এত মর্যাদা নেই যে, তারা আমাকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রশি ওয়ারিসের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন ঃ তাকে নিয়ে যাও। যখন সে যেতে লাগলো ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে সেও তার মত হবে। লোক দিয়ে তাকে বললো ঃ তোমার সর্বনাশ হোক, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সেও এইরূপ হবে। তখন সে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ লোক বলছে, আপনি নাকি বলেছেন ঃ আমি তাকে হত্যা করলে আমিও তার মত হবো। আমি তো তাকে আপনার আদেশেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, সে তোমার এবং তোমার এই পাপ নিজের উপর নিয়ে যাক ? সে বললো ঃ কেন চায় না ? তিনি বললেন ঃ তাই হবে ? সে বললো ঃ তবে তাই হোক।

٤٧٢٩. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر نحوه *

৪৭২৯. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে টেনে আনে .... শেষ পর্যন্ত অনুরূপ হাদীস।

٤٧٣٠. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن إسماعيل ابن سالم عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم أن النبي ﷺ أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى ولي المقتول يقتله فقال النبي ﷺ لجلسائه القاتل والمقتول في النار قال فاتبعه رجل فأخبره فلما أخبره تركه قال فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع قال وذكر أن النبي ﷺ أمر الرجل بالعفو *

৪৭৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের কাছে সোপর্দ করে দিলেন তাকে হত্যা করার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন ঃ নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়ে জাহান্নামে যাবে। এক ব্যক্তি ওয়ারিসদেরকে এই সংবাদ দিল যখন তাতে এ সংবাদ দেওয়া হলো, তখন সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি দেখলাম, তাকে ছেড়ে দেয়ার পর সে রশি টানতে টানতে প্রস্থান করল। রাবী ইসমাঈল বলেন ঃ আমি হাবীবের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট এই হাদীস সাঈদ ইব্‌ন আশওয়া বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন।

٤٧٣١. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْفُ عَنْهُ فَأَبَى فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَذَهَبَ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَذَهَبَ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِي الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ *

৪৭৩১. ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার প্রিয়জনের হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ -এর তাকে বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন : যাও তাকে হত্যা কর আর তুমিও তার মত হবে। সে প্রত্যাবর্তন করলে এক ব্যক্তি তার সাথে মিলিত হয়ে বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমিও তার ন্যায় হবে। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়। তখন সে আমার সামনে দিয়ে রশি টেনে নিয়ে চলে গেল।

٤٧٣٢. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اتَّقِ اللَّهَ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلِأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَاعْنُفْهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي *

৪৭৩২. হাসান ইব্‌ন ইসহাক মারওযী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাও, তুমিও তাকে হত্যা কর, যেমন সে তোমার ভাইকে হত্যা করেছে। এক ব্যক্তি বললো : আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ক্ষমা করে দাও, তোমার অনেক সওয়াব হবে, আর কিয়ামতের দিন তোমার এবং তোমার ভাই-এর জন্য উত্তম হবে। একথা শুনে সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা জানতে পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা করেছিল, তা বর্ণনা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও, ইহা তোমার জন্য ঐ ব্যবহার হতে উত্তম হবে, যা সে কিয়ামতের দিন তোমার সাথে করতো। কিয়ামতের দিন সে বলতো : আল্লাহ্! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ?

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي ذٰلِكَ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ আয়াতের ব্যাখ্যা

٤٧٣٣. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ *

৪৭৩৩. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন দীনার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইযা ও নযীর ইয়াহূদীদের দুটি গোত্র। এদের মধ্যে বনু নযীর গোত্র বনু কুরাইযা গোত্র থেকে মর্যাদাশালী ছিল। বনু কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনু নযীবের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু বনু নযীরের কোন ব্যক্তি বনু কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, রক্তপণ স্বরূপ সে একশত ওসক খেজুর আদায় করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নবুয়তের পর বনু নযীরের এক ব্যক্তি কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন বনু কুরায়যার লোকেরা বলে ঃ হত্যাকারীকে আমাদের হাওলা কর, আমরা তাকে হত্যা করবো। বনু নযীরের লোকেরা বললো ঃ তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে নবী ﷺ রয়েছেন। তারা তাঁর নিকট আসলে, তখন আয়াত নাযিল হলো, "যদি আপনি কাফিরদের মধ্যে মীমাংসা করেন, তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করবেন," আর ইনসাফ হলো প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেয়া হবে। এরপর নাযিল হলো ঃ "তারা কি অজ্ঞতার যুগের রেওয়াজ পছন্দ করছে ?"

٤٧٣٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودُونَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودُونَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً *

৪৭৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সূরা মায়িদার فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ এবং أَعْرِضْ عَنْهُمْ এই আয়াত দুইটি বনু নযীর এবং বনু কুরায়যার রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। যেহেতু বনী নযীর গোত্র ছিল মর্যাদাশালী, কাজেই তাদের কোন ব্যক্তি নিহত হলে তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায়

করতো, আর যদি কুরায়যার কোন ব্যক্তি নিহত হতো তবে তারা অর্ধ রক্তপণ পেত। এরপর তারা এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থী হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে সঠিক মীমাংসা করে দেন এবং দিয়াত সমান করে দেন।

بَابُ اَلْقَوْدُ بَيْنَ الْاَحْرَارِ وَالْمَمَالِيْكِ فِى النَّفْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদ ও দাসের মধ্যে কিসাস

٤٧٣٥. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَالْاَشْتَرُ اِلٰى عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ اِلَيْكَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ اِلاَّ مَاكَانَ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا فَاَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَاِذَا فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلٰى نَفْسِهِ اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

৪৭৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - কায়স ইব্ন উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আশতার (র) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, জিজ্ঞাসা করলাম; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এমন কিছু আপনাকে বলেছেন ঃ যা সাধারণভাবে কাউকে বলেন নি ? তিনি বললেন ঃ না, আমার এই কাগজে যা লিখিত আছে, তা ব্যতীত আর কিছুই তিনি বলেন নি। একথা বলে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপ হতে লিখিত এক টুকরা কাগজ বের করেন। তাতে লেখা ছিল ঃ মুসলমানের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, আর তারা অমুসলমানদের ব্যাপারে একটি হাতের মত। মুসলমানদের একজন সাধারণ লোকও যদি কোন অমুসলমানকে আশ্রয় দেয়, তবে মনে করতে হবে তাকে সকল মুসলমানই আশ্রয় দিয়েছে। জেনে রাখ, কোন মুসলমান কোন কাফিরের পরিবর্তে মারা যাবে, আর কোন যিম্মি, যিম্মি থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন প্রকার বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করবে, এর পাপ তার উপর বর্তাবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশতা এবং সকল লোকের অভিসম্পাত।

٤٧٣٦. اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ لاَيُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِىْ عَهْدِهِ *

৪৭৩৬. আবূ বকর আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, অমুসলমানদের ব্যাপারে তারা একটি হাতের ন্যায়, সাধারণ একজন মুসলমানের আশ্রয় দান, সকলের পক্ষ হতে মনে করা হবে। জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর যিম্মি, যিম্মি থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করবে না।

اَلْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

দাসের জন্য মনিবের থেকে কিসাস

٤٧٣٧. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ *

৪৭৩৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের নাক কান কেটে দেয়, আমরা তার নাক কান কেটে দেব। যদি কোন ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করে দেয়, তবে আমরা তাকে খাসি করে দেব।

٤٧٣٨. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৩৮. নসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি দাসের নাক কান কাটে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

٤٧٣٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৩৯. কুতায়বা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো আর কেউ তার দাসের নাক কান কাটলে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

নারীকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা

٤٧٤٠. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا *

৪৭৪০. যূসুফ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মীমাংসা কী ছিল, তা জানার জন্য তাঁর বাসনা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলে হামল ইব্‌ন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাঁবুর ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলো এবং তার পেটের বাচ্চাকেও হত্যা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ করেন এবং নারীর পরিবর্তে ঐ নারীকে হত্যা করার আদেশ দেন।

اَلْقَوْدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

নারীর পরিবর্তে নরকে হত্যা করা

٤٧٤١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِهَا *

৪৭৪১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী একটি বালিকাকে তার রূপার অলঙ্কারের জন্য হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ বালিকার কিসাস স্বরূপ ইয়াহূদীকে হত্যার আদেশ দেন।

٤٧٤٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُوْدِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَدْرَكُوْهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوْا يَتَّبِعُوْنَ بِهَا النَّاسَ هُوَ هٰذَا هُوَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী এক নারীর রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার কেড়ে নিল এবং পরে তাকে দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তার মাথা চূর্ণ করলো। লোকজন এসে দেখলো, তার নিঃশ্বাস তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো ঃ তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? ঐ ব্যক্তি মেরেছে ? অবশেষে ঐ ইয়াহূদীর নাম আসতেই সে বললো ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি পাথরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করতে আদেশ দেন।

٤٧٤٣. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُوْدِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فُلَانٌ قَالَ حَتّٰى سَمَّى الْيَهُوْدِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا نَعَمْ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৪৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক বালিকা রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় বের হলে এক ইয়াহূদী তাকে ধরে তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে

আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে এবং তার শরীরের অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। লোকজন এসে তাকে এমন অবস্থায় পায় যে, তখনও তার নিঃশ্বাস অবশিষ্ট আছে। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমাকে কে আঘাত করেছে ? অমুক ব্যক্তি ? সে বললো ঃ না, আল্লাহ্র কসম! তিনি বললেন ঃ অমুক ব্যক্তি ? শেষ পর্যন্ত তিনি আঘাতকারী ইয়াহূদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে তার মাথার ইশারায় বললো ঃ হ্যাঁ। ঐ লোকটি ধৃত হলে তা সে স্বীকার করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলে দুই প্রস্তরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হয়।

سُقُوْطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

মুসলমান হতে কাফিরের কিসাস রহিত হওয়া

٤٧٤٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ اِلاَّ فِىْ اِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ الْاِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ اَوْ يُصَلَّبُ اَوْ يُنْفَى مِنَ الْاَرْضِ *

৪৭৪৪. আহমদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিন অবস্থার যে কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমতঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ব্যভিচার করে, তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়, এবং পরে আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর তাকে হত্যা করা হবে, বা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে।

٤٧٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ سِوَى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ اِلاَّ اَنْ يُعْطِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهْمًا فِىْ كِتَابِهِ اَوْمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ فِيْهَا الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ *

৪৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনার নিকট কি কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন অন্য বাণী রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! যিনি বীজ বিদীর্ণ করে অঙ্কুর বের করে থাকেন, এবং জীবন দান করেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে তাঁর কিতাবের জ্ঞান দান করেন অথবা যা সহীফায় রয়েছে। আমি

জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ঐ সহীফায় রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাতে রয়েছে দিয়তের আহকাম, দাসমুক্ত করার বর্ণনা এবং আরো রয়েছে,কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

٤٧٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ فِى صَحِيْفَةٍ فِى قِرَابِ سَيْفِى فَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتّٰى اَخْرَجَ الصَّحِيْفَةَ فَاِذَا فِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ لاَيُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ *

৪৭৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হাস্‌সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি যা তিনি অন্যান্য লোকের নিকট বলেন নি; তবে আমার তলোয়ারের খাপে যে এক কিতাব রয়েছে তা ব্যতীত। জনগণ তার পিছু ছাড়লেন না, পরে তিনি সেই কিতাব বের করলেন। দেখা গেল, তাতে লিখিত রয়েছে যে, মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন। একজন সাধারণ মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের ব্যাপারে এক হাতের ন্যায়, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর নিজের ওয়াদার উপর স্থির কোন যিম্মিকে হত্যা করা যাবে না।

٤٧٤٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الاَعْرَجِ عَنِ الاَشْتَرِ اَنَّهُ قَالَ لِعَلِىٍّ اِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَايَسْمَعُوْنَ فَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ قَالَ مَاعَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ اِلَى النَّاسِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ قِرَابِ سَيْفِىْ صَحِيْفَةً فَاِذَا فِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ مُخْتَصَرٌ *

৪৭৪৭. আহমদ ইব্‌ন হাফস (র) - - - - মালিক আশতার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলী (রা)-কে বললেন ঃ মানুষের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ রয়েছে এবং যা তারা শুনেছে, তা হলো যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে খাস কিছু বলে থাকেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন আলী (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি, যা অন্যান্য লোককে তিনি বলেন নি। তবে আমার তলোয়ারের খাপে যা রয়েছে তা ব্যতীত। এরপর দেখা গেল, তাতে রয়েছে ঃ মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন সাধারণ মুসলমান একজন কাফিরকে আশ্রয় দিতে পারে, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর না ঐ যিম্মিকে হত্যা করা যাবে, যে তার ওয়াদার উপর স্থির রয়েছে।

تَعْظِيْمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ

যিম্মিকে হত্যা করা গুরুতর পাপ

٤٧٤٨. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ *

৪৭৪৮. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবূ বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে কোন কারণ ব্যতীত অথবা অসময়ে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশ্ত হারাম করে দেবেন।

٤٧٤٩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا *

৪৭৪৯. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - আবূ বাকারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন, এমনকি বেহেশতের সুগন্ধও।

٤٧٥٠. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا *

৪৭৫০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - কাসিম ইব্ন মুখায়মারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

٤٧٥١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا *

৪৭৫১. আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দুহায়ম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

দাসদের মধ্যে যখম ও অঙ্গহানির জন্য কিসাস নেই

٤٧٥٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا *

৪৭৫২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত যে, গরীব লোকদের একটি গোলাম ছিল, সে ধনীদের এক দাসের কান কেটে ফেলে। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি তার জন্য কিছুই সাব্যস্ত করেন নি।

اَلْقِصَاصُ فِي السِّنِّ

দাঁতের কিসাস

٤٧٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ *

৪৭৫৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁতের ব্যাপারে কিসাসের আদেশ দেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবের বিধান হলো দাঁতের বদলে দাঁতের কিসাস।

٤٧٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো ; আর যে ব্যক্তি তার দাসের অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

٤٧٥٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ بَشَّارٍ *

৪৭৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করবে, আমরা তাকে খাসি করে দেব, এবং যে ব্যক্তি তার দাসের কোন অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

٤٧٥٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ *

৪৭৫৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রবী এর বোন- উম্মে হারিছা এক ব্যক্তিকে যখম করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। তিনি বলেন ঃ কিসাস নেয়া হবে। তখন উম্মে রবী' বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার থেকে কী বদলা নেয়া হবে ? আল্লাহ্‌র কসম! তার থেকে কখনও বদলা নেয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ্! হে উম্মে রবী' ! কিসাস নেয়া তো আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান। সে বললো ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তার নিকট হতে কখনও কিসাস নেয়া যাবে না; এরূপ বলতে থাকলো, এমনকি তারা দিয়াত কবূল করে নিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বান্দা এখনও রয়েছে যে, যদি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কোন শপথ করে বসে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

اَلْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

দাঁতের কিসাস সম্পর্কে

٤٧٥٧. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ قَالَ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ *

৪৭৫৭. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন ঃ তার ফুফু এক বালিকার দাঁত ভেঙেছিল ; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসাসের আদেশ দেন। তার ভাই আনাস ইব্‌ন নযর জিজ্ঞাসা করলো ঃ অমুকের দাঁত কি ভাঙ্গা হবে ? যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি ঃ কখনও তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। তারা এর পূর্বেই ঐ বালিকার ওয়ারিসদেরকে বলে রেখেছিল যে, তাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা দিয়াত নাও। যখন তার ভাই আনাস ইব্‌ন নযরের চাচা, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন শপথ করলেন, তখন তার ওয়ারিসরা তাকে ক্ষমা করার জন্য রাজি হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে শপথ করে বসে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

٤٧٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَارَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَتُكْسَرُ قَالَ يَاأَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ *

৪৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রুবাঈ এক বালিকার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে, এবং তার ওয়ারিসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, কিন্তু ঐ বালিকার ওয়ারিসরা ক্ষমা করতে সম্মত হলো না, পরে দিয়ত দেওয়ার প্রস্তাব করলেও তারা সম্মত হলো না পরে তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি কিসাসের আদেশ দেন। তখন আনাস ইব্‌ন নযর বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! রুবাঈ-এর কি দাঁত ভেঙে দেয়া হবে ? না, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! কখনও তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। তিনি বললেন ঃ হে আনাস ! আল্লাহ্‌র কিতাবের মীমাংসা তো কিসাস। পরে ঐ লোকেরা সম্মত হয়ে গেল এবং ক্ষমা করে দিল। তখন নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কোন শপথ করে, তবে তিনি তা সত্যে পরিণত করে দেন।

اَلْقَوَدُ مِنَ الْعِضَّةِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

দাঁতে কাটার কিসাস

٤٧٥٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ *

৪৭৫৯. আহমদ ইব্‌ন উছমান আবূ জাওযা (র) ---- ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়, সে তার হাত টেনে নেওয়ার ফলে তার একটি দাঁত অথবা তিনি বলেন, কয়েকটি দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ জানালো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে কী আদেশ দিতে বল। তুমি এই বল যে, আমি তাকে আদেশ করি এবং সে তার হাত তোমার মুখে দিয়ে দিক; আর তুমি তা চিবিয়ে দাও, যেমন জন্তু চিবিয়ে থাকে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার হাত তাকে চিবাতে দাও। এরপর যদি ইচ্ছা হয় বের করে নাও।

٤٧٦٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ اٰخَرَ عَلٰى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَبْطَلَهَا وَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ اَخِيْكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ *

৪৭৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নিজের দাঁত দ্বারা অন্য ব্যক্তির বাহুর উপর কামড় দিল। সে হাত টেনে নিলে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি দিয়ত বাতিল করে দেয়ার আদেশ দেন, এবং বলেন ঃ তুমি জন্তুর ন্যায় নিজের ভাইয়ের মাংস চিবাতে চাও।

٤٧٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلٰى رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَهُ *

৪৭৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলো এবং তাদের একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। সে অন্যের মুখ হতে নিজের হাত টেনে নিতেই অন্যজনের দাঁত পড়ে গেল। পরে উভয়ে ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা একে অন্যকে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়েছ, আবার দিয়াতও চাইবে, তার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ يَعْلٰى قَالَ فِى الَّذِى عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَدِيَةَ لَكَ *

৪৭৬২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, ইয়ালা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। সে ব্যক্তি তার হাত টেনে নিলে অন্য ব্যক্তি দাঁত পড়ে যায়। পরে তারা ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা একে অন্যকে জানোয়ারের ন্যায় কামড়াবে আর পরে দিয়াত চাইবে ? তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَرَدْتَ اَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ اَخِيْكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَاَبْطَلَهَا *

৪৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি

অন্য এক ব্যক্তির বাহু কামড়ে ধরে, ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি কি তোমার ভাইয়ের বাহু জানোয়ারের ন্যায় দাঁতে কাটতে চাচ্ছ এবং দিয়াতও চাচ্ছ। সে কোন দিয়াত পাবে না।

بَابُ الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের প্রাণ রক্ষা করা

٤٧٦٤. اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ اَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَاَبْطَلَهَا *

৪৭৬৪. মালিক ইব্‌ন খলীল (র) - - - - ইয়ালা ইব্‌ন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। সে অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজন দাঁত দিয়ে কামড়ায়। ঐ ব্যক্তি অন্যের মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা নবী ﷺ-এর নিক পেশ করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের একজন নিজের ভাইয়ের দাঁত দিয়ে কামড়াবে, যেমন যুবক উট দাঁত দিয়ে কাটে। তিনি তাকে দিয়াত দেয়ার আদেশ করেন নি।

٤٧٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَاَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَاطَلَّهَا اَىْ اَبْطَلَهَا *

৪৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইয়ালা ইব্‌ন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, বনী তমীমের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ঐ ব্যক্তি হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। তারা এই ঝগড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের একজন তার ভাইকে উটের ন্যায় দাঁত দিয়ে কামড়িয়েছে। আর তিনি তাকে দিয়াত দিতে বলেন নি।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

আতা (র)-এর হাদীস ও এই হাদীসের রাবীদের মতবিরোধ

٤٧٦٦. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى اِبْنَىْ اُمَيَّةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ

الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لاَ عَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৭৬৬. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - সালামা এবং ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল, সে এক মুসলমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তার হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। ঐ ব্যক্তি তার মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। তখন ঐ ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে দিয়াতের জন্য আবেদন করলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তি বের হয়ে জানোয়ারের ন্যায় নিজের ভাইকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়, পরে সে দিয়াতের জন্য আগমন করে। সে দিয়াত পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াত বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

٤٧٦٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا *

৪৭৬৭. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কামড় দিলে, তাতে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দাঁতের দিয়াত দিতে বলেন নি।

٤٧٦٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৬৮. আব্দুল জব্বার (র) - - - - ইয়ালা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে চাকর রাখেন, সে অন্য ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নালিশ করলে, তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি তার হাত দেবে যাতে সে পশুর ন্যায় চিবিয়ে দেবে।

٤٧٦٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلاً فَعَضَّ الآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৭৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমন করি। সেখানে আমি একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখি। সেখানে আমার চাকর অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এতে তার দাঁত পড়ে যায়। সে ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি একে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

٤٧٧٠. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا *

৪৭৭০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হই। আমার ধারণা মতে তা ছিল সবচেয়ে উত্তম নেক কাজ। আমার এক চাকর ছিল, সে একজন লোকের সাথে ঝগড়া করে একে অন্যের আঙ্গুলে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। সে ব্যক্তি আঙ্গুল টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে নালিশ করলে, তিনি তার দাঁতকে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন এবং বলেন ঃ সে কি তোমার মুখে দাঁত রেখে দেবে, আর তুমি তা চিবিয়ে ফেলবে ?

٤٧٧١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ دِيَةَ لَكَ *

৪৭৭১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ইয়ালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তদ্রুপ বলেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এতে রয়েছে ঃ নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٧٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৭২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ইয়ালা ইব্‌ন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়ালা ইব্‌ন মুনইয়ার চাকর এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দ্বারা কামড় দিলে, ঐ ব্যক্তি নিজের হাত টেনে নিল তার মুখ হতে। এই ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলো। কেননা, যে কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বলেন ঃ সে কি তার হাত তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তা পশুর মত চিবাইতে থাকবে ?

٤٧٧٣. أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ *

৪৭৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সেখানে একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখেন। সে এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে ঐ ব্যক্তি তার হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। যখন সে ব্যথা অনুভব করে, তখন হাত টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায়। এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের একজন নিজের ভাইকে দাঁত দিয়ে জন্তুর মত দংশন করবে এরপর তিনি তার দাঁত দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

اَلْقَوَدُ فِى الطَّعْنَةِ

খোঁচা দেওয়ার কিসাস

٤٧٧٤. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ *

৪৭৭৪. ওহাব ইব্‌ন বায়ান (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বন্টন করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সামনের দিক হতে এসে তার উপর ঝুঁকে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাঁর হাতের কাঠি দ্বারা খোঁচা দেন। এতে ঐ ব্যক্তি বের হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এসো, প্রতিশোধ নাও। সে ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

٤٧٧٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَنْبَأَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ *

৪৭৭৫. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ রিবাতী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন; তখন এক ব্যক্তি সামনের দিক থেকে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তস্থিত কাঠি দ্বারা তাকে খোঁচা দিলে সে ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ এসো, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

اَلْقَوْدُ مِنَ اللَّطْمَةِ

চড়ের কিসাস

٤٧٧٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِىْ اَبٍ كَانَ لَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوْا لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ فَلَبِسُوا السِّلاَحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَىُّ اَهْلِ الْاَرْضِ تَعْلَمُوْنَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُوْا اَنْتَ فَقَالَ اِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ لاَتَسُبُّوْا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوْا اَحْيَاءَنَا فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِكَ اَسْتَغْفِرْ لَنَا *

৪৭৭৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর জাহিলী যুগের কোন বাপ দাদাকে গালি দিলে আব্বা তাকে চড় মারেন। তখন সে ব্যক্তির লোকজন এসে বলতে লাগলো ঃ এই ব্যক্তিও তাঁকে চড় মারবে, যেমন তিনি তাকে চড় মেরেছেন। তখন তার হাতিয়ার মজুদ হলো। এখবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা কি জান বিশ্ববাসীর মধ্যে কে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত? তারা বললো ঃ আপনি। এরপর বললেন ঃ আমি আব্বাসের হতে এবং আব্বাসও আমা হতে। তোমরা আমাদের মৃতদেরকে মন্দ বলো না। এতে আমাদের জীবিতদের দুঃখ হয় তখন একদল লোক আসলো। তারা একথা শুনে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

اَلْقَوْدُ مِنَ الْجَبْذَةِ

টানা-হেঁচড়া করার কিসাস

٤٧٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَاِذَا قَامَ قُمْنَا فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا مَعَهُ حَتّٰى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ اَدْرَكَهُ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَحْمِلْ لِىْ عَلٰى بَعِيْرَىَّ هٰذَيْنِ فَاِنَّكَ لاَتَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلاَمِنْ مَالِ اَبِيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لاَ اَحْمِلُ لَكَ حَتّٰى تُقِيْدَنِىْ مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِىْ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُقِيْدُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ ثَلاَثَ

مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ أُقِيْدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْاَعْرَابِىِّ اَقْبَلْنَا اِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ كَلاَمِىْ اَنْ لاَ يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتّٰى اٰذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ يَافُلاَنُ اَحْمِلْ لَهُ عَلٰى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَعَلٰى بَعِيْرٍ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرِفُوْا *

৪৭৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট থাকতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম। একদিন তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। যখন তিনি মসজিদের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর চাদর ধরে তাঁর পিছন দিকে টানলো। তাঁর চাদরখানা ছিল মোটা, এতে তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি বললো ঃ হে মুহাম্মদ ! আমার এই উষ্ট্রদ্বয়কে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা বোঝাই করে দিন। কেননা, আপনি তো আপনার মাল হতে বা আপনার পিতার মাল হতে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমাকে কখনও দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঘাড় টানা-হেঁচড়া করার বদলা না দাও। তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি বললো ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনও তোমাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তিনবার বললেন ঃ আর ঐ গ্রাম্য লোকটিও বলতে থাকলো যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এর বদলা নিতে দেব না। আমি যখন লোকটির কথা শোনলাম, তখন আমরা দৌড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে আমার কথা শুনেছে, তাকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, কেউ যেন ততক্ষণ নিজ স্থান হতে না নড়ে, যতক্ষণ না আমি আদেশ দেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের একজনকে বলেন ঃ হে অমুক! তুমি তার এক উটকে যব এবং অন্য উটকে খেজুর দ্বারা বোঝাই করে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা চলে যাও।

اَلْقِصَاصُ مِنَ السَّلاَطِيْنِ

বাদশাহদের নিকট হতে কিসাস

٤٧٧٨. اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ *

৪৭৭৮. মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আবূ ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ হতেও প্রতিশোধ আদায় করতেন।

اَلسُّلْطَانُ يُصَابُ عَلٰى يَدِهِ

বাদশাহর কাজে বাধা প্রদান

٤٧٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ *

৪৭৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফাকে সাদ্‌কা আদায় করার জন্য পাঠান। এক ব্যক্তি সাদ্‌কা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়া করলে, আবূ জাহ্‌ম তাকে প্রহার করেন। তখন সে তাঁর লোক নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিসাস দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, তোমরা এত পরিমাণ নাও। তারা তাতে সন্তুষ্ট হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আচ্ছা এত পরিমাণ নাও। তারা তাতে রাযী হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি লোকের সামনে খুতবা দানের সময় তোমাদের রাযী হওয়ার কথা উল্লেখ করবো। তারা বললো ঃ ঠিক আছে। পরে নবী ﷺ খুতবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ এই সকল লোক আমার নিকট কিসাস নিতে এসেছিল। আমি তাদের সামনে এত, এত মাল পেশ করায়, তারা রাযী হয়ে গেছে। তখন তারা বললো ঃ না, আমরা রাযী হয়নি। তখন মুহাজির লোকেরা তাদের প্রহার করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে থামতে বললো। তারা থেমে যায়। এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন ঃ তোমরা কি রাযী হও নি ? তখন তারা বললো ঃ হ্যাঁ, আমরা রাযী হলাম। তিনি বললেন ঃ আমি লোকের মধ্যে খুতবা দেয়ার সময় তাদেরকে কি তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেব। তারা বললো ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি ভাষণ দানকালে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা রাযী হলে তো ? তারা বললো ঃ হ্যাঁ।

اَلْقَوَدُ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ

তলোয়ার ব্যতীত কিসাস নেয়া

٤٧٨٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا قَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৮০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী এক বালিকাকে রৌপ্য

নির্মিত অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখে প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করে। পরে লোকেরা ঐ বালিকাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসে, আর তখনও তার প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে? সে মাথার ইঙ্গিতে জানায়, না। পরে তিনি ঐ ইয়াহূদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে? তখন সে মাথায় ইঙ্গিতে বলে ঃ হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ইয়াহূদীকে ডেকে পাঠান, এবং তার মাথাকে দুটি পাথরের মধ্যে রেখে প্রস্তর আঘাতে তাকে হত্যা করেন।

٤٧٨١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمٍ فَاسْتَعْصَمُوْا بِالسُّجُوْدِ فَقُتِلُوْا فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا *

৪৭৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাছ'আম গোত্রের দিকে একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন তারা তাদেরকে সিজদাবনত দেখতে পেল, যা তারা প্রাণ রক্ষার জন্য করেছিল। কিন্তু তারা হত্যা করলো। তিনি ঐ সকল কাফিরকে অর্ধ দিয়াত দিতে আদেশ করলেন এবং বললেন ঃ যে মুসলিম মুশরিকদের সাথে থাকে, আমি ঐ সকল মুসলমানের পক্ষ হতে জওয়াবদিহী করি না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দেখ, মুসলমান মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি কাফির-মুশরিকদের অগ্নিরূপ দেখ না?

تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ আয়াতের ব্যাখ্যা

٤٧٨٢. أَخْبَرَنَا الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ يَقُوْلُ يَتَّبِعُ هٰذَا بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّى هٰذَا بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ *

৪৭৮২. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়াতের বিধান ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ অর্থ ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى

قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হলো ঐ সমস্ত লোকের ব্যাপারে যারা নিহত হয়, আযাদের বদলে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী, ক্ষমাকারী রীতি-নীতি অনুযায়ী চলবে। আর যাকে ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করে। ক্ষমা করার অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইনমত চলবে। আর হত্যাকারী উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে, সহজপন্থা এবং রহমত। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কিসাস ছিল, দিয়াত ছিল না।

٤٧٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ *

৪৭৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - - মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের পরিবর্তে কিসাস ফরয করা হলো, আযাদের পরিবর্তে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী .... বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, দিয়াত ছিল না, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দিয়াতের বিধান দিয়েছেন। একে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের পরিপ্রেক্ষিতে সহজতর করে দিয়েছেন।

الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করার আদেশ

٤٧٨٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৪. ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাতে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন।

٤٧٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَسَدٍ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশা হলে তিনি তাতে ক্ষমা করার আদেশ দিতেন।

هَلْ يُؤْخَذُ مَنْ قَاتَلَ الْعَمْدَ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ

কিসাস ক্ষমা করা হলে

٤٧٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى *

৪৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আশআছ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তখন তার ওয়ারিসের জন্য কিসাস ও ফিদইয়ার মধ্যে মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে।

٤٧٨٧. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى *

৪৭৮৭. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন মাযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির কোন লোক নিহত হয়, তখন সে দুইটির যে কোন একটি বেছে নিতে পারে, হয় কিসাস, না হয় দিয়াত।

٤٧٨٨. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ مُرْسَلٌ *

৪৭৮৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - -আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার কোন লোক নিহত হয়, সে কিসাস অথবা দিয়াত—এ থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।

عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

নারীকেও ক্ষমা করা

٤٧٨٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَعَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً *

৪৭৮৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের উচিত ক্ষমা করা, যে ওয়ারিস নিকটাত্মীয় হয়। এরপর যে তার আত্মীয় হয় ; যদিও সে নারী হয়।

مَنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ

প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি

٤٧٩٠. أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ *

৪৭৯০. হিলাল ইব্‌ন 'আলা ইব্‌ন হিলাল (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিহত হয়, অথবা সে পাথর কিংবা কোড়া অথবা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, তবে এতে দিয়াত দিতে হবে আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয়, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফিরিশতাদের এবং সকল লোকের অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবূল হবে না।

٤٧٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِى عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً *

৪৭৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাঙ্গা হাঙ্গামায় নিহত হয়, অথবা যদি পাথর কিংবা কোড়ার আঘাতে বা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, যা তাদের মধ্যে চলছিল তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বা নিহত হয় , তবে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি কিসাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশতাগণ এবং সকল লোকের অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই হবে না।

كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على ايوب فى حديث القاسم بن ربيعة فيه

ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যার দিয়াত

٤٧٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এর ন্যায় ভুলবশত কোড়া, লাঠি ইত্যাদিতে নিহত হয়, তবে এর দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

٤٧٩٣. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ *

৪৭৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - কাসিম ইব্ন রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَّاءِ

খালিদ হায্যা এর উপর বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٩٤. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিব্হে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যায়, বেত্রাঘাত বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে নিহত হয়, তবে তার দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

٤٧٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ *

৪৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন কামিল (র) - - - - উকবা ইব্ন আওস (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ ভাষণে বলেন ঃ শুনে রাখ, যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত কিংবা লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে ভুলক্রমে নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে ছয় বছর হতে নয় বছর বয়সের বোঝা বহনের উপযুক্ত।

٤٧٩٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةً أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - 'উকবা ইব্‌ন আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শুনে রাখো ! ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি বেত্রাঘাত, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি এমন, যেগুলোর পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَاءِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইয়াকূব ইব্‌ন আওস (র) নবী ﷺ -এর সাহাবীদের একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত, কাঠ অথবা পাথর ইত্যাদির দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট। এগুলোর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইয়াকূব ইব্‌ন আওস (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٧٩٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا *

৪৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইয়াকূব ইব্‌ন আওস (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٨٠٠ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَاءِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ‌٭

৪৮০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ-ছানা বর্ণনা করে বলেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্যই, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু সৈন্যকে পরাস্ত করেছেন। তোমরা শুনে রাখ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভুলের দরুন নিহত হয়, বেত্রাঘাত অথবা কাষ্ঠাঘাতে একে শিবহে আমাদ বলে। এতে একশত উটের দিয়াত রয়েছে। এদের চল্লিশ উট এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٨٠١ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ٭

৪৮০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- কাসিম ইব্‌ন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

٤٨٠٢ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ

مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الشَّاةِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوْا وَلَا يَرِثُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَافَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا *

৪৮০২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভুলক্রমে নিহত হয় তার দিয়াত একশত উটনী যাদের ত্রিশটি এক বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি উট দুই বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর বয়সের নর বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দাম গ্রাম্য লোকদের মূল্যের অনুরূপ নির্ধারণ করতেন– চারশত দীনার অথবা ঐ মূল্যের রৌপ্য। আর তিনি উটের মূল্য নির্ধারণ করতেন যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত; আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও কম হতো; সময়ানুপাতে তাই হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঐ সকল উটের মূল্য চারশত দীনার হতে আটশত পর্যন্ত পৌঁছতো। অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য। বর্ণনাকারী বলেন ঃ গাভী দেওয়ার আদেশ দিতেন। আর ছাগলের মালিকদের দুই হাজার ছাগল। আর তিনি আদেশ করেছেন যে, দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে ফরায়েয অনুযায়ী বন্টন করা হবে, যা যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর উদ্ধৃত্ত থাকবে, তা পাবে আসাবাগণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের পক্ষ হতেও দিয়াত দেওয়ার আদেশ করেছেন যে, আর তার আসাবাগণ নারীর দিয়াত পাবে না। হ্যাঁ, যদি যবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে, তবে তা পাবে আর এরাই তার হত্যাকারী হতে কিসাস আদায় করবে।

ذِكْرُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

লক্ষ্যভ্রষ্ট হত্যার দিয়াত

٤٨٠٣. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَاءِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً *

৪৮০৩. আলী ইব্‌ন সা'য়ীদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - খাশ্‌ফ ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি মাসঊদকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লক্ষ্যভ্রষ্ট হত্যার দিয়াত ধার্য করেছেন বিশটি। বিনতে মাখায[1] এবং বিশটি ইব্‌ন মাখায[2] এবং বিশটি বিনতে লবুন[3] এবং বিশটি জাযআ[4] এবং বিশটি হিক্কাহ্[5]।

---

১. এক বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।
২. এক বছর বয়সের বিশটি নর উট।
৩. দু'বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।
৪. পাঁচ বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।
৫. চার বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।

ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرَقِ

রৌপ্য দ্বারা দিয়াত দেয়া

٤٨٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ *

৪৮০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে তিনি তার দিয়াত নির্ধারিত করেন বার হাজার দিরহাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে স্বীয় দান দ্বারা দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে ধনবান করলেন।

٤٨٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَعْنِي فِي الدِّيَةِ *

৪৮০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়াতে বার হাজার দিরহাম ধার্য করেছেন।

عَقْلُ الْمَرْأَةِ

নারীর দিয়াত

٤٨٠٦. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا *

৪৮০৬. ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নারীর দিয়াত নরের দিয়াতের ন্যায় ; এমনকি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

কাফিরের দিয়াত

٤٨٠٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى *

৪৮০৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যিম্মি কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক আর তারা হলো ইয়াহূদী এবং নাসারা।

٤٨٠٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ *

৪৮০৮. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক নির্ধারণ করেন।

دِيَةُ الْمُكَاتِبِ

মুকাতাব দাসের দিয়াত

٤٨٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى *

৪৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেছেন ঃ মুকাতাব যদি নিহত হয়, তা হলে সে যতটুকু কিতাবের মূল্য আদায় করেছে, তার দিয়াত মুসলমানদের সামনে দিতে হবে।

٤٨١٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ *

৪৮১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াত এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, তাকে এত পরিমাণ দিয়াত দেয়া হবে, যে পরিমাণ সে কিতাবের বদলে আদায় করেছে; তার দিয়াত আযাদের সমপরিমাণ দেয়া হবে।

٤٨١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ *

৪৮১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াতে এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, তাকে যতটুকু দিয়াত দেওয়া হবে, যতটুকু সে

কিতাবের পরিবর্তে আদায় করেছে, আযাদের সমপরিমাণ। আর অবশিষ্টের মধ্যে দাসের ন্যায় দিয়াত আদায় হবে।

٤٨١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النَّقَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ *

৪৮১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন নাককাশ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুকাতাব অতটুকু আযাদ হবে, যতটুকু সে আদায় করেছে। তার উপর অতটুকু হদ জারি করা হবে, যতটুকু সে আযাদ হয়েছে।

٤٨١٣. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ *

৪৮১৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক মুকাতাব দাস নিহত হলে তিনি আদেশ দেন যে, সে যতটুকু আযাদ হয়েছে, ততটুকুর দিয়াত আযাদের মত দেওয়া হবে। আর যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, ততটুকুর দিয়াত দাসের ন্যায় আদায় করা হবে।

بَابُ دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত সম্পর্কে

٤٨١٤. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ *

৪৮১৪. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন য়ূনুস (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য নারীকে প্রস্তরাঘাত করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পঞ্চাশটি ছাগল নির্ধারণ করেন। আর তিনি সে দিন হতে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।

٤٨١٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَاَةً خَذَفَتِ امْرَاَةً فَاَسْقَطَتِ الْمَذُوْفَةُ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةً مِنَ الْغُرِّ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا وَهْمٌ وَيَنْبَغِي اَنْ يَكُوْنَ اَرَادَا مِائَةً مِنَ الْغُرِّ وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ *

৪৮১৫. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য এক নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে, এতে তার গর্ভস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পাঁচ শত ছাগল নির্ধারণ করেন এবং সে দিন হতে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, প্রকৃত ছাগলের সংখ্যা একশত হবে।

٤٨١٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّهُ رَاَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَاتَخْذِفْ فَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ اَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ شَكَّ كَهْمَسٌ *

৪৮১৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে পাথর মারতে দেখে তাকে বলেন ঃ পাথর নিক্ষেপ করো না, কেননা নবী ﷺ পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٨١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِيْنِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً قَالَ طَاوُسٌ اِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ *

৪৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) গর্ভস্থ বাচ্চার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, তখন হামল ইব্‌ন মালিক (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে দাস অথবা দাসী দিতে আদেশ করেছেন। তাউস (র) বললেন ঃ ঘোড়া ও দাসী।

٤٨١٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا *

৪৮১৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লেহইয়ান গোত্রের এক মহিলার উদরস্থ বাচ্চার ব্যাপারে আদেশ করেন, যে বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল, এর বিনিময়ে এক দাস বা এক দাসী দেওয়া হবে। তিনি যে মহিলাকে তা দিতে আদেশ করেন। মারা গেলে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেন যে, তার মীরাস তার পুত্রদের এবং স্বামীকে দেওয়া হবে এবং তার দিয়াত আদায় করবে তার আত্মীয় আসাবাগণ।

٤٨١٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَارَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ أُغْرَمُ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ *

৪৮১৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই নারী ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে সে মারা যায় এবং তার পেটের বাচ্চাও মারা যায়। ঐ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ করলে, তিনি বলেন ঃ বাচ্চার দিয়াত এক দাস বা দাসী, আর ঐ মহিলার দিয়াত তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়স্বজন থেকে আদায় করে দেন। আর সেই দিয়াত পায় ঐ নারীর ছেলে, যে নারী নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হামল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাবিগা হুযালী (র) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ঐ ব্যক্তির দিয়াত কেন দিব, যে না খেয়েছে, না কোন পাপ করেছে, না কথা বলেছে ? এই খুন তো বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই ব্যক্তি গণকদের ভাই যে ছন্দযুক্ত কথা বলে।

٤٨٢٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ *

৪৮২০. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে হুযায়ল গোত্রের দুই নারীর একজন অন্যজনকে পাথর মারে। এতে তার গর্ভস্থিত সন্তান পড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য একটি দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন।

٤٨٢١. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغْرَمُ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَلاَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنَ الْكُهَّانِ *

৪৮২১. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বাচ্চাকে তার মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত এক দাস বা এক দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন। তিনি যার বিরুদ্ধে এ আদেশ দেন, সে বললো, আমি কিরূপে দিয়াত দেব, অথচ সে খায় নি, পান করে নি, কথা বলে নি- ইত্যাদি, এই হত্যা বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এই ব্যক্তি তো গণকদের অন্তর্গত।

٤٨٢٢ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ *

৪৮২২. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর কাঠ দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, আর সে নারী ছিল গর্ভবতী। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজনের থেকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন আর বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। সেই আত্মীয়-স্বজনেরা বললো ঃ আমরা এই বাচ্চার দিয়াত কেন দিব, যে এখনও খায় নি, পান করে নি, না চিৎকার করেছে, না কান্নাকাটি করেছে? এরকম খুন তো বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা বলছে।

صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ

গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়াত কে দিবে?

٤٨٢٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ *

৪৮২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রমণী তার সতীনকে তাঁবুর কাঠ দ্বারা হত্যা করলো, সে ছিল গর্ভাবস্থায় এবং সে মারা গেল। এ মামলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়কে দিয়াত দিতে আদেশ করেন ঃ আর বাচ্চার বদলে এক দাস আর দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। তখন তার আত্মীয়রা বললো ঃ আমরা এই বাচ্চার বদলা কী করে দিব, যে না খেয়েছে, না পান করেছে, না ক্রন্দন করেছে? এরকম খুনতো বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা বলছে। তিনি তাদের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করে দেন।

٤٨٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضٰى لِمَا فِىْ بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ تُغَرِّمُنِىْ مَنْ لَا اَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضٰى لِمَا فِىْ بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ *

৪৮২৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলেন, দুই সতীনের একজন অন্যজনকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত দেওয়ার আদেশ জারি করেন ; আর তার গর্ভস্থ শিশুর বদলে একটি দাস বা দাসী দিতে বলেন। আত্মীয়গণ বললো ঃ আমরা এ বাচ্চার দিয়াত কেন দেব, যে বাচ্চা না খেয়েছে, না পান করেছে, না কান্নাকাটি করেছে, না চিল্লাইয়াছে ? সে তো তার নিজের রক্ত হারিয়েছে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য একজন দাস বা দাসী দেয়ার ফয়সালা দেন।

٤٨٢٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَاَةٌ مِنْ بَنِىْ لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُوْلَةِ حَمْلٌ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِىْ بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ *

৪৮২৫. আলী ইব্ন সা'য়ীদ ইব্ন মাসরুক (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলেন, বনী লেহইয়ানের এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে সে মারা যায় আর সে ছিল গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ পেশ হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দেরকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন এবং শিশুর বদলে এক দাস অথবা দাসী দেয়ার আদেশ দেন।

٤٨٢٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَاَسْقَطَتْ فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا كَيْفَ نَدِىْ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا اَكَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ فَقَضٰى بِالْغُرَّةِ عَلٰى عَاقِلَةِ الْمَرْاَةِ *

৪৮২৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির বিবাহে

দুই নারী ছিল, তাদের একজন অন্যজনকে তাঁবুর কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করলে, তার উদরস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। তারা উভয়ে নবী ﷺ -এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। আত্মীয়রা বলে ঃ আমরা ঐ সন্তানের দিয়াত কিরূপে আদায় করবো; যে খায়নি পান করেনি, কাঁদেনি, চীৎকার করে নি। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত বাক্য বলছো। তিনি ঐ নারীর হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা করেন।

٤٨٢٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَاَتَانِ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ فَاَسْقَطَتْ فَقِيْلَ اَرَاَيْتَ مَنْ لاَ اَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ فَقَضٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلٰى عَاقِلَةِ الْمَرْاَةِ اَرْسَلَهُ الْاَعْمَشُ *

৪৮২৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল, একজন অপর নারীর উপর একটি তাঁবুর কাঠ নিক্ষেপ করলে তার বাচ্চা গর্ভ হতে পড়ে যায়। তখন বলা হয় ঃ আমরা ঐ বাচ্চার পরিবর্তে কী দিয়াত দিব, যে খায়নি, পান করে নি, আর না কাঁদতে গিয়ে চিৎকার করেছে ? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে এক দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। আর তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা দেন।

٤٨٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَاَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلٰى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلٰى عَصَبَتِهَا فَقَالُوْا نُغَرَّمُ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ هُوَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ *

৪৮২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - ইব্‌রাহীম (র) বলেন, এক নারী তার সতীনকে তার গর্ভাবস্থায় প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দিয়াতের ফয়সালা দেন, আর তার দিয়াত হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর সাব্যস্ত করেন। তখন তারা বললো ঃ যে বাচ্চা পান করেনি, খায়নি এবং ক্রন্দনও করেনি। আমরা এমন বাচ্চার দিয়াত কী করে দিব ? এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বৃথা যাবে। তিনি বললেন ঃ এতো বেদুইন লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত কথা বলছে ! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, এটাই সঠিক।

٤٨٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ اَسْبَاطَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَاَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَاَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْاَةُ فَقَضٰى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا اِنَّهَا قَدْ اَسْقَطَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ اَبُو الْقَاتِلَةِ اِنَّهُ كَاذِبٌ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالأُخْرَى أُمَّ غُطَيْفٍ *

৪৮২৯. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দুই প্রতিবেশী, নারীর মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন তাদের একজন অপরজনকে প্রস্তরাঘাত করলে সে মারা যায়। এবং তার গর্ভের বাচ্চাও পড়ে যায়, যার মাথার চুল উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়ের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করেন। তখন তার চাচা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাচ্চা পড়ে গেছে যার মাথায় চুল উঠেছে। হত্যাকারিণীর পিতা বললোঃ এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র শপথ ঐ বাচ্চা চিৎকার দেয়নি, খায়নি, পান করেনি এরূপ বাচ্চাকে তো বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ গণকদের ন্যায়, গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দ কথা বলছে। নিশ্চয় বাচ্চার পরিবর্তে এক দাস বা দাসী দিতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ তাদের একজনের নাম ছিল মুলায়কা, আর অপরজনের নাম ছিল উম্মু গাতীফা। এদের থেকে এত দূরে অবস্থান করবে, যেন একে অন্যের আগুন দেখতে না পায়।

٤٨٣٠. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ وَلاَ يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ *

৪৮৩০. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) - - - - জাবির (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক গোত্রের উপর দিয়াত ফরয করেছেন। আর কোন আযাদকৃত দাসের জন্য জায়েয নেই আযাদকৃত মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে মাওলা বা মনিব স্থির করা।

٤٨٣١. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ *

৪৮৩১. আমর ইব্‌ন উছমান এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকের চিকিৎসা করে, অথচ সে চিকিৎসা বিদ্যা জানে না, সে ব্যক্তি যিম্মাদার হবে।

٤٨٣٢. أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءً *

৪৮৩২. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ

একজনের অপরাধে অন্যজনকে গ্রেপ্তার করা

٤٨٣٣. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ *

৪৮৩৩. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার সাথে নবী ﷺ -এর নিকট আসলে, তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে এ কে ? তিনি বললেন ঃ আমার পুত্র, আপনি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে না, আর না তুমি তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে।

٤٨٣٤. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلاَنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ أَلاَ لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى *

৪৮৩৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ছালাবা ইব্‌ন যাহ্‌দাম য়ারবুঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার গোত্রের কিছু লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দেন। তখন তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা ছালাবা ইব্‌ন য়ারবু এর সন্তান, এরা জাহিলীর যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন নবী ﷺ উচ্চস্বরে বলেন ঃ শুনে রাখ, একজনের অপরাধ অন্যজনের উপর বর্তায় না, আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ছালাবা ইব্‌ন যাহ্‌দাম (র) বলেন; ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট যান, যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা গোত্রের লোক। এরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلاَنًا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ছালাবা ইব্‌ন যাহদম য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা ইব্‌ন য়ারবু-এর লোক, তারা নবী (সা)-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٦. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي

الشَّعْثَاءِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَلَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَتَلُوْا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاتَجْنِيْ نَفْسٌ عَلٰى أُخْرٰى *

৪৮৩৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - ছালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা ইব্ন য়ারবু-এর লোক, তারা নবী ﷺ -এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٧. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوْا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلَانًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْنِيْ نَفْسٌ عَلٰى أُخْرٰى قَالَ شُعْبَةُ أَيْ لَايُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ *

৪৮৩৭. আবূ দাউদ (র) - - - - আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি ছালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের কিছু লোক নবী ﷺ -এর একজন সাথীকে হত্যা করে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٣٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوْعٍ الَّذِيْنَ أَصَابُوْا فُلَانًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَعْنِيْ لَاتَجْنِيْ نَفْسٌ عَلٰى نَفْسٍ *

৪৮৩৮. কুতায়বা (র) - - - - বনী ছালাবা ইব্ন য়ারবু এর এক ব্যক্তি বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, যখন তিনি কথা বলছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা ছালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের লোক, যারা অমুককে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কোন লোক অন্যের অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٩. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ يَرْبُوْعٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ فُلَانٍ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فُلَانًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَجْنِيْ نَفْسٌ عَلٰى أُخْرٰى *

৪৮৩৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আশআস (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ছালাবা ইব্‌ন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন ঃ আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম যখন তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা অমুক গোত্রের লোক যারা অমুককে হত্যা করেছে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٤٠. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلاَنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ لاَتَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ مَرَّتَيْنِ *

৪৮৪০. য়ূসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - তারিক মুহারিবী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরা ছালাবা গোত্রের লোক, যারা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আপনি আমাদের বদলা নিয়ে দিন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করি। এসময় তিনি বলেন ঃ মায়ের অপরাধে পুত্র অপরাধী হবে না, তিনি এটা দু'বার বলেন।

اَلْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

দৃষ্টি শক্তিহীন চক্ষু

٤٨٤١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا *

৪৮৪১. আহমদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দৃষ্টিহীন চক্ষু যা নিজ স্থানে রয়েছে, এর ব্যাপারে মীমাংসা দেন যে, যদি তা উপড়ে ফেলা হয়, তবে এর জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। আর যে হাত অবশ হয়ে গেছে, তা কেটে ফেললে হাতের এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। যে দাঁত কালো হয়ে গেছে, তা উপড়ে ফেললো, তার জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে।

عَقْلُ الْاَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত

٤٨٤٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ *

৪৮৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআবিয়া (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক দাঁতের পরিবর্তে পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٤٣. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا *

৪৮৪৩. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক দাঁত সমান, প্রত্যেক দাঁতের জন্য পাঁচ পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

بَابُ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুলের দিয়াত

٤٨٤٤. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৪৪. আবুল আশ্‌আছ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٤٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا *

৪৮৪৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট দিয়াতের বেলায় সমান।

٤٨٤٦. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَلْخِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ *

৪৮৪৬. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফয়সালা যে, প্রত্যেক আঙ্গুল সমান, প্রত্যেকটির জন্য দশ উট।

٤٨٤٧. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِيْ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِيْ ذَكَرُوْا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوْا فِيْهِ وَفِيْمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا *

৪৮৪৭. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা) বলেন, তিনি লিখিত কাগজ পান, যা আমর ইব্‌ন হাযাম-এর সন্তানদের নিকট ছিল। তারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য লিখেছেন এবং তাতে লেখা ছিল ঃ আঙ্গুলের পরিবর্তে দশ উট দিয়াত।

٤٨٤٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ *

৪৮৪৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বৃদ্ধ আঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল উভয়ই সমান।

٤٨٤٩. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ *

৪৮৪৯. নসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এটা এবং ওটা সমান– বৃদ্ধাঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ।

٤٨٥٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৫০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস বলেন ঃ আঙ্গুলের জন্য দশ-দশ উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٥١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৫১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আঙ্গুলের জন্য দশ-দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

٤٨٥٢. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ *

৪৮৫২. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হায়ছাম (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, যখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ হেলান দিয়েছিলেন ঃ আঙ্গুলসমূহ সমান।

اَلْمَوَاضِحُ

যে যখম হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছে

٤٨٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ *

৪৮৫৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ যে যখমে হাঁড় বেরিয়ে যায়, তাতে পাঁচ পাঁচটি উট দিয়াত দিতে হবে।

ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لَهُ

দিয়াত বিষয়ে আমর ইব্‌ন হাযমের হাদীস এবং এতে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٨٥٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَرْثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ *

৪৮৫৪. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর ইব্‌ন হাযাম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদেরকে এক চিঠি লেখেন, যাতে ফরয, সুন্নত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখছিল। আর তিনি তা আমর ইব্‌ন হাযামের মাধ্যমে পাঠান তা ইয়ামানবাসীদেরকে পড়ে শুনানো হয়। তাতে

লেখা ছিল ঃ এটা মুহাম্মদ নবী ﷺ -এর পক্ষ হতে শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন আব্‌দে কুলাল, নুআয়েম ইব্‌ন আবদে কুলাল এবং হারিছ ইব্‌ন আব্‌দে কুলালকে যারা যীরু আয়ন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আর সাক্ষ্য প্রমাণে তা প্রমাণিত হবে, তবে বদলা নেয়া হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ক্ষমা করে দেয়, তবে ক্ষমা হবে, তোমাদের জানা দরকার যে, প্রাণের বিনিময় হলো একশত উট, আর যদি সম্পূর্ণ নাক কাটা যায়, তবুও একশত উট। এইভাবে জিহবা, ঠোঁট, পুরুষাঙ্গ, পেট এবং হাড়েরও পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। আর চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। এক পায়ের অর্ধ দিয়াত কিন্তু পদদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। এভাবে মস্তিষ্কে পৌছেছে এমন যখমের জন্য অর্ধ দিয়াত। যে যখম পেট পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত, যে যখমে হাড় ভেঙে যায়, তাতে পনের উট। আর হাত পায়ের আঙ্গুলে দশ উট, আর এক দাঁতে পাঁচ উট। যে যখমে হাড় নড়ে যায়, তাতে পাঁচ উট। আর পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে, এবং যাদের নিকট স্বর্ণ রয়েছে, তাদের উপর এক হাজার দীনার মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন বিলাল (র) এতে মতভেদ করেন।

٤٨٥٥. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَيْثَمِ مَرْوَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ ابْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً *

৪৮৫৫. হায়ছাম ইব্‌ন মারওয়ান (র) - - - - আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদের নিকট একখানা পত্র লিখেন, যাতে ফরয, সুন্নত এবং দিয়াতের কথা ছিল। তিনি আমর ইব্‌ন হাযম এর মাধ্যমে তা পাঠান। ইয়ামানবাসীদের নিকট তাঁর এই পত্র পড়ে শুনানো হয়। তাতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ এক চক্ষুতে অর্ধ দিয়াত, এক হাতে অর্ধ দিয়াত, এক পায়ে অর্ধ দিয়াত। রাবী আবূ আব্দুর রহমান বলেন ঃ ইহা সহীহ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্ অধিক অবহিত।

٤٨٥٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ نَحْوَهُ *

৪৮৫৬. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) ---- ইব্‌ন শিহাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ পত্রখানা পাঠ করেছি, যা তিনি আমার ইব্‌ন হাযমের জন্য লিখেছিলেন, যখন তিনি তাকে নাজরানে প্রেরণ করেছিলেন। ঐ পত্র আবূ বকর ইব্‌ন হাযামের নিকট রয়েছে। সে বলেছিল, তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেছিলেন ঃ ইহা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বর্ণনা ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর এর পরবর্তী কয়েক আয়াত .... ইন্নাল্লাহা সরীউল হিসাব অর্থাৎ আল্লাহ্ জলদি হিসাব নেবেন পর্যন্ত। এরপর তিনি লিখেন ঃ প্রাণের উপর আঘাত হানলে একশত উট .... ইত্যাদি।

٤٨٥٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَنِي أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا بَيَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ فَتَلاَ مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيْضَةً وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৭. আহ্‌মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) ---- যুহরী (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন হাযাম (র) আমার নিকট একটি পত্র নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যা চামড়া খণ্ডে লিখিত ছিল ঃ "ইহা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বর্ণনা ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এরপর তিনি কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। তারপর তিনি বলেন ঃ প্রাণের বিনিময়ে একশত উট। আর চক্ষুতে পঞ্চাশ উট। হাতের বদলে পঞ্চাশ উট, পা-এর পরিবর্তে পঞ্চাশ উট। আর যে যখম হাঁড়ের মগজ পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত। আর যে যখম পেটের ভিতর পৌছে, তাতে এক তৃতীয়াংশ, আর যে যখমে হাঁড় স্থানচ্যুত হয়, তাতে পনর উট, আর আঙ্গুলে দশ-দশটি উট, আর দাঁতে পাঁচ উট। আর যে যখমে হাঁড় দেখা দেয়, তাতে পাঁচ উট।

٤٨٥٨. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِوبْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُوْلِ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৮. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হায্‌ম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে পত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমর ইব্‌ন হায্‌মের জন্য লিখেন কিসাসের

সম্বন্ধে, তাতে ছিল ঃ প্রাণের পরিবর্তে এক শত উট। আর পূর্ণ নাকের জন্য একশত উট। আর যে যখম মগজ পর্যন্ত পৌছে, তা যে এক তৃতীয়াংশ এবং যে যখম পেট পর্যন্ত পৌছে, তাতেও তদ্রূপ। আর হাতের জন্য পঞ্চাশ উট, আর চোখের জন্য পঞ্চাশ, আর পায়ের জন্য পঞ্চাশ। আর প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট, আর দাঁতের জন্য পাঁচ উট এবং যে যখমে হাঁড় প্রকাশ পায়, তাতে পাঁচ উট।

٤٨٥٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ *

৪৮৫৯. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরজায় এসে ছিদ্রে চক্ষু লাগিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে একখণ্ড কাঠ অথবা লোহা নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। সে তা দেখে নিজের চোখ সারিয়ে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তুমি সেখানে চোখ রাখতে, তবে আমি তা ফুঁড়ে দিতাম।

٤٨٦٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ *

৪৮৬০. কুতায়বা (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘরের ছিদ্রপথে দেখছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একখণ্ড কাষ্ঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন ঃ যদি আমি জানতে পারতাম যে, তুমি আমাকে দেখছো, তবে আমি তোমার চোখে এই কাষ্ঠ ঢুকিয়ে দিতাম। দেখার সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এইজন্য যেন এভাবে উঁকি মেরে দেখতে না হয়।

بَابُ مَنِ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

٤٨٦١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ *

৪৮৬১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে যে উঁকি দিয়ে দেখে, সে দিয়াত এবং বদলা কিছুই পাবে না।

٤٨٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى جُنَاحٌ *

৪৮৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তোমার দিকে উঁকি মারে তবে যদি তুমি পাথর নিক্ষেপ করে ঐ ব্যক্তির চোখ ফুটা কর, তবে তাতে তোমার কোন পাপ হবে না।

٤٨٦٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَاضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَااسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ *

৪৮৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসআব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় মারওয়ানের পুত্র তাঁর সম্মুখে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও সে মানলো না। তখন আবূ সাঈদ (রা) তাকে মারলেন। সে কাঁদতে কাঁদতে মারওয়ানের নিকট গেল। মারওয়ান আবূ সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি আপনার ভাইয়ের ছেলেকে কেন মারলেন ? আবূ সাঈদ (রা) বললেন ঃ আমি তাকে মারিনি বরং শয়তানকে মেরেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের কারো নামায পড়ার সময় তোমাদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তবে যতটুকু সম্ভব তাকে বাধা দেবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করবে; কেননা সে শয়তান।

مـاجاء فى كتاب القصاص من المجتبى مما ليس فى السنن تاويل قول الله عز وجل وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا

আল্লাহর বাণী وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا এর ব্যাখ্যা

٤٨٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَأَلْتُهُ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ *

৪৮৬৪. আবূ আব্দুর রহমান (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবযা (রা) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-এর নিকট এ দু'টি وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াত রহিত হয়নি। আমি দ্বিতীয় যে আয়াত সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তা ছিল ঃ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الخ আয়াত ; তিনি বললেন ঃ এই আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

٤٨٦٥. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ نَزَلَتْ فِى اٰخِرِ مَا اُنْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَىْءٌ *

৪৮৬৫. আযহার ইব্‌ন জামীল (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন ঃ কুফাবাসীরা وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا আয়াতে মতবিরোধ করলো তা রহিত হওয়ার ব্যাপারে। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াতটি তো শেষে নাযিল হয়েছে। একে কোন আয়াতই রহিত করেনি।

٤٨٦٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِى بَزَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ وَقَرَاْتُ عَلَيْهِ الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ هٰذِهِ اٰيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ *

৪৮৬৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার তাওবা কবূল হবে কি ? তিনি বললেন ঃ ফুরকানের وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ الخ এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে।

٤٨٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ يَجِىْءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ اَوْدَاجُهُ دَمًا يَقُوْلُ سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِىْ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا *

৪৮৬৭. কুতায়বা (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ (রা) বলেন, কেউ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো ঃ যদি কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, পরে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, সোজা পথে আসে, তবে কি তার তাওবা কবূল হবে ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তার তাওবা

কীরূপে কবূল হবে ? আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরে আনবে, তখনও তার ধমনী হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে ঃ হে আল্লাহ্ ! একে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল ? ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ এই আদেশ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তিনি তা রহিত করেন নি।

٤٨٦٨. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ *

৪৮৬৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহগুলো হলো আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা। মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

٤٨٦٩. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ *

৪৮৬৯. 'আবদা ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

٤٨٧٠. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৭০. আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না, আর যখন সে মদ্য পান করে, তখন ঈমানদার অবস্থায় মদ্য পান করে না, মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মুমিন অবস্থায় কাউকে হত্যা করে না।

ফুরকানের وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ الخ এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তিনি বললেন ঃ এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এতো মদীনায় নাযিল হয়েছে। مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ আয়াত রহিত করেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

অধ্যায় ঃ চোরের হাত কাটা

تَعْظِيْمُ السَّرِقَةِ

চুরি কঠিন পাপ

٤٨٧١. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৭১. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন ঈমান তার সাথে থাকে না, যখন চোর চুরি করে, তখনও ঈমান তার সাথে থাকে না, যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে, তখন ঈমান তার সাথে থাকে না, আর যখন কোন ডাকাত লোক চক্ষুর সামনে ডাকাতি করে, তখনও তার সাথে ঈমান থাকে না।

٤٨٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ أَحْمَدُ فِى حَدِيْثِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ *

৪৮৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও আমহদ ইব্‌ন সায়্যার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন তার সাথে ঈমান থাকে না, আর যখন চোর চুরি করে তখন তার সাথে ঈমান থাকে না, আর যখন কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে তখন তার সাথে ঈমান থাকে না। আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতি করে, তখন তার সাথে ঈমান থাকে না। এরপরও তওবা করলে তা কবূল হবে।

٤٨٧٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُوْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَايَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيْتُهَا فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ *

৪৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া মারওয়াযী আবূ আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে ঈমানদার থাকে না ; আর যখন সে চুরি করে, তখনও তার সাথে ঈমান থাকে না, যখন সে মদ পান করে তখনও সে মু'মিন থাকে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চতুর্থ একটি কথা বলেন, যা আমি ভুলে গিয়েছি। যখন সে এসব গুনাহে লিপ্ত হয় তখন সে তার ঘাড় হতে ইসলামের বন্ধন বের করে ফেলে। যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন।

٤٨٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ *

৪৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ মুবারক মুখাররমী (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত। সে একটি ডিম চুরি করে, যার বিনিময়ে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি[১] চুরি করে, আর তার হাত কাটা হয়।

بَابُ امْتِحَانُ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ চুরি স্বীকার করানোর জন্য চোরকে মারা বা বন্দী করা

٤٨٧٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِيُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّيْنَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوْا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيْلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا خَلَّيْتَ سَبِيْلَ هٰؤُلَاءِ بِلَا امْتِحَانٍ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَاشِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللّٰهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوْا هٰذَا حُكْمُكَ قَالَ هٰذَا حُكْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلِهِ ﷺ *

---

১. এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না, ডিম রূপার হলে, রশি নৌকা বাঁধার মূল্যবান রশি হলে অনুরূপ পরিমাণ মালের চুরিতে হাত কাটার বিধান রয়েছে।

৪৮৭৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন কালায়ী গোত্রের লোক তার নিকট এসে বললো ঃ কতিপয় তাঁতী আমাদের মালপত্র চুরি করেছে। তিনি কয়েকদিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেন। কালায়ী লোকেরা তাঁর নিকট এসে বললো ঃ আপনি ঐ সকল লোককে কোন প্রকার শাস্তি বা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিলেন ? নু'মান (রা) বললেন ঃ তোমরা কী বলো, আমি কি তাদের মারব ? কিন্তু যদি তোমাদের মাল তাদের নিকট পাওয়া যায় : তবে তো ভাল, আর তা না হলে, আমি ঐরূপ তোমাদের পিঠে আঘাত করবো ! তারা বললো ঃ এটা কি আপনার আদেশ ? তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর হুকুম।

٤٨٧٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِى تُهْمَةٍ *

৪৮৭৬. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - বহয ইব্‌ন হাকীম (রা) পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কোন লোককে বন্দী করেন।

٤٨٧٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِى تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلّٰى سَبِيْلَهُ *

৪৮৭৭. আলী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - বহয ইব্‌ন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করে পরে তাকে ছেড়ে দেন।

تَلْقِيْنُ السَّارِقِ

চোরকে ভাল কথা শিক্ষা দান

٤٨٧٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الْمُنْذِرِ مَوْلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ جِيْئُوْا بِهِ فَقَطَعُوْهُ ثُمَّ جَاؤُابِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ *

৪৮৭৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ উমায়্যা মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এমন এক চোরকে উপস্থিত করা হয় যে তাঁর অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তার নিকট কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছে। সে বললো ঃ আমি চুরি

করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও, পরে আমার নিকট নিয়ে এসো লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দিল, এবং আবার নিয়ে আসলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। সে ব্যক্তি বললো ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন ঃ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

اَلرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ اَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْاِمَامُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِيْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ فِيْهِ

বিচারকের নিকট আনার পর ক্ষমা করলে

٤٨٧٩. اَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ اَبَا وَهْبٍ اَفَلَا كَانَ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৮৭৯. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাঁর হাত কাটার আদেশ দেন। তখন সাফওয়ান বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ ওয়াহাব ! আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কেটে দেন।

٤٨٨٠. اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلَوْلَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ يَا اَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪৮৮০. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দিলে সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ ওয়াহাব ! তুমি এখানে আনার পূর্বে কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? তিনি সেই লোকের হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ رَبَاحٍ اَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَاُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ لَهُ قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ الْاٰنَ *

৪৮৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন নু'আয়ম (র) - - - - আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি কাপড় চুরি করে। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তাকে তা দান করলাম। তিনি বললেন ঃ এইখানে আসার আগে তোমরা কেন দিয়ে দিলে না ?

مَايَكُوْنُ حِرْزًا وَمَالاَ يَكُوْنُ

রক্ষিত ও অরক্ষিত মাল সম্পর্কে

٤٨٨٢. أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ اَبِى بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا سَرَقَ رِدَائِى فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَسَرَقْتَ رِدَاءَ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَاكُنْتُ اُرِيْدُ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِى رِدَائِى فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَاقَبْلَ هٰذَا خَالَفَهُ اَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ٭

৪৮৮২. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন এবং নামায পড়ে তিনি তাঁর চাদর ভাঁজ করে মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়লেন, চোর এসে চাদর টান দিলে তিনি চোরকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি আমার চাদর চুরি করেছে। তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি চাদর চুরি করেছ ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও। তখন সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এই নিয়ত ছিল না যে, মাত্র একটি চাদরের জন্য তার হাত কাটা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার নিকট বিচার আনার পূর্বে যদি তুমি ক্ষমা করতে, তবে হতো, এখন আর হবে না।

٤٨٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِى خِيَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِى ابْنَ الْعَلاَءِ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَاَدْرَكَهُ فَاَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَابَلَغَ رِدَائِىْ اَنْ يُقْطَعَ فِيْهِ رَجُلٌ قَالَ هَلاَّ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَشْعَثُ ضَعِيْفٌ ٭

৪৮৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাফওয়ান তাঁর চাদর মাথার নীচে রেখে নিদ্রা গেলেন। এক ব্যক্তি তা চুরি করলো, সাফওয়ান, উঠে দেখেন চোর তা নিয়ে উধাও হচ্ছে। তিনি দৌড় দিয়ে চোরকে ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন, তিনি তার হাত কাটার আদেশ দান করলে সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার চাদর এমন নয় যে, এর বিনিময়ে একজনের হাত কাটা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একথা আগে কেন মনে করনি ?

٤٨٨٤. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ *

৪৮৮৪. আহমদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মসজিদে নিদ্রিত ছিলাম একটি চাদরের উপরে। যার মূল্য ত্রিশ দিরহাম হবে। এক ব্যক্তি এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে সে ধরা পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত কাটার আদেশ করলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ত্রিশ দিরহামের পরিবর্তে আপনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন ? আমি চাদর তার নিকট বিক্রি করছি আর এই মূল্য তার নিকট বাকি রাখলো। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন এরূপ করলে না ?

٤٨٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ أَتَقْطَعُهُ قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ *

৪৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একখানা চাদর মাথার নীচ হতে চুরি হয়ে গেল, তিনি মসজিদে নববীতে নিদ্রিত ছিলেন, চোর ধৃত হলে, তিনি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি আদেশ করলেন যে, তার হাত কাটা হবে। তখন সাফওয়ান বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তার হাত কাটবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবে তুমি এর পূর্বে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন ?

٤٨٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ *

৪৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন অপরাধীকে আমার নিকট আনার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। যখন আমার নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।

٤٨٨٧. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ

يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ *

৪৮৮৭. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন অপরাধের বিচার বিচারকের নিকট আসার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। কেননা কোন বিচার আমার নিকট আসলে এর শাস্তি অবধারিত হয়।

٤٨٨٨. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا *

৪৮৮৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের থেকে ধারে মালপত্র নিত, পরে সে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٨٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا *

৪৮৮৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাখযুম গোত্রের এক মহিলা তার পড়শী মহিলাদের থেকে জিনিসপত্র চেয়ে আনতো এ পরে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার জন্য আদেশ দেন।

٤٨٩٠. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا *

৪৮৯০. উছমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী লোকদের থেকে অলঙ্কার ধার করতো এবং নিজের কাছে রেখে দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই নারীর উচিত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট তওবা করা। এরপর তিনি বললেন ঃ হে বিলাল ! ওঠো এবং এই মহিলার হাত ধরে কেটে ফেল।

٤٨٩١. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً

كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذٰلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِتَتُبْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ٭

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খলীল (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক নারী অলঙ্কার ধারে এনে তা রেখে দিত। একবার তার অলঙ্কার রাখার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই মহিলা তওবা করবে এবং তার নিকট যা আছে তা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। তিনি কয়েকবার এরূপ বললেন ঃ কিন্তু সেই মহিলা তা মান্য না করায় তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا ٭

৪৮৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করার পর সে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট আশ্রয় নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এরূপ করতো, তা হলে তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে তার হাত কাটা হয়।

٤٨٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ ٭

৪৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকের মারফত ধারে অলঙ্কার এনে নিজের কাছে রেখে দিল এবং অস্বীকার করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٩٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ ٭

৪৮৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

মাখযুমী নারীর হাদীসে যুহরী (র) হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা পার্থক্য

٤٨٩٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَتْ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا وَتَجْحَدُهُ فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُلِّمَ فِيْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

قِيْلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى *

৪৮৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের নিকট হতে নানা ধরনের জিনিষ এনে পরে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে এ তিনি বললেন ঃ যদি ফাতিমা (রা)-ও হতো তা হলে তার হাত কাটা যেত।

٤٨٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فَاُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ اُسَامَةَ فَكَلَّمُوْا اُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اُسَامَةُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوْهُ وَلَمْ يُقِيْمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا اَصَابَ الْوَضِيْعُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ لَوْكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক নারী চুরি করলে লোক তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলো। লোকেরা বললো ঃ এরজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উসামা ইব্‌ন যায়দ ব্যতীত কে সুপারিশ করতে পারবে ? তারা এই ব্যাপারে উসামা (রা)-কে বললো। উসামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করলে তিনি বললেন ঃ হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এই জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কোন আমীর লোক কোন অপরাধ করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত, শাস্তি দিত না। আর যখন কোন গরীব লোক কোন অপরাধ করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এই অপরাধ করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম।

٤٨٩٧. اَخْبَرَنَا رِزْقُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوْا مَاكُنَّا نُرِيْدُ اَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هٰذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৭. রিযকুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কাটান। লোক আরয করলো ঃ আপনি এতটা করবেন, তা আমরা আশা করিনি। তিনি বললেন ঃ যদি ফাতিমাও হতো, তবুও আমি তার হাত কাটাতাম।

٤٨٩٨. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مَا نُكَلِّمُهُ فِيْهَا مَامِنْ اَحَدٍ يُكَلِّمُهُ اِلَّا حِبُّهُ اُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا اُسَامَةُ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ هَلَكُوْا بِمِثْلِ هٰذَا كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ الدُّوْنُ قَطَعُوْهُ وَاَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৮. আলী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক (র) - - - - আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে এক নারী চুরি করলো। লোক বললো ঃ আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কথা বলতে পারবো না। তাঁর প্রিয় ব্যক্তি উসামা ব্যতীত আর কেউ-ই এই ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে না। উসামা (রা) তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বললেন ঃ হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের কোন সম্মানী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক অপরাধ করলে তারা তাকে শাস্তি করতো। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও হতো আমি তার হাত কাটতাম।

٤٨٩٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَاَةٌ عَلَى اَلْسِنَةِ اُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَهِىَ لاَتُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَاَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَعَى اَهْلُهَا اِلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ اِلَىَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اُسَامَةُ اَسْتَغْفِرْلِى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّتَئِذٍ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمْ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْاَةَ *

৪৮৯৯. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক নারী এমন লোকের দ্বারা অলংকার ধার করতো, যাদেরকে তারা চিনতো, কিন্তু ঐ নারীকে তারা চিনতো না, এরপর সে তা বিক্রি করে টাকা রেখে দিত। পরে ঐ নারীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তার আত্মীয়গণ উসামা ইব্‌ন যায়দকে সুপারিশ করতে বললেন। উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করলে তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল, অথচ উসামা (রা) আরয করতেই থাকলেন, এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ করছো ? উসামা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সেই সন্ধ্যায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র হামদ এমনভাবে আদায় করলেন, যেরূপ তাঁর হক আছে। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। মহান ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে ঐ মহিলার হাত কাটা হয়।

٤٩٠٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০০. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরায়শরা জনৈক মাখযূমী নারীর ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে, যে চুরি করেছিল। তারা বললো ঃ এর ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কথা বলবে ? তারা আরো বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয় উসামা ইব্‌ন যায়দ ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে সাহস করবে ? এরপর উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে কথা বললে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে তাদের কোন দুর্বল লোক যখন চুরি করতো তখন তারা তার উপর হদ কার্যকর করত। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٤٩٠١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتِ امْرَاَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيْهَا قَالُوْا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ وَقَالَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الْوَضِيْعُ قَطَعُوْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا *

৪৯০১. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরায়শদের মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তাকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তারা বলে ঃ এ ব্যাপারে তাঁর নিকট কে কথা বলবে ? তারা বললো ঃ তাঁর নিকট এ সাহস কে করবে ? তারা বললো ঃ উসামা (রা)। উসামা তাঁর নিকট এসে কথা বললে, তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ বনী ইসরাঈল যখন তাদের মধ্যে কোন ভদ্র লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো তখন তারা তার হাত কেটে দিত। মুহাম্মদ-এর প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٢. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا قَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ

الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْسَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন জাবালা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযূমী নারীর ব্যাপারে কুরায়শরা ব্যথিত হলো। কেননা, সে তাদের বংশের ছিল। তারা বললো ঃ এই মামলায় নবী ﷺ-এর নিকট কে কথা বলবে ? লোক বললো ঃ এই দুঃসাহস কে করতে পারে, উসামা ব্যতীত, যিনি তাঁর প্রিয়। উসামা তাঁর নিকট কথা বললে তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে এ জন্য যে, যখন তাদের কোন ধনী লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার উপর হদ জারী করতো, আল্লাহ্‌র কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরি করতো, তা হলে আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٢. قَالَ الْحٰرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بْنَ الْفَتْحِ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيْهَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ اُسَامَةُ اَسْتَغْفِرْلِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০৩. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। লোক তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলো। উসামা (রা) তার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সাথে কথা বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন ঃ হে উসামা! তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? উসামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনার পর বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক চুরি করলে, তারা তাকে শাস্তি দিত। তিনি বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

٤٩٠٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمُهَا اِلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ اُسَامَةُ فِيْهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

فَقَالَ اَتُكَلِّمُنِىْ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ قَالَ أُسَامَةُ أَسْتَغْفِرْلِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَكَانَتْ تَاْتِيْنِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৯০৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। তার গোত্রের লোকেরা ভীত হয়ে উসামা ইব্‌ন যায়দ এর নিকট সুপারিশ প্রার্থী হলো। উরওয়া (রা) বলেন ঃ উসামা (রা) এ ব্যাপারে নবী ﷺ সঙ্গে কথা বললে, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করতে চাও ? উসামা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের কোন ধনী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌র কসম! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর তাঁর আদেশে ঐ নারীর হাত কাটা হলো। পরে ঐ নারী উত্তমরূপে তাওবা করলো। আয়েশা (রা) বলেন ঃ ঐ নারী পরে আমার নিকট আসতো এবং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতাম।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ اِقَامَةِ الْحَدِّ

হদ বা শাস্তি বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤٩٠٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدٌّ يُعْمَلُ فِى الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا *

৪৯০৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীতে একটি হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পৃথিবীবাসীদের জন্য ত্রিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া হতে উত্তম।

٤٩٠٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقَامَةُ حَدٍّ بِاَرْضٍ خَيْرٌ لِاَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً *

৪৯০৬. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন স্থানে হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঐ এলাকাবাসীর উপর চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

اَلْقَدْرُ الَّذِىْ اِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ

কত মূল্যের মাল চুরিতে হাত কাটা যাবে

٤٩٠٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ *

৪৯০৭. আব্দুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩٠٨. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৪৯০৮. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করায় চোরের হাত কেটে দেন।

٤٩٠٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯০৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢাল চুরির জন্য হাত কেটে দেন। যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩١٠. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯১০. য়ূসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক চোরের হাত কেটে দেন যে, সুফফাতুন নিসা নামক স্থান হতে একটি ঢাল চুরি করেছিল, যার মূল্য তিন দিরহাম ছিল।

٤٩١١. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ وَاِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ وَمُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরিতে হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٤٩١٢. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قَالَ أَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ *

৪৯১২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঢাল চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩١٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَطَعَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي مِجَنٍّ فَقِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ هٰذَا الصَّوَابُ عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ *

৪৯১৩. আহমদ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) একটি ঢাল চুরি করার জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম।

٤٩١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ *

৪৯১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি : আবূ বকর (রা)-এর সময় এক লোক একটি ঢাল চুরি করে, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। এ কারণে তার হাত কাটা হয়েছিল।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

যুহরীর হতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

٤٩١٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ *

৪৯১৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দীনারের $\frac{১}{৪}$ (চার ভাগের এক ভাগ) ভাগের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩١٦. أَنْبَأَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৬. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি ঢালের মূল্য এক দীনারের তিনভাগের একভাগ, অর্ধ দীনার বা এর অধিক না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ *

৪৯১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। দীনারের চার ভাগের এক ভাগের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩١٨. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৮. হারিছ্ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দীনারের এক চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩١٩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৯. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদূর্ধ্বের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদূর্ধ্বের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত ঃ দীনারের চতুর্থাংশে বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٣. أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى *

৪৯২৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আম্‌রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٢٧. أَخْبَرَنَا الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاطَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৭. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অনেক দিন অতিবাহিত হয়নি আর আমি ভুলে যাইনি যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্যই চোরের হাত কাটা যাবে।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীসে 'আমর (র) থেকে বর্ণনাকারী আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (র)-এর বর্ণনা পার্থক্য

٤٩٢٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْبُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيُقْطَعُ السَّارِقُ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৮. আবূ সালিহ মুহাম্মদ ইব্‌ন যানবুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ চোরের হাত কাটা হবে না দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত।

٤٩٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ الْاَوَّلِ *

৪৯২৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রথম হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٣٠. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩০. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ চোরের হাত কাটা যাবে দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য।

٤٩٣١. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِيْنَارٍ *

৪৯৩১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোরের হাত কাটা যাবে ঢালের মূল্যে, আর ঢালের মূল্য হলো দীনারের চতুর্থাংশ।

٤٩٣٢. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্ত (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চোরের হাত কাটতেন।

٤٩٣٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ *

৪৯৩৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّبَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ بَحْرٍ اَبُوْ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ اَنَّ امْرَاَةً اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِى الْمِجَنِّ *

৪৯৩৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তাবারানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঢালের চুরির জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٣٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ الْمِجَنِّ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِيْنَارٍ *

৪৯৩৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটতেন না। জিজ্ঞাসা করা হলো ঢালের মূল্য কত ? তিনি বললেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ।

٤٩٣٦. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩৬. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٧. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْوَلِيْدِ مَوْلَى الْاَخْنَسِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى الْمِجَنِّ اَوْ ثَمَنِهِ *

৪৯৩৭. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ঢালের জন্য অথবা এর মূল্যের কমে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٨. اَنْبَانَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى الْمِجَنِّ اَوْ ثَمَنِهِ وَزَعَمَ اَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ اَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعَمُ اَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ اِلاَّ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ فَمَا فَوْقَهُ *

৪৯৩৮. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঢাল অথবা এর মূল্যের কোন দ্রব্য চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। উরওয়া (রা) বলেন ঃ ঢাল চার দিরহামের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে বলতে শুনেছি, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্য ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْخَمْسُ اِلاَّ فِى الْخَمْسِ قَالَ هَمَّامٌ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْخَمْسُ اِلاَّ فِى الْخَمْسِ *

৪৯৩৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পাঁচ দিরহামের জন্য চোরের হাতের পাঁচ আঙ্গুল কাটা যাবে।

٤٩٤٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِى اَدْنٰى مِنْ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ *

৪৯৪০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঢালের মত মূল্যবান দ্রব্যের চুরিতেই চোরের হাত কাটা যাবে।

٤٩٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ *

৪৯৪১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ দিরহাম মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

٤٩٤٢. وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটতেন, আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٤. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৪. আবূল আযহার নিশাপুরী (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٦. أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ

عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৬. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটা হতো, যা ছিল এক দীনার বা দশ দিরহাম।

٤٩٤٧. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ *

৪৯৪৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আয়মন ইব্‌ন উম্মে আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঢালের মূল্য ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। আর তখন এর মূল্য ছিল এক দীনার।

٤٩٤٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لاَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ *

৪৯৪৮. কুতায়বা (র) - - - -আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٤٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের দাম হতো দশ দিরহাম।

٤٩٥. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন ঃ সে সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥١. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা বলখী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥٢. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ *

৪৯৫২. মুহাম্মদ ইব্ন ওহব (র) - - - - আতা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত।

٤٩٥٣. أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَدْنَى مَايُقْطَعُ فِيْهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَيْمَنُ الَّذِيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيْثِهِ مَا اَحْسَبُ اَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيْثٌ اٰخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ *

৪৯৫৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কমপক্ষে যাতে হাত কাটা যাবে, তা হলো ঢালের মূল্য। আর তখন এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

٤٩٥٤. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَاَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ اَنْبَانَا اِسْحٰقُ هُوَ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ خَالِدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاَتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَايَقْتَرِيُ وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَاُ فِيْهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯৫৪. সওওয়ার ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ও আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্ন যুবায়র (রা)-এর আযাদকৃত দাস আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তুবাই সূত্রে কা'ব (রা) হতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সালাত আদায় করে; রাবী আব্দুর রহমান বলেন, এশার সালাত আদায় করে এবং পরে চারি রাকআত সালাত আদায় করে পূর্ণরূপে। রাবী সওওয়ার (র) বলেন ঃ রুকু সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে আর যা পড়ে তা বুঝে পড়ে, তবে তা শবে কদরের ইবাদতের ন্যায় হবে।

٤٩٥٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ حُمَيْدُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاَتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَايَقْتَرِيُ وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَاُ فِيْهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯৫৫. আব্দুল হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে এশার সালাতের জামাআতে শরীক হয় এবং এরপর অনুরূপ চার রাকআত সালাত আদায় করে এতে কুরআন পড়ে এবং রুকূ সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে তবে তা তার জন্য শবে কদরের সওয়াবের মত হবে।

٤٩٥٦. اَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫৬. খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

اَلثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ

ফল গাছে থাকতে চুরি হওয়া

٤٩٥٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ لاَتُقْطَعُ الْيَدُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَاِذَا ضَمَّهُ الْجَرِيْنُ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَتُقْطَعُ فِى حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَاِذَا اَوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ *

৪৯৫৭. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে ? তিনি বললেন ঃ যে ফল গাছে ঝুলছে, ঐ ফল চুরি হলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা গাছ থেকে নামিয়ে একত্রে রাখা হয়, আর সেখান হতে চুরি হয় এ পরিমাণ ফল যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়, তখন এর বিনিময়ে হাত কাটা যাবে। এভাবে যে জন্তু পাহাড়ের চারণভূমিতে চরে, তাতে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা থাকার স্থানে আসে, তখন চুরি করলে এবং তার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে, চোরের হাত কাটা যাবে।

اَلثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ

স্তূপে ফল রাখার পর চুরি হলে

٤٩٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَااَصَابَ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ *

৪৯৫৮. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, গাছে ঝুলান ফল চুরির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে ফল নেয়, কিন্তু লুকিয়ে কাপড়ে বেঁধে না নেয়, তবে তার কোন শাস্তি হবে না। যদি কেউ এরূপ ফল নিয়ে বের হয়, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে, এবং তার আলাদা শাস্তি হবে। গাছ হতে ফল নামিয়ে রাখার পর যদি কেউ চুরি করে আর এর

মূল্য ঢালের মূল্যের পরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি করে, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে, আর শাস্তি পৃথক হবে।

٤٩٥٩. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ هِىَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ اِلاَّ فِيْمَا اٰوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَرٰى فِى الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ اِلاَّ فِيْمَا اٰوَاهُ الْجَرِيْنُ فَمَا اُخِذَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ الْقَطْعُ وَمَالَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ *

৪৮৫৯. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পাহাড়ে চরে বেড়ায় এমন জন্তুর ব্যাপারে আপনি কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ যদি কেউ এরূপ জন্তু চুরি করে তবে সে যেন তা ফেরৎ দেয় এবং এরূপ অন্য একটি জন্তুও দিবে, আর শাস্তি পৃথক হবে, তার হাত কাটা যাবে না। ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গাছে ঝুলান ফল সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন ঃ চোর ঐ ফল এবং আরও ঐ পরিমাণ ফল আদায় করবে এবং শাস্তি পৃথক হবে, তবে তার হাত কাটা যাবে না ; ফল গাছ থেকে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আর তা থেকে এত ফল চুরি হয়েছে, যার মূল্য ঢালের মুল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আর যদি ঐ পরিমাণের চাইতে কম হয় ; তবে দ্বিগুণ জরিমানা দিবে, আর শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত খাবে।

بَابُ مَالاَ قَطْعَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

٤٩٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِىُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَقَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন খলী (র) - - - - রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٢. أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৩. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৪. আব্দুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৬. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের তৈলাক্ত রস জাতীয় পদার্থ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٧ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ *

৪৯৬৭. কুতায়বা (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٨ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِى مَيْمُوْنٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَا اَبُوْ مَيْمُوْنٍ لاَ اَعْرِفُهُ *

৪৯৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٩ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৬৯. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٠ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ *

৪৯৭০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ اَبِي الزُّبَيْرِ *

৪৯৭১. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুস সামাদ ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ اَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ اَبِي الزُّبَيْرِ *

৪৯৭২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারী লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٣. اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ *

৪৯৭৩. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٤. اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيْدٍ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ قَالَ ابْنُ اَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ خَيْرَ اَهْلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ وَلاَ اَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ اَبِي الزُّبَيْرِ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

৪৯৭৪. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না। প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করা এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٥. اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ *

৪৯৭৫. খালিদ ইব্‌ন রওহ দামেশকী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করা এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

٤٩٧٦. اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ *

৪৯৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খিয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আশআছ ইবনে সাওয়ার দুর্বল রাবী।

بَابُ قَطْعُ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোরের হাত কাটার পর পা কাটা

٤٩٧٧. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنْبَانَا يُوْسُفُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اَقْطَعُوْا يَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ اَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَ بِهٰذَا حِيْنَ قَالَ اُقْتُلُوْهُ ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوْهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْاِمَارَةَ فَقَالَ اَمِّرُوْنِى عَلَيْكُمْ فَاَمَّرُوْهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ اِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوْهُ حَتَّى قَتَلُوْهُ *

৪৯৭৭. সুলায়মান ইব্‌ন সালম মাসহিফী বলখী (র) - - - - হারিছ ইব্‌ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেতো চুরি করেছে। তিনি আবার বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার হাত কেটে ফেল, পরে এই লোকটি আবার চুরি করলে তার পা কাটা হলো। এরপর আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সে আবার চুরি করলে তার সমস্ত হাত পা কাটা হলে পরে সে পঞ্চমবার চুরি করলে আবূ বকর (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অবস্থা অবগত ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) তাকে কুরাইশদের যুবকদের হাতে দিয়েছেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র। তিনি নেতৃত্ব পছন্দ করতেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি নিযুক্ত কর। তারা তাঁকে দলপতি নিযুক্ত করলেন। যখন তিনি মারা শুরু করলেন, তখন তারা ঐ ব্যক্তিকে মারতে মারতে মেরেই ফেললো।

بَابُ قَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোরের পদদ্বয় ও হস্তদ্বয় কেটে ফেলা

٤٩٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اُقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اُقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اُقْطَعُوْهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اُقْطَعُوْهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ اُقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ اِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْاِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوْا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَمَلُوْا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

৪৯৭৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেতো চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার হাত কেটে ফেল। তখন তার হাত কাটা হলো। পরে আবার তাকে চুরির কারণে ধরে আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার পা কেটে ফেল। তখন তা কাটা হলে তৃতীয়বারও তাকে আনা হলো। বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার বাম হাত কেটে ফেল। তাকে চতুর্থবারও আনা হলে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লোকটি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন ঃ তবে তার (ডান) পা কেটে ফেল। এরপর তাকে পঞ্চমবারও আনা হলে তিনি বললেন ঃ এবার তাকে হত্যা কর। জাবির (রা) বলেন ঃ আমরা ঐ চোরকে মরবদ নামক স্থানের দিকে নিয়ে গেলাম। তাকে উঠাতে গেলে সে চিত হয়ে গেল। এরপর সে তার হাত পা কাটা অবস্থায় দৌড়াতে শুরু করলো। উট তার দৌড় দেখে ভয় পেল। তাকে আবার উঠানো হলো কিন্তু সে পুনরায় ঐরূপ করলো, আবার তাকে উঠানো হলো তৃতীয়বার। পরে আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করি এবং তাকে এক কূপে নিক্ষেপ করি। এরপর উপর হতে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

اَلْقَطْعُ فِي السَّفَرِ

সফরে হাত কাটা

٤٩٧٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي

حَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ اَبِيْ اَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُقْطَعُ الْاَيْدِى فِى السَّفَرِ *

৪৯৭৯. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - বুস্‌র ইব্‌ন আবূ আরতাত (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সফরে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٨٠. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عُمَرُ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِى الْحَدِيْثِ *

৪৯৮০. হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রীতদাস যদি চুরি করে, তবে তাকে বিক্রি করে ফেলবে বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও।

حَدُّ الْبُلُوْغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَلْمَرْأَةِ اُقِيْمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

বালেগ হওয়ার বয়স

٤٩٨١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِىْ سَبْىِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ تَخْرُجْ اُسْتُحْيِىَ وَلَمْ يُقْتَلْ *

৪৯৮১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। তারা পর্যবেক্ষণ করতো, যার (নাভির নীচের) চুল গজাত তাকে হত্যা করতো, আর যার গজায় নি তাকে ছেড়ে দিত, হত্যা করতো না।

تَعْلِيْقُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ عُنُقِهِ

চোরের হাত ঘাড়ে ঝুলানো

٤٩٨٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَاَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ فِى عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةٌ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِى عُنُقِهِ *

৪৯৮২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন মুহায়রীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইব্‌ন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম। চোরের হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন ; এটা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক চোরের হাত কেটে তার ঘাড়ে লটকে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ

مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَرَاَيْتَ تَعْلِيْقَ الْيَدِ فِى عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهُ فِى عُنُقِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجَّاجُ ابْنُ اَرْطَاةَ ضَعِيْفٌ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ *

৪৯৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ চোরের হাত কেটে তা ঝুলিয়ে দেয়া কি সুন্নত ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে, তিনি তার হাত কেটে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٤. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ اِذَا اُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ *

৪৯৮৪. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - -আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চোরের উপর তার শাস্তি কার্যকর করা হলে চোরাই মালের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَشَرَائِعِهِ

অধ্যায় ঃ ঈমান এবং এর আরকান

ذِكْرُ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ

উত্তম আমলের বর্ণনা

٤٩٨٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ *

৪৯৮৫. আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো ঃ কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর ঈমান আনা।

٤٩٨٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْاَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ لَاشَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لَاغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ *

৪৯৮৬. হারূন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন হাবশী খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো ঃ কোন্ আমল উত্তম ? তিনি বললেন ঃ এমন ঈমান যাতে সন্দেহ না থাকে, এবং এমন জিহাদ যাতে খিয়ানত না থাকে আর এমন হজ্জ যা মকবূল হয়।

طَعْمُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের মিষ্টতা

٤٩٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ

أَنَس ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ وَطَعْمَهُ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ فِى اللّٰهِ وَاَنْ يُبْغِضَ فِى اللّٰهِ وَاَنْ تُوْقَدَ نَارٌ عَظِيْمَةٌ فَيَقَعُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا *

৪৯৮৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা পেয়েছে। (১) যার নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়, অন্য সব কিছুর চাইতে (২) সে নেক লোকদের সাথে আল্লাহর জন্য ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহ্র জন্য শক্রতা পোষণ করে, (৩) আর যদি বৃহৎ আগুন প্রজ্জলিত করা হয়, তবে তাতে প্রবেশ করা তার নিকট অধিক পছন্দনীয় হয় আল্লাহ্র সাথে কারো শরীক করার চাইতে।

حَلاَوَةُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের স্বাদ

٤٩٨٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ اَحَبَّ الْمَرْءَ لاَيُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ *

৪৯৮৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র)- - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে; সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. যদি সে কাউকে ভালবাসে, তবে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাসবে। ২. আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল তার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র হবে, অন্য সব কিছুর চাইতে, আল্লাহ্ তাকে কুফর হতে পরিত্রাণ করার পর পুনঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার নিকট পছন্দনীয়।

حَلاَوَةُ الْاِسْلاَمِ

ইসলামের স্বাদ

٤٩٨٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِسْلاَمِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ الْمَرْءَ لاَيُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ *

৪৯৮৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ইসলামের স্বাদ প্রাপ্ত হবে। ১.আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তার নিকট অন্য সমস্ত কিছু হতে প্রিয় হবে; ২. সে কাউকে ভালবাসলে তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসবে; ৩. আর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপই ঘৃণা করবে, যেরূপ সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

بَابُ نَعْتُ الْاِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের সংজ্ঞা

٤٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَانَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرَى عَلَيْهِ اَثْرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اُسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا اِلَيْهِ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ كُلِّهُ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَالْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُمَرُ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ اَمْرَ دِيْنِكُمْ *

৪৯৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করলেন, যার কাপড় অত্যধিক সাদা ছিল এবং চুল অধিক কাল ছিল, বুঝা যাচ্ছিল না যে, তিনি সফর হতে এসেছেন; আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি তাঁর হাঁটু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলেন, তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় উরুর উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন ঃ ইসলাম কি ? তিনি বললেন ঃ একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা, পথ খরচের শক্তি থাকলে হজ্জ করা ; সে লোকটি বললো ঃ

আপনি সত্যই বলেছেন ঃ আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করলেন এবং বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ ঈমান কী, আমাকে বলুন ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ্‌র ফিরিশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণে এবং কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস, ভালমন্দের নির্ধারণে বিশ্বাস করা। তখন তিনি বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন। এরপর সে ব্যক্তি বললেন ঃ ইহসান কি ? তিনি বললেন ঃ এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। পরে সে ব্যক্তি বললেন ঃ কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন ঃ যাঁর নিকট প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নয়। সে ব্যক্তি বললেন ঃ কিয়ামতের চিহ্নসমূহ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ দাসী তার মুনিবকে প্রসব করবে, নগ্ন পদ এবং উলঙ্গ লোক, গরীব, বকরীর রাখালরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করবে। উমর (রা) বলেন, আমি তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে উমর ! তুমি কি অবগত আছ, এই প্রশ্নকারী, এ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে আগমন করেন।

صِفَةُ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ

ঈমান ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য

٤٩٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ ذَرٍّ قَالَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ اَصْحَابِهِ فَيَجِيْءُ الْغَرِيْبُ فَلَايَدْرِىْ اَيُّهُمْ هُوَ حَتّٰى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيْبُ اِذَا اَتَاهُ فَبَنَيْنَالَهُ دُكَّانًا مِنْ طِيْنٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَاِنَّا لَجُلُوْسٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَجْلِسِهِ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ اَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَاَطْيَبُ النَّاسِ رِيْحًا كَاَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتّٰى سَلَّمَ فِىْ طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ اَدْنُوْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ اُدْنُهْ فَمَا زَالَ يَقُوْلُ اَدْنُوْ مِرَارًا وَيَقُوْلُ لَهُ اُدْنُ حَتّٰى وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رُكْبَتَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ مَاالْاِسْلَامُ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ اِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ اَنْكَرْنَاهُ قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ اٰمَنْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَامُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ اَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ اَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا وَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ لَهَا عَلاَمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا اِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهْمَ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا خَمْسٌ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اِلَى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ثُمَّ قَالَ لاَوَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًى وَبَشِيْرًا مَاكُنْتُ بِاَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَاِنَّهُ لَجِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَزَلَ فِى صُوْرَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِى *

৪৬৯১. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা এবং আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বসতেন; নবাগত লোক এসে তাকে চিনতে পারতো যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করতো। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাঁর জন্য একটি বসার স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি চাইলাম। যাতে নবাগত লোক তাঁকে সহজে চিনতে পারে, আমরা তাঁর জন্য মাটির একটি উঁচু স্থান তৈরী করলাম। তিনি তাঁর উপর উপবেশন করতেন। একদা আমরা বসাছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক নবাগত ব্যক্তির আগমন হলো যার মুখমণ্ডল সকলের চেয়ে সুন্দর ছিল এবং যার শরীরের সুগন্ধি ছিল সকলের চেয়ে উত্তম এবং তাঁর বস্ত্রে একটু ময়লাও ছিল না। সে ব্যক্তি বিছানার কিনারা হতে সালাম করে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনাকে সালাম। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিলে তিনি বললেন ঃ আমি কি নিকটে আসবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ এভাবে কয়েকবার বললেন, তিনিও কয়েকবার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, নিকটে আসুন। এমনকি তিনি নিকটে এসে নিজ হাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটুর উপর হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন ঃ ইসলাম হলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, কা'বা শরীফের হজ্জ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। তিনি বললেন ঃ আমি যদি এটা করি, তবে কি আমি মুসলমান হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ঐ ব্যক্তির 'আপনি সত্য বলেছেন' বাক্য শুনে আমাদের বিস্ময় জাগল। এরপর বললেন ঃ ইয়া মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের, নবীগণের এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং কদরে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন ঃ আমি যদি এরূপ করি, তবে কি আমি মু'মিন হয়ে যাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ইহসান কি ? তিনি বললেন ঃ তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছো। কেননা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি সত্যই বলেছেন। তিনি আবার বললেন ঃ ইয়া মুহাম্মদ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি কিছু বললেন না, বরং মাথা নিচু করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ তুমি যার নিকট জিজ্ঞাসা করছো, তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু এর অনেক আলামত রয়েছে। তুমি তা জানতে পার। যখন তুমি দেখবে পশুপালের রাখালরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করবে, আর তুমি দেখবে, নগ্ন পদ ও নগ্ন দেহ লোকেরা ভূখণ্ডের বাদশাহ হবে, আরো তুমি দেখবে যে, দাসী তার মালিককে প্রসব করবে। তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী। পাঁচটি বস্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। এরপর তিনি اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ হতে عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ পর্যন্ত পাঠ করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদকে সত্য সহকারে হাদী ও বশীর হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁকে তোমাদের চাইতে অধিক জানি না। তিনি ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ) যিনি দিহ্‌ইয়া কালবীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا-এর ব্যাখ্যা

٤٩٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لأُعْطِي رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ *

৪৯৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন লোককে কিছু দান করলেন; আর কোন কোন লোককে দান করলেন না, সা'দ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অমুক, অমুককে দান করলেন, কিন্তু অমুককে দান করলেন করলেন না, অথচ সে মুসলমান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে কি মুসলিম ? সা'দ (রা) তিনবার তা বললেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবারই প্রশ্ন করলেন ঃ সে কি মুসলমান ? পরে তিনি বললেন ঃ আমি কোন কোন লোককে দান করি, আর কাউকে দান করি না, অথচ আমার নিকট অধিক প্রিয় এই ভয়ে যে, তাকে দোযখে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে।

٤٩٩٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ قَسْمًا فَأَعْطَى نَاسًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَمَنَعْتَ فُلاَنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لاَتَقُلْ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا *

৪৯৯৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু মাল বণ্টন করলেন। তিনি কোন লোককে মাল দান করলেন, আর কাউকেও দান করলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অমুক অমুককে দান করলেন অমুককে দান করলেন না, অথচ সেও মু'মিন ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মু'মিন বলো না, বরং বলো, মুসলমান। এরপর রাবী ইব্‌ন শিহাব (র) এই আয়াত قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا তিলাওয়াত করলেন।

٤٩٩٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ *

৪৯৯৪. কুতায়বা (র) - - - - বিশ্‌র ইব্‌ন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আইয়্যামে তশরীকে এই কথা ঘোষণা করতে বললেন যে, জান্নাতে শুধু মু'মিনই প্রবেশ করবে।

صِفَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের পরিচয়

٤٩٩٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ *

৪৯৯৫. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্য লোক নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করে।

صِفَةُ الْمُسْلِمِ

মুসলিমের পরিচয়

٤٩٩٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ *

৪৯৯৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, আর মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকে।

٤٩٩٧. أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكُمُ الْمُسْلِمُ *

৪৯৯৭. হাফস ইব্‌ন উমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাহ্‌কৃত পশু খায়, সে মুসলমান।

حُسْنُ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ

মানুষের উত্তম ইসলাম

٤٩٩٨. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا *

৪৯৯৮. আহমদ ইব্‌ন মুআল্লা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ঐ সকল নেকী লিখে নেন, যা সে করেছিল আর তার কৃত পাপ মুছে ফেলেন। এরপর তার হিসাব এইভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। আর প্রত্যেক পাপ শুধু অতটুকুই লেখা হয়, যা সে করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা করলে ঐ পাপ লেখা হয় না।

أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

কোন্ ইসলাম উত্তম ?

٤٩٩٩. أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ وَهُوَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ *

৪৯৯৯. সায়ীদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন ঃ যার রসনা হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

কোন্ ইসলাম ভাল ?

٥٠٠٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ *

৫০০০. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ কোন্ ইসলাম ভাল ? তিনি বললেন ঃ খাদ্য দান করা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা।

عَلَى كَمْ بُنِيَ الاِسْلاَمِ

ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি ?

٥٠٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ اَلاَ تَغْزُوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ *

৫০০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো ঃ আপনি কি যুদ্ধ করেন না ? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الاِسْلاَمِ

ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করা

٥٠٠٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِي عَلَى اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا قَرَاَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৫০০২. কুতায়বা (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি আমার নিকট একথার উপর বায়আত করছো যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। পরে তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভুলে না যায়, আল্লাহ্‌র নিকট তার প্রতিদান রয়েছে। আর যদি কেউ তা করে ফেলে, আর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তা ঢেকে রাখেন, তবে আখিরাতে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

عَلَى مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ

যার উপর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে

٥٠٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا

أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَاِذَا شَهِدُوْا اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ *

৫০০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবাহকৃত পশু খায়, আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, তখন তাদের জান মাল আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে, তবে এর হক ব্যতীত। অন্যান্য মুসলমানের যে হক রয়েছে তাদের জন্যও তা রয়েছে। আর তাদের উপর সে শাস্তি রয়েছে, ওদের উপরও সেই শাস্তি।

ذِكْرُ شِعَبِ الْاِيْمَانِ

ঈমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা

٥٠٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ *

৫০০৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা সত্তর হতেও অধিক, লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি অংশ।

٥٠٠٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاَوْضَعُهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ *

৫০০৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সত্তরের উপরেও ঈমানের শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা, আর এর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জাও ঈমানের অংশ।

٥٠٠٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ *

৫০০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ লজ্জা ঈমানের অংশ বিশেষ।

تَفَاضُلُ اَهْلُ الْاِيْمَانِ

ঈমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ

٥٠٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُلِئَ عَمَّارٌ اِيْمَانًا اِلَى مُشَاشِهِ *

৫০০৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - নবী করীম ﷺ -এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আম্মারের অস্থিমজ্জা ঈমানে পরিপূর্ণ।

٥٠٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ *

৫০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন অপকর্ম দেখতে পায়, তখন সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, যদি ততটুকু শক্তি তার না থাকে, তবে সে যেন মুখে তা দূর করতে তৎপর হয়, যদি এই শক্তিও তার না থাকে, তবে সে যেন উক্ত মন্দ কাজকে মনে মনে ঘৃণা করে। আর এ হলো ঈমানের নিম্নতম পর্যায়।

٥٠٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاَى مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ *

৫০০৯. আব্দুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মন্দ কাজ দেখতে পায় তবে সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে যেন মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সে নিস্তার বা অব্যাহতি পেতে পারে। যদি সে মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, তবে সে যেন মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, এতে হয়তো সে নিস্তার পাবে ; আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান।

زِيَادَةُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়া

٥٠١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مُجَادَلَةُ اَحَدِكُمْ فِى الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهُ فِى الدُّنْيَا بِاَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِىْ اِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ اُدْخِلُوْا النَّارَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا فَاَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَاَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَاْتُوْنَهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ النَّارُ اِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ اِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا قَدْ اَخْرَجْنَا مَنْ اَمَرْتَنَا قَالَ وَيَقُوْلُ اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ وَزْنُ دِيْنَارٍ مِنَ الْاِيْمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِيْنَارٍ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اِلَى عَظِيْمًا ★

৫০১০. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পার্থিব কোন ঝগড়া এত অধিক হবে না, যা মু'মিন তার দোযখী ভাইদের জন্য আল্লাহ্‌র তা'আলার সাথে করবে। তিনি বলেন, তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে রোযা রাখতো এবং আমাদের সাথে হজ্জ করতো, আর আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা গিয়ে যাকে চিনতে পার তাকে বের করে নাও। তিনি বললেন ঃ তারা এসে তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চেহারা দেখে। তাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যাকে আগুন তার পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধরেছে, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, তারা তাদেরকে বের করবে এবং বলবে ঃ হে আমাদের রব ! আপনি যাদেরকে বের করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বের করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তাদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এরপর বলবেন ঃ ঐ সকল লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমান ঈমান রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বলবেন ঃ এমন লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ যার বিশ্বাস না হয়, সে এই আয়াত ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারে।

٥٠١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ ابْنُ سَهْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَايَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالَ فَمَاذَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدِّيْنَ ★

৫০১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখলাম, কোন কোন লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হচ্ছে এবং তারা সকলেই জামা পরিহিত। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো তা অপেক্ষা নীচে। এরপর আমার নিকট উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে আনা হলে দেখলাম, তাঁর গায়ের জামা, তিনি মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর রহস্য কী ? তিনি বললেন ঃ দীন।

٥٠١٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِى كِتَابِكُمْ تَقْرَءُوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ اَىُّ اٰيَةٍ قَالَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لاَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ وَالْيَوْمَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى عَرَفَاتٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ *

৫০১২. আবূ দাঊদ (র) - - - - তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী এক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট এসে বললো ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাদের কুরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি ঐ আয়াতটি ইয়াহুদীদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ধার্য করতাম। তিনি বললেন ঃ তা কোন আয়াত ? সে বললো ঃ তা হলো اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا উমর (রা) বললেন ঃ যে স্থানে, যে সময় ঐ আয়াত নাযিল হয়েছে, তা আমার জানা আছে। ঐ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর আরাফাতে শুক্রবারে নাযিল হয়।

عَلاَمَةُ الْاِيْمَانِ

ঈমানের চিহ্ন

٥٠١٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

৫০১৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এবং সকল লোক হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হই।

٥٠١٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ح وَاَنْبَاَنَا عِمْرَانُ

بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৫০১৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) ও ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদ এবং সকল লোক হতে অধিক প্রিয় না হই।

٥٠١٥. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ *

৫০১৫. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান ও পিতা হতে অধিক প্রিয় হই।

٥٠١٦. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০১৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٥٠١٧. أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ *

৫০১৭. মূসা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম! তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।

٥٠١٨. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنَّهُ لاَيُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ *

৫০১৮. য়ূসুফ ইব্ন ঈসা (র) - - - - যির (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন : আমার নিকট উম্মী নবী ﷺ অঙ্গীকার হচ্ছে, যে মু'মিন লোকই তোমাকে ভালবাসবে, আর মুনাফিক ব্যতীত তোমার সাথে কেউ শত্রুতা পোষণ করবে না।

٥٠١٩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَرِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ *

৫০১৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনসারের সাথে ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন আর আনসারের সাথে শত্রুতা নিফাকের চিহ্ন।

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের চিহ্ন

٥٠٢٠. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْكَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ *

৫০২০. বিশর ইব্ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে, সে মুনাফিক। আর যদি ঐ চারটি অভ্যাসের একটি অভ্যাস থাকে, তবে তার মধ্যে একটি নিফাকের অভ্যাস হলো। যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করে : সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না, যখন কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া করার সময় গালি দেয়।

٥٠٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُئْتُمِنَ خَانَ *

৫০২১. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে না এবং তার নিকট আমানতও রাখা হলে তার খিয়ানত করে।

٥٠٢٢. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ *

ব্যতীত কি আরও আমার উপর ফরয আছে ? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল রোযা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন, সে বললো ঃ এটা ব্যতীত আরও কি আমার উপর ফরয আছে ? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নফল সাদকা করতে পার। তারপর ঐ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনকালে বলতে লাগলো ঃ আমি এর চাইতে আর কিছু বেশিও করবো না এবং এর চাইতে কমও করবো না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি এই ব্যক্তি সত্য বলে থাকে, তবে সে কৃতকার্য হয়ে গেল।

اَلْجِهَادُ

জিহাদ

٥٠٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِى سَبِيْلِهِ لَايُخْرِجُهُ اِلاَّ الْاِيْمَانُ بِى وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِى اَنَّهُ ضَامِنٌ حَتّٰى اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِاَيِّهِمَا كَانَ اِمَّا بِقَتْلٍ وَاِمَّا وَفَاةٍ اَوْ اَنْ يَرُدَّهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ *

৫০২৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়, আর আল্লাহ্ বলেন ঃ তাকে আমার উপর ঈমান এবং আমার রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত আর কিছুই বের করেনি। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বেহেশতে দাখিল করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হোক অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক, যেভাবেই মৃত্যু হোক না কেন, অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করান, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ মালসহ।

٥٠٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لَايُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اُرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ *

৫০৩০. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ তাকে আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাস বের করে অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করানো হয়, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সে যে সওয়াব ও গনীমতপ্রাপ্ত হয়, তা সহ।

اَدَاءُ الْخُمُسِ

খুমুস আদায় করা

٥٠٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ

وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫০৩১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমরা রবীআ গোত্রের লোক। আর আমরা 'মাহে হারাম' ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমরা আপনার নিকট হতে শিখে যেতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য লোককে এর প্রতি আহবান করতে পারি, তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি বস্তুর প্রতি আদেশ করছি এবং চারটি বস্তু হতে নিষেধ করছি। যে চার বস্তুর আদেশ করছি, তা হলো আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। এরপর তিনি তাদের জন্য এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল" এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, তোমরা যে গনীমতের মাল পাও, তার পঞ্চমাংশ আমার নিকট আদায় করা। আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি ঃ দুব্বা, (কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র), হান্তম (মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ), নকীর (কাঠের পাত্র বিশেষ) এবং মুযাফ্‌ফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ) নামক পাত্র হতে।

شُهُوْدُ الْجَنَائِزِ

জানাযায় উপস্থিত হওয়া

٥٠٣٢ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ بْنِ الْاَزْرَقِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى يُوْضَعَ فِىْ قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ اَحَدُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطٌ *

৫০৩২. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযায় গমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে, এরপর তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে দুই কীরাত সওয়াব প্রাপ্ত হবে। এক কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেই চলে আসে, সে এক কীরাত পাবে।

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

٥٠٣٣ اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০৩৩. হারুন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তাকে ছাড়, লজ্জা ঈমানের অংশ।

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

দীন সহজ

٥٠٣٤. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ *

৫০৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীন পালন অতি সহজ, কিন্তু যে ব্যক্তি একে কর্তন করবে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতএব তোমরা সোজা পথে চল, একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাক, সুসংবাদ দাও, সহজ পন্থা অবলম্বন কর, সকাল সন্ধ্যা এবং কিছু রাত পর্যন্ত ইবাদতে থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর।

أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দীন

٥٠٣٥. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

৫০৩৫. শুআয়ব ইব্‌ন য়ূসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন, তখন তাঁর নিকট একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই মহিলা কে? তিনি বললেন ঃ অমুক মহিলা। এই মহিলা সারারাত সালাত আদায় করে, শয়ন করে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরূপ করো না, অতটুকু ইবাদত করবে, যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলা (সওয়াব দিতে) অসমর্থ হন না, তোমরা কাজ করতে করতে অসমর্থ হয়ে পড়। আল্লাহ্‌র নিকট ঐ আমল সর্বোত্তম, যা সদা সর্বদা করা হয়।

اَلْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়ন করা

٥٠٣٦. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ ح وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ *

৫০৩৬. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বেশী দিন দূরে নয়, যখন বকরী হবে মানুষের উত্তম মাল, যা সে পাহাড়ের উপর পানির নিকট নিয়ে যায়, আর নিজের দীনকে ফিত্‌না হতে রক্ষা করবে।

مَثَلُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের উদাহরণ

٥٠٣٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ فِيْ هٰذِهِ مَرَّةً وَفِيْ هٰذِهِ مَرَّةً لاَتَدْرِيْ أَيَّهَا تَتْبَعُ *

৫০৩৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায়, যে দুই বকরীর পালের মধ্যস্থলে রয়েছে। কখনও এই পালের দিকে আসে, কখনও ঐ পালের দিকে যায়, সে বুঝতে পারে না, সে কোন দলের সাথে থাকবে।

مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ

কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ও মুনাফিক

٥٠٣٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَرِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ لِلَّذِيْ لاَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَرِيْحَ لَهَا *

৫০৩৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ যেন কমলালেবু, এর স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই উত্তম, আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার উদাহরণ যেন খুরমা, এবং স্বাদ উত্তম, কিন্তু এর কোন ঘ্রাণ নেই। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে যেন রায়হানা ফুল, এর ঘ্রাণ তো উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে যেন হানযালা নামক ফল, এর স্বাদও তিক্ত, ঘ্রাণ নেই।

عَلاَمَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের চিহ্ন

٥٠٣٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০৩৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٥٠٤٠. قَالَ الْقَاضِيْ يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لاَ أَعْرِفُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ الْمَشْهُوْرِ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّيْنَ وَهُوَ ثِقَةٌ ذَكَرَهُ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ فِيْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ أَعْلَمُ رَوَى حَدِيْثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوْعَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ إِلاَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَ ابْنِ أَيُّوْبَ الْبَصْرِيَّ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْجُزْءِ فِيْ بَابِ مَايُقَاتِلُ النَّاسَ *

৫০৪০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الزِّيْنَةُ

অধ্যায় ঃ সাজসজ্জা

مِنَ السُّنَنِ . اَلْفِطْرَةُ

স্বাভাবিক (ফিৎরাতী) সুন্নতসমূহ

٥٠٤١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاَنْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ *

৫০৪১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দশটি কাজ স্বভাবগত নিয়মাধীন ঃ মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্‌ওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নীচের পশম কামানো, পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং শৌচ কর্ম করা। মুসআব ইব্‌ন শায়বা (রা) বলেন ঃ আমি দশম কথটি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুল্লি করা।

٥٠٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذْكُرُ عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَاَنَا شَكَكْتُ فِى الْمَضْمَضَةِ *

৫০৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - তাল্‌ক (র) থেকে বর্ণিত, দশটি কাজ জন্মগত নিয়মাধীন ঃ মিস্‌ওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, নাভির নীচের চুল কাটা, নাকে পানি দেওয়া, রাবী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুল্লি করার কথাও বলে থাকবেন।

٥٠٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَتَوْفِيْرُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ

وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَالْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَغَسْلُ الدُّبُرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ *

৫০৪৩. কুতায়বা (র) - - - - তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দশটি কাজ সুন্নত ঃ মিস্‌ওয়াক করা, মোচ কাটা, কুল্লি করা, নাকে পানি দেওয়া, দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, খাৎনা করা, নাভির নীচের চুল কামানো, মলদ্বার ধৌত করা।

٥٠٤٤. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَتَقْلِيْمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيْرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكٌ *

৫০৪৪. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্গত ঃ খাৎনা করা, নাভির নীচের চুল কাটা, বগলের নীচের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, মোচ কাটা।

٥٠٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ *

৫০৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিৎরাতের অন্তর্ভুক্তঃ নখ কাটা, মোচ কাটা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, নাভির নীচের চুল কামানো, খাৎনা করা।

اِحْفَاءُ الشَّارِبِ
মোচ কাটা

٥٠٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللِّحٰى *

৫০৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কেটে ফেলবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

٥٠٤٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْفُوا اللِّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ *

৫০৪৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মোচ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

٥٠٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ حَلْقِ الرَّاْسِ

মাথা মুড়ানোর অনুমতি

٥٠٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَاْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَحْلِقُوْهُ كُلَّهُ اَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ *

৫০৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ছেলেকে দেখলেন যে তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিত আর কিছু অংশ অমুণ্ডিত। তিনি এইরূপ করতে নিষেধ করে বললেন ঃ তোমরা হয়তো পূর্ণ মাথা মুড়াবে অথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْاَةِ رَاْسَهَا

নারীর মাথার চুল মুণ্ডন করা নিষেধ

٥٠٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْحَرَشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا *

৫০৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা হারাশী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْقَزَعِ

মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া

٥٠٥١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَهَانِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ *

৫০৫১. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٥٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫০৫২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।

اَلْاَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ

চুল কাটা

٥٠٥٣. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخُوْ قَبِيْصَةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِيْ شَعْرٌ فَقَالَ ذُبَابٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِيْنِيْ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِيْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لِيْ لَمْ أَعْنِكَ وَهٰذَا أَحْسَنُ *

৫০৫৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) বলেন, আমি আমার মাথা ভরা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন ঃ এতো অশুভ লক্ষণ! আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি চুল কেটে আবার তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে চুল কেটে ফেলতে বলিনি তবে চুল কেটে ছেঁটে রাখা উত্তম।

٥٠٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرًا رَجِلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ *

৫০৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল ছিল মধ্যম রকমের, অত্যধিক সোজাও ছিল না, আর অধিক কোঁকড়াও ছিল না।

٥٠٥٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ *

৫০৫৫. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান হিমইয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তির সাথে, আমার সাক্ষাৎ হলো, যিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর মত চার বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংসর্গ লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে রোজ চিরুনী করতে নিষেধ করেন।

اَلتَّرَجُّلُ غِبًّا

একদিন পরপর চিরুনী করা

٥٠٥٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا *

৫০৫৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুনী করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ اِلاَّ غِبًّا *

৫০৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুনী করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ التَّرَجُّلُ الأَ غِبٌّ *

৫০৫৮. কুতায়বা (র) - - - - হাসান এবং মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন ঃ এক দিন পর এক দিন চিরুনী করতে হবে।

٥٠٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَامِلاً بِمِصْرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَاِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌ قَالَ مَالِيْ اَرَاكَ مُشْعَانًا وَاَنْتَ اَمِيْرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْاِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْاِرْفَاهُ قَالَ التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ *

৫০৫৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর এক সাহাবী মিসরের শাসক ছিলেন। তাঁর এক সঙ্গী তাঁর নিকট এসে দেখলো যে, তাঁর চুল এলোমেলো রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার চুল এলোমেলো কেন ? অথচ আপনি একজন শাসক। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে 'ইরফা' করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'ইরফা' কী ? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন চিরুনী করা।[১]

---

১. আরবী শিরোনামে – الاخذ من الشارب "রয়েছে যার অর্থ মোচ কাটা কিন্তু কিতাবের অন্য সংস্করণে الاخذ من الشعر। "চুল কাটা" রয়েছে শিরোনামের অধীনে পরিবেশিত হাদীসসমূহ চুল কাটার কথারই উল্লেখ রয়েছে; মোচ কাটার কথা নয়, তাই শিরোনামের অনুবাদ করা হয়েছে "চুল কাটা"।

اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

ডান দিক হতে চিরুনী করা

٥٠٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَادِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ وَيُعْطِى بِيَمِيْنِهِ وَيُحِبُّ التَّيَامُنَ فِى جَمِيْعِ اُمُوْرِهِ *

৫০৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডান দিক হতে আরম্ভ করাকে পছন্দ করতেন। তিনি ডান হাতে গ্রহণ করতেন, ডান হাতে দান করতেন, প্রত্যেক অবস্থায় তিনি ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اِتِّخَاذُ الشَّعْرِ

মাথায় লম্বা চুল রাখা

٥٠٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَارَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অধিক সুন্দর এবং সুপুরুষ আর কাউকে দেখিনি, বিশেষত যখন তিনি লাল কাপড় পরিধান করতেন, আর তাঁর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়তো।

٥٠٦٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ *

৫০৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পড়তো।

٥٠٦٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ قَالَ مَارَاَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَرَاَيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৬৩. আব্দুল হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কোন লোককে এমন সুন্দর ও সুপুরুষ দেখিনি, যেরূপ দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর চুল কাঁধের নিকটবর্তী থাকতো।

اَلذُّوَابَةُ

চুলের গুচ্ছ

٥٠٦٤. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَلٰى قِرَاءَةِ مَنْ تَامُرُوْنِىْ اَقْرَأُ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاِنَّ زَيْدً لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ *

৫০৬৪. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - হুবায়রাহ ইব্‌ন য়ারিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ তোমরা আমাকে কার মত করে কুরআন পড়তে বল, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সত্তর -এরও অধিক সূরা পাঠ করেছি। আর যায়দ (রা)-এর মাথায় দু'টি চুলের গুচ্ছ ছিল আর তিনি ছেলেদের সাথে খেলা করতেন।

٥٠٦٥. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ كَيْفَ تَامُرُوْنِىْ اَقْرَأُ عَلٰى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَاقَرَأْتُ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ *

৫০৬৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) আমাদেরকে খুৎবা দিলেন, তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর মত কুরআন পড়তে বল? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে সত্তরেরও অধিক সূরা পাঠ করেছি, অথচ যায়দ (রা) তখন ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতো এবং তার মাথায় ছিল দু'টি চুলের গুচ্ছ।

٥٠٦٦. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الْاَغَرِّ بْنِ حُصَيْنٍ النَّهْشَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْنُ مِنِّىْ فَدَنَا مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى ذُؤَابَتِهِ ثُمَّ اَجْرٰى يَدَهُ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ *

৫০৬৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুস্তামির উরুকী (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর মাথার চুল গুচ্ছে হাত রেখে হাত বুলাতে বুলাতে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দুআ করলেন।

تَطْوِيْلُ الْجُمَّةِ

চুল লম্বা করা

٥٠٦٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِي جُمَّةٌ قَالَ ذُبَابٌ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ *

৫০৬৭. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার মাথায় ছিল লম্বা চুল। তিনি বললেন ঃ কুলক্ষণ। আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি গিয়ে চুল ছোট করছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে বলিনি, যা হোক, তুমি ভালই করেছ।

عَقْدُ اللِّحْيَةِ

দাড়িতে গিঁট লাগানো

٥٠٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ *

৫০৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - রুয়ায়ফে ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে রুয়ায়ফে, হয়তো তুমি আমার পর দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে, তুমি লোকদেরকে বলে দিবে ঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিবে, বা ঘোড়ার গলায় কালাদা লাগাবে বা পশুর গোবর বা হাঁড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে, মুহাম্মদ ﷺ তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না।

اَلنَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উঠানো নিষেধ

٥٠٦٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ *

৫০৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন।

اَلْإِذْنُ بِالْخِضَابِ

খিযাব লাগানোর অনুমতি

٥٠٧٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ

ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَاتَصْبُغُ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫০৭০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'আদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

٥٠٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

৫০৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٢. اَخْبَرَنِىْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَاتَصْبُغُ فَخَالِفُوْا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوْا *

৫০৭২. হুমায়দ ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

٥٠٧٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَاتَصْبُغُ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫০৭৩. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধীতায় খিযাব লাগাবে।

٥٠٧٤. اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَاتَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ *

৫০৭৪. উছমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

٥٠٧٥. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ

بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَكِلاَهُمَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ *

৫০৭৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাখলাদ (র) - - - - যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন কর, এবং ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

কালো খিযাব লাগানো নিষেধ

٥٠٧٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَلَبِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ بِهٰذَا السَّوَادِ اٰخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *

৫০৭৬. আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ হালাবী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শেষ যমানায় এমন কতক লোক হবে, যারা কালো খিযাব লাগাবে কবুতরের বুকের মত, তারা বেহেশ্‌তের গন্ধও পাবে না।

٥٠٧٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ *

৫০৭৭. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে আনা হলে তাঁর মাথা সাদা ঘাসের ফুল এবং সাদাবর্ণের ফলের মত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই রংকে অন্য রং দ্বারা পরিবর্তিত করে দাও, কিন্তু কালো রং হতে পরহেয করবে।

اَلْخِضَابُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ

মেহেদী ও কাতম দ্বারা খিযাব লাগানো

٥٠٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ اَبِىْ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।[১]

১. এক প্রকার ঘাস।

٥٠٧٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৭৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক এর মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বাধিক সুন্দর।

٥٠٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى لَيْلَى عَنِ الْاَجْلَحِ فَلَقِيْتُ الْاَجْلَحَ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ *

৫০৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যা দিয়ে বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

٥٠٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ خَالَفَهُ الْجُرَيْرِىُّ وَكَهْمَسٌ *

৫০৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যত কিছু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

٥٠٨٢. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৮২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বোত্তম।

٥٠٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ *

৫০৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আলা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যা দ্বারা তোমরা বার্ধক্যের চিহ্ন পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম উত্তম।

٥٠٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِيَادِ ابْنِ لَقِيطٍ عَنْ اَبِي رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ اَنَا وَاَبِي النَّبِيَّ ﷺ وَرَاَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ *

৫০৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা নবী ﷺ -এর নিকট এমন সময় আসলাম, যখন তিনি তাঁর দাড়িতে মেহেদী লাগচ্ছিলেন।

٥٠٨٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِيَادِ ابْنِ لَقِيطٍ عَنْ اَبِي رِمْثَةَ قَالَ اَتَيْتُ اَنَا وَاَبِي النَّبِيَّ ﷺ وَرَاَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ *

৫০৮৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে তাঁর দাড়ি হলুদ রং-এ রঞ্জিত দেখলাম।

اَلْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রং এর খিযাব

٥٠٨٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ قَالَ اِنِّي رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصَّبْغِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ *

৫০৮৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখলাম তিনি তাঁর দাড়ি খালূক[১] নামক সুগন্ধি যুক্ত দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আবূ 'আব্দুর রহমান ! আপনি আপনার দাড়ি খালুক দ্বারা রঞ্জিত করছেন ? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দ্বারা তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখেছি। তাঁর নিকট এর চাইতে অধিক কোন রং পছন্দনীয় ছিল না। তিনি এর দ্বারা তাঁর সকল কাপড় রং করতেন, এমনকি তাঁর পাগড়ীও।

٥٠٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سَاَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ اِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ *

৫০৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কাতাদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

---

১. যাফরান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত একটি খোশবু দ্রব্য, এতে লাল ও হলুদ বর্ণের প্রাধান্য থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খিযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : না, তাঁর খিযাব-এর প্রয়োজনই হয়নি। তাঁর তো চুলের শুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট।

٥٠٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ اِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيْرًا وَفِى الصُّدْغَيْنِ يَسِيْرًا وَفِى الرَّأْسِ يَسِيْرًا ٭

৫০৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খিযাব লাগাতেন না। তাঁর চুলের শুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট আর মাথায় ছিল অল্প।

٥٠٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِى الْخُلُوْقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْاِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّقٰى اِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَعْلِيْقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَاِفْسَادَ الصَّبِىِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ٭

৫০৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ দশটি কাজ অপছন্দ করতেন : ১. খালূক ব্যবহার করা ২. বার্ধক্য পরিবর্তন করা ৩. লুঙ্গি টেনে হেঁচড়ে চলা, ৪. সোনার আংটি পরিধান করা ৫. দাবা খেলা ৬. বেগানা পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা ৭. মুআওয়াযাত[১] ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা ৮. তাবিজ ঝুলানো ৯. অপাত্রে বীর্যপাত করা এবং ১০. স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

اَلْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

নারীদের জন্য খিযাব

٥٠٩٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعُ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مَدَّتْ يَدَهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَدَدْتُ يَدِىْ اِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَاْخُذْهُ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَدْرِىْ اَيَدُ امْرَاَةٍ هِىَ اَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَاَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَاَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ ٭

৫০৯০. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) বর্ণিত, এক নারী কোন লিখিত কাগজ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে হাত প্রসারিত করলে, তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করলেন। ঐ নারী বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার দিকে লিখিত কাগজ বাড়িয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহণ করলেন না ! তিনি

১. সূরা ফালাক, সূরা নাস।

বললেন ঃ এটা কি পুরুষের হাত, না নারীর হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদীর দ্বারা রং করতে।

كَرَاهِيَةُ رِيحِ الْحِنَّاءِ

মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ

٥٠٩١. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ لاَبَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لأَنَّ حِبِّي ﷺ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ *

৫০৯১. ইবরাহীম ইবন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট এক নারী মেহেদী রং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি তা অপছন্দ করি। কেননা, আমার মাহবুব ﷺ এর গন্ধ অপছন্দ করতেন।

اَلنَّتْفُ

পাশচুল উৎপাটন করা

٥٠٩٢. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنِ الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ وَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ شُفَيٌّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ *

৫০৯২. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবুল হুসায়ন ইবন হায়ছাম ইবন শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইয়ামানের মাআফির নামক স্থানের বাসিন্দা আবূ আমির নামক আমার এক বন্ধু বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেইখানে উপদেশ দাতা বা বক্তা ছিলেন সাহাবী

আবূ রায়হানা আযদ গোত্রের এক ব্যক্তি। আবূ হুসায়ন বলেন, আমার সফরসঙ্গী আমার আগে মসজিদে গমন করলেন, আমি পরে গিয়ে তাঁকে পেলাম এবং তাঁর পাশেই বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি আবূ রায়হানার কিস্‌সা শুনতে পেয়েছ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন : ওয়াশর[১], ওয়াশম[২], নাতফ[৩] চাদর বা আবরণ ব্যতীত এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির সাথে একই বিছানায় শয়ন করা, অনুরূপ কোন মহিলার অন্য মহিলার সঙ্গে চাদর বা আবরণ ব্যতীত শয়ন করা, অনারবদের মত কোন ব্যক্তির পোষাকের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা অথবা কাঁধে রেশম ব্যবহার করা, দৌড়ে বাজী ধরা, চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার করা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো আংটি ব্যবহার করা।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

চুলে জোড়া লাগানো

٥٠٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ *

৫০৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٥٠٩٤. أَخْبَرَنَا نَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ شَعْرٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ *

৫০৯৪. নাদ ইব্‌ন আমর (র) ---- সাঈদ আলমাকবুরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে মিম্বরের উপর দেখেছি, তখন তাঁর হাতে নারীদের চুলের এক গুচ্ছ ছিল। তিনি বললেন : মুসলমান নারীদের উপর আফসোস ! তারা এমন কাজ করে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে নারী নিজের মাথায় চুল বাড়ায়, যা তার মাথার নয়, সে মিথ্যাকে বৃদ্ধি করে।

اَلْوَاصِلَةُ

চুলে জোড়া দানকারিণী

٥٠٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

---

১. বৃদ্ধা মহিলারা যুবতী সাজবার জন্য দাঁতকে চেঁচে পাতলা ও মসৃণ করা। একে ওয়াশর বলা হয়।

২. সূঁচ দিয়ে শরীরে দাগ বা চিহ্ন করে একে কাল বা সবুজ বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করাকে ওয়াশম বলা হয়।

৩. নাতফ- দাড়ি, মাথা হতে সাদা চুল উঠিয়ে ফেলা অথবা বিপদের সময় শরীরের যে কোন অংশের চুল উঠিয়ে ফেলা।

هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ٭

৫০৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ---- আসমা বিনত আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া লাগাতে এবং জোড়া দানকারিণী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

اَلْمُسْتَوْصِلَةِ

যে চুলে জোড়া দেওয়ায়

৫০৯৬. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ اَرْسَلَهُ الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ هِشَامٍ ٭

৫০৯৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দান করা হয় এবং শরীরে দাগ দানকারিণী এবং যার শরীরে দাগ দেয়া হয়, সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

৫০৯৭. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ٭

৫০৯৭. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজিম (র) ---- নাফে' (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার জন্য জোড়া দেওয়া হয় এবং শরীরে দাগ দানকারী এবং যার শরীরে দাগ দেওয়া হয়, সকলের প্রতি লা'নত করেছেন।

৫০৯৮. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ٭

৫০৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র)---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় সকলকে লা'নত করেছেন।

৫০৯৯. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ زَعْرَاءُ اَيَصْلُحُ اَنْ اَصِلَ فِىْ شَعْرِىْ فَقَالَ لَا قَالَتْ اَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْتَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ لاَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٭

৫০৯৯. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। এক নারী আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ আমার মাথায় চুল খুব স্বল্প। আমি কি আমার মাথার চুলে জোড়া দিতে পারি ? তিনি বললেন ঃ না। ঐ নারী বললো ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন ? না এটা আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে? আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটও শুনেছি এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও আমি এরূপ পেয়েছি।

اَلْمُتَنَمِّصَاتُ

দাঁতে ফাঁক করা

٥١٠٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ ٭

৫১০০. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতে দাগ দানকারী এবং যে দাগায়, চুল উপড়ায় এমন নারীকে এবং দাঁতে ফাঁক করে এমন নারী, যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাকে লা'নত করেছেন।

٥١٠١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٭

৫১০১. আহমদ ইব্‌ন হারব (র)- - - -ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ দাঁতে ফাঁককারীকে লা'নত করেছেন। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٥١٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ ٭

৫১০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে দাগ লাগাতে এবং দাগ দেওয়া চুলে নিজে জোড়া লাগাতে বা কারো দ্বারা লাগাতে এবং চুল নিজে উপড়াতে বা কারো দ্বারা উপড়াতে নিষেধ করেছেন।

اَلْمُوْتَشِمَاتُ وَذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِىِّ فِىْ هٰذَا

যে চুলে জোড়া লাগায়

٥١٠٣. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَلاَوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১০৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের লেখক যে তা জানে এবং চুলে যে জোড়া লাগায়, যার জন্য জোড়া লাগানো হয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, সাদকা দিতে অস্বীকারকারী, যে হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে মরুতে বসবাস করে, এরা সকলেই কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ -এর মুখে অভিশাপপ্রাপ্ত।

٥١٠٤. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ *

৫১০৪. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদখোর, সুদ দাতা, এর লেখক সাদকা দানে অস্বীকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٥. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ قَالَ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ *

৫১০৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়, রোগের জন্য ব্যতীত ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আর যে অন্যের জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যার জন্য এটা করা হয়, এবং সাদকা দানে অস্বীকারকারীর উপর লা'নত করেছেন, আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি লা'নত করেন নি।

٥١٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبَ *

৫১০৬. কুতায়বা (র) - - - - শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুদখোর, সুদ দাতা, এর সাক্ষী, এর লিখক

এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয় সকলের উপর লা'নত করেছেন। আর তিনি মৃতের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু লা'নত করেন নি।

٥١٠٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَتَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ *

৫১০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এক মহিলাকে আনা হলো, যে শরীরে দাগ লাগাতো। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি ঃ তোমরা কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছ ? তখন আবূ হুরায়রা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি শুনেছ ? আমি বললাম ঃ তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিজেরাও এরূপ দাগ লাগাবে না এবং অন্যের দ্বারাও দাগ দেয়াবে না।

اَلْمُتَفَلِّجَاتِ

দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী

٥١٠٨. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৮. আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লা'নত করতে– যে সকল মহিলা চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা শরীরে দাগ লাগায়, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয় তাদের উপর করেছেন।

٥١٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লা'নত করতে শুনেছি, ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পরিবর্তন করে।

٥١١٠. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১১০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়া'কুব (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্ লা'নত করেন ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, এভাবে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

تَحْرِيمُ الْوَشْرِ

দাঁত ঘষে চিকন করা অবৈধ হওয়া

٥١١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ *

৫১১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আবুল হুসায়ন হিমইয়ারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তার এক সাথী আবূ রায়হানার সাথে থাকতেন, তার নিকট হতে ভাল কথা শিক্ষা করার জন্য। আবুল হুসায়ন (র) একদিন বলেন ঃ আমার সাথী একদিন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ সে আবূ রায়হানাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে দাগ লাগানো এবং চুল উপড়ে ফেলাকে হারাম করেছেন।

٥١١٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১২. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আবূ রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

٥١١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

اَلْكُحْلُ

সুরমা লাগানো

٥١١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ خَيْرِ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدَ اِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيْثِ *

৫১১৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের উত্তম সুরমা হলো ইছমিদ নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুল উৎপন্ন করে।

اَلدُّهْنُ

তেল লাগানো

٥١١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ اِذَا ادَّهَنَ رَاسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ وَاِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ *

৫১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তেল লাগাতেন তখন শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো না, আর যখন তেল লাগাতেন না, তখন তা দৃষ্টিগোচর হতো।

اَلزَّعْفَرَانِ

যা'ফরান

٥١١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيْلَ لَهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ *

৫১১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) নিজের কাপড় যা'ফরান দ্বারা রঙ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ রঙ করতেন।

اَلْعَنْبَرُ

আম্বর

٥١١٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِي السَّفْرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ الْمُزَلِّقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيْبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ *

৫১১৭. আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবূ সফর (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সুগন্ধি লাগাতেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি পুরুষদের উপযোগী মিসক এবং আম্বর ব্যবহার করতেন।

اَلْفَصْلُ بَيْنَ طِيْبِ الرِّجَالِ وَطِيْبِ النِّسَاءِ

নর ও নারীর সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য

٥١١٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ *

৫১১৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি থাকবে কিন্তু রঙ থাকবে না, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার রঙ থাকবে, কিন্তু গন্ধ থাকবে না।

٥١١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ *

৫১১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ থাকবে, কিন্তু রঙ থাকবে না আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো যার রং থাকবে, কিন্তু গন্ধ থাকবে না।

اَطْيَبُ الطِّيْبِ

উত্তম সুগন্ধি

٥١٢٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَمْرَاَةً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ *

৫১২০. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রের এক মহিলা একটি সোনার আংটি বানাবে এবং তাতে কস্তুরী ভরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ইহা উত্তম সুগন্ধি।

اَلتَّزَعْفُرُ وَالْخَلُوْقُ

যা'ফরান ও খলুক

٥١٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো, আর তখন তার কাপড় খালুক মিশ্রিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ যাও, তা ধুয়ে ফেল, সে তা ধুয়ে আসলো। তিনি আবার বললেন ঃ যাও, ধুয়ে ফেল; পুনরায় সে আসলে, তিনি বললেন ঃ যাও ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না।

٥١٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو وَقَالَ عَلٰى اِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইয়া'লা ইব্‌ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে বের হন, যখন তার গায়ে খালুক লাগানো ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি স্ত্রী আছে? আমি বললাম ঃ না; তিনি বললেন ঃ যাও, তা ধুয়ে ফেল; আর কখনও লাগাবে না।

٥١٢٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ اِذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدْ *

৫১২৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইয়া'লা ইব্‌ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার কাপড়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ যাও, ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর কখনো লাগাবে না।

٥١٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى *

৫১২৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইয়ালা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٥١٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ اَبْصَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِيْ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقٍ قَالَ يَا يَعْلَى لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ *

৫১২৫. মুহাম্মদ ইবন নাযর (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুররা ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন, যখন আমার গায়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে ইয়ালা ! তোমার কি স্ত্রী আছে ? আমি বললাম ঃ না, তিনি বললেন ঃ ইহা ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না ; আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না, আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় লাগাবে না। তিনি বলেন ঃ আমি তা ধুয়ে ফেললাম, আর তা লাগাই নি। আবার ধুয়ে ফেলি, আর লাগাই নি আবার ধুয়ে ফেলি, আর লাগাই নি।

٥١٢٦. اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الصَّبْحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوْسَى يَعْنِيْ مُحَمَّدًا قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ اَيْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدْ *

৫১২৬. ইসমাঈল ইবন ইয়াকূব সাবৃহী (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম ; তখন আমায় গায়ে ছিল খালুক। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে ইয়ালা ! তোমার স্ত্রী আছে কি ? আমি বললাম ঃ না, তিনি বললেন ঃ যাও ইহা ধুয়ে ফেল, ইহা ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না। ইয়ালা (রা) বলেন ঃ আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললাম ঃ আবার ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুইলাম, এরপর আর তা লাগাই নি।

مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيْبِ

নারীদের জন্য কোন্ সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুচিত

٥١٢٧. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ ابْنِ قَيْسٍ عَنِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ *

৫১২৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা যেন তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পায়, সে ব্যাভিচারিণী।

اِغْتِسَالُ الْمَرْاَةِ مِنَ الطِّيْبِ

মহিলাদের সুগন্ধি ধুয়ে ফেলা

٥١٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ وَلَمْ اَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيْبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مُخْتَصَرٌ *

৫১২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন নারী মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তখন যদি তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো থাকে, তবে সে এমনভাবে তা ধুয়ে ফেলবে, যেন সে জানাবাতের গোসল করছে।

اَلنَّهْىُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَشْهَدَ الصَّلاَةَ اِذَا اَصَابَتْ مِنَ الْبُخُوْرِ

নারীর সুগন্ধি মাখাবস্থায় জামাআতে আসা নিষেধ

٥١٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيْسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ *

৫১২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে নারী সুগন্ধি লাগায়, সে যেন আমাদের সাথে এশার জামাআতে উপস্থিত না হয়।

٥١٣٠. اَخْبَرَنِىْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا *

৫১৩০. হিলাল ইব্‌ন আ'লা (র) ---- আব্দুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা এশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

٥١٣١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيثُ يَحْيَى وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৩১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের স্ত্রী যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা এশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

٥١٣٢. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا *

৫১৩২. আহমদ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - যায়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা মসজিদে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধির নিকটে না যায়।

٥١٣٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ *

৫১৩৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের স্ত্রী যায়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আদেশ দেন যে, যখন সে এশার সালাতের জন্য বের হয়, তখন যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥١٣٤. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا *

৫১৩৪. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - যায়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন নারী এশার নামাযের জন্য বের হয়, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥١٣٥. أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ *

৫১৩৫. যূসুফ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এশার নামাযে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

اَلْبُخُوْرُ

ধোঁয়ার সুগন্ধি

٥١٣٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَبُوْ طَاهِرٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اُسْتَجْمَرَ بِالْاُلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْاُلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫১৩৬. আহমদ ইব্ন উমর (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যখন সুগন্ধি লাগাতেন, তখন তিনি ধোঁয়া নিতেন এবং এর সাথে আর কোন সুগন্ধি মিশ্রিত করতেন না। আর তিনি কোন কোন সময় উলুওয়ার সাথে কর্পূর মিশ্রিত করতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

اَلْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِىْ اِظْهَارِ الْحُلِّىِّ وَالذَّهَبِ

মহিলাদের অলঙ্কার এবং স্বর্ণ পরিধান করে প্রকাশ করা নিষেধ

٥١٣٧. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ هُوَ الْمُعَافِرِىُّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ اَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرَ وَيَقُوْلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوْهَا فِى الدُّنْيَا *

৫১৩৭. ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরের মহিলাদেরকে অলঙ্কার এবং রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন ঃ যদি তোমরা বেহেশ্তের অলঙ্কার এবং রেশম পছন্দ কর, তবে পৃথিবীতে তা পরিধান করো না।

٥١٣٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنِ امْرَاَتِهِ عَنْ اُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَاتَحَلَّيْنَ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ امْرَاَةٍ تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ *

৫১৩৮. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খুৎবা দেয়ার সময় বললেন ঃ হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের মধ্যে যে নারী সোনার অলংকার পরিধান করে (পর পুরুষকে) দেখায়, তার শাস্তি হবে।

٥١٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ اِمْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَاتَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ *

৫১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খুৎবা দেয়ার সময় বললেন ঃ হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য দ্বারা অলংকার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের যে নারী স্বর্ণের অলংকার বানিয়ে তা (পর পুরুষকে) দেখায়, এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

٥١٤٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ يَعْنِي بِقِلاَدَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ীদ (র) ---- আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী সোনার হার ব্যবহার করে, তার গলায় কিয়ামতের দিন ঐরূপ আগুনের হার পরিয়ে দেয়া হবে। আর যে নারী এভাবে কানে সোনার রিং পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে ঐরূপ আগুনের রিং পরাবেন।

٥١٤١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ عَنْ أَبِيْ سَلاَّمٍ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ يَدِهَا فَتَخٌ فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِيْ أَيْ خَوَاتِيْمَ ضِخَامٍ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشْكُوْ إِلَيْهَا الَّذِيْ صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِيْ عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هٰذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُوْ حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ يَافَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوْقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلاَمًا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ *

৫১৪১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুক্ত ক্রীতদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে হুবায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তার হাতে ছিল মোটা চওড়া আংটি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাতে আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি হযরত ফাতিমা যাহ্রার নিকট উপস্থিত হলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে যে ব্যবহার করেন, তার উল্লেখ করলেন। তা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) তার গলা থেকে স্বর্ণের হার খুলে বললেন ঃ আবুল হাসান (আলী) ইহা আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন। তখন ফাতিমা (রা)-এর হার ছিল তাঁর হাতে। তিনি বললেন ঃ ফাতিমা! তুমি কি পছন্দ কর যে, লোক বলাবলি করবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা, তাঁর হাতে আগুনের হার রয়েছে। এ কথা বলে তিনি আর কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন। ফাতিমা (রা) তখনই হারখানা খুলে বাজারে পাঠিয়ে তা বিক্রি করালেন এবং তা দ্বারা একজন ক্রীতদাসকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্র শোকর, যিনি ফাতিমাকে দোযখ হতে রক্ষা করলেন।

٥١٤٢. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ نَحْوَهُ *

৫১৪২. সুলায়মান ইব্ন সাল্ম বল্খী (র) - - - - সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুবায়রার কন্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল মোটামোটা আংটি বাকী অংশ পূর্ববৎ।

٥١٤٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ(ﷺ)طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ مَايَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ *

৫১৪৩. ইসহাক ইব্ন শাহীন ওয়াসিতী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট দুইটি সোনার কাঁকন রয়েছে। তিনি বললেন ঃ দুইটি আগুনের কাঁকন। সেই মহিলা বললো ঃ একটি সোনায় হার রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আগুনের একটি হার ? সেই মহিলা বললো ঃ সোনার দুইটি বালা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আগুনের দুইটি বালা। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঐ মহিলার নিকট দুইটি কাঁকন ছিল। সে তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি মহিলারা নিজেদের স্বামীর সামনে নিজেকে সাজিয়ে না রাখে, তবে তাঁরা তাদের নিকট বোঝা হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মহিলারা কি রূপার বালা বানাতে পারে না ? যাকে পরে আম্বর অথবা যা'ফরান দ্বারা হলুদ বর্ণের করে নেয়।

٥١٤٤. أَخْبَرَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى عَلَيْهَا مَسَكَتَىْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكِ بِمَاهُوَ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا لَوْنَزَعْتِ هٰذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

৫১৪৪. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার খাড়ু পায়ে পরা অবস্থায় দেখে বললেন ঃ আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দেব না ? তুমি ইহা খুলে ফেল এবং রূপার খাড়ু বানিয়ে নাও এবং এনে যা'ফরান দ্বারা রং করে নাও, তা হলে এই দু'টি ঐ দু'টি অপেক্ষা উত্তম হবে। আল্লাহ সম্যক অবগত।

تَحْرِيْمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম

٥١٤٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ اَفْلَحَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ *

৫১৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু রেশমী কাপড় ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ বাম হাতে নিলেন, এরপর বললেন ঃ এই দুইটি আমার পুরুষ উম্মতদের জন্য হারাম।

٥١٤٦. أَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ زُرَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ *

৫১৪৬. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে কিছু রেশমী কাপড় এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম।

٥١٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ عَنِ ابْنِ

أَبِى حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ إِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلاَّ قَوْلَهُ أَفْلَحُ فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিছু রেশমী কাপড় তাঁর ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ তাঁর বাম হাতে নিয়ে বললেন ঃ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম।

٥١٤٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِى أَفْلَحَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ هٰذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى *

৫১৪৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে স্বর্ণ এবং বাম হাতে রেশম নিয়ে বললেন ঃ এ দু'টি আমার পুরুষ উম্মতদের জন্য হারাম।

٥١٤٩. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا *

৫১৪৯. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

٥١٥٠. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ *

৫১৫০. হাসান ইব্‌ন কাযা'আ (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় এবং সোনা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে টুকরা করা ব্যতীত।

٥١٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ *

৫১৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ টুকরা টুকরা হওয়া ব্যতীত সোনা ব্যবহার করতে এবং লাল গদীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

٥١٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ شَيْخٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ *

৫১৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ শায়খ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া (রা)-কে সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা কি জান যে, নবী ﷺ টুকরা টুকরা করা ব্যতীত সোনা পরতে নিষেধ করেছন ? তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! হ্যাঁ।

٥١٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَسْبَاطٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ اَبِىْ شَيْخٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِىْ بَعْضِ حَجَّاتِهِ اِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَلَى اِخْتِلاَفٍ بَيْنَ اَصْحَابِهِ عَلَيْهِ *

৫১৫৩. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর এক হজ্জের সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি একদল সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা অতি ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ব্যতীত পরতে নিষেধ করেছেন ? তারা বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! হ্যাঁ।

٥١٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شَيْخٍ الْهُنَائِىُّ عَنْ اَبِىْ حِمَّانَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ شَيْخٍ عَنْ اَخِيْهِ حِمَّانَ *

৫১৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন, তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্রিত করেন, এবং তাঁদেরকে বললেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شَيْخٍ عَنْ اَخِيْهِ حِمَّانَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَنْ لُبُوْسِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ خَالَفَهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ اَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيْهِ *

৫১৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন। তিনি নবী ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্রিত করেন এবং তাঁদের বলেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٦. اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شَيْخٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ *

৫১৫৬. শুআয়ব ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জে গমন করলেন, তিনি আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি ঃ আপনারা কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা, সোনার তৈরী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٧. اَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ *

৫১৫৭. নুসায়র ইব্‌ন ফারহ্ (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জে গমন করে আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٨. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ حِمَّانَ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ *

৫১৫৮. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ (র) - - - - ইব্‌ন হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডেকে বললেন ঃ আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٥٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عِمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫১৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - হিম্মান (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডেকে বললেন ঃ আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে স্বর্ণ হতে নিষেধ করতে শুনেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥١٦٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ *

৫১৬০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবুল শায়খ হুনায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে তাঁর চারদিকে আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁদেরকে বলতে শুনেছি ঃ আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আর তিনি সোনা পরতেও নিষেধ করেছেন, তবে টুকরা টুকরা সোনা ব্যতীত ? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ।

٥١٦١. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৬১. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র) - - - - আবুল শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমরকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণ পরতে নিষেধ করেছেন, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা ব্যতীত।

مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

যার নাকন হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি?

٥١٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمٰنِ ابْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ اَسْعَدَ اَنَّهُ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬২. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আরফাজাহ্ ইব্ন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত, জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধের দিন তাঁর নাকে আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তা দুর্গন্ধময় হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।

٥١٦٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ ابْنِ اَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَكَانَ جَدَّهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَّهُ رَاٰى جَدَّهُ قَالَ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আরফাজাহ্ ইব্ন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধে তাঁর নাকে আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন। কিন্তু তা তাঁর নিকট দুর্গন্ধময় হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানিয়ে নিতে বলেন।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের সোনার আংটির অনুমতি

٥١٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ مَالِىْ اَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَاٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫১৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সুহায়ব (রা)-কে স্বর্ণের আংটি পরতে দেখে বললেন ঃ কী ব্যাপার, আমি যে সোনার আংটি পরতে দেখছি ? তিনি বললেন ঃ আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি তো তা দেখেছেন কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। উমর (রা) বললেন ঃ তিনি কে ? সুহায়ব (রা) বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ।[১]

خَاتَمُ الذَّهَبِ

সোনার আংটি

٥١٦٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ

১. সম্ভবত এ সময় সোনার আংটি ব্যবহার করা সকলের জন্য বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ বা বাতিল হয়েছে। (সম্পাদক)

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاِنِّىْ لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ *

৫১৬৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি বানিয়ে পরলেন, পরে লোকেরাও সোনার আংটি বানালো। তখন তিনি বললেন ঃ আমি এই আংটিটি পরতাম। এরপর তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে বললেন ঃ আমি আর তা কখনও পরবো না। তখন লোক সকল তাদের সোনার আংটি ফেলে দিল।

٥١٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ بَرِيْمٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ *

৫১৬৬. কুতায়বা (র) - - - - হুবায়রা ইব্‌ন বারীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন এবং লাল গদীতে বসতে, আর যব এবং গমের নাবীজ বা শরবত পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٧. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ *

৫১৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং লাল গদীতে বসতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِىٍّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ عَلِىٍّ *

৫১৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতে, লাল গদীতে বসতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং যব ও গমের নাবীজ (গম ও যব ভেজা পানি) পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِىْ قَبْلَهُ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ *

৫১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় পরতে এবং লাল গদীতে বসতে, আর যব ও গমে প্রস্তুত নাবীজ পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ أَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৫১৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - সা'সা'আ ইব্‌ন সূহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা নিষেধ করেছেন, আপনি তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন ঃ তিনি আমাকে দুব্বা, হান্তাম এবং সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ أَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ *

৫১৭১. আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - মালিক ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইব্‌ন সূহান (র) আলী (রা)-এর নিকট এসে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যে সকল বস্তু হতে নিষেধ করেছেন, আপনি আমাদের সে সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, দুব্বা,হান্তাম এবং নকীর নামক মদ্যপাত্র হতে, যব এবং গমের নাবীজ হতে এবং তিনি নিষেধ করেছেন সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

٥١٧٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ حَلْقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيثُ مَرْوَانَ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ *

৫১৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - মালিক ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইব্‌ন সূহান (র) আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন ! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ

করুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন দুব্বা, হান্তাম নামক মদ্যপাত্র ব্যবহার করতে এবং যব এবং গমের নাবীজ পান করতে, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

٥١٧٣. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ أَنْبَانَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيَ حِبِّي ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ أَقُوْلُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِيْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلاَ رَاكِعًا تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ *

৫১৭৩. আবূ দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, তিনটি বস্তু হতে আমি এ বলি না যে, তিনি অন্যান্য লোকদেরকেও নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল কুসুম রঙের পোশাক ব্যবহার করতে। আর রুকু এবং সিজ্‌দা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧٤. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلاَ أَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا *

৫১৭৪. হাসান ইব্‌ন দাউদ মুন্‌কাদিরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তিনি তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন সোনার আংটি বানাতে, রেশমী কাপড় পরতে, লাল কুসুম রংয়ের কাপড় করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ *

৫১৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে সোনার আংটি ও কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে।

٥١٧٦. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلاَ أَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَأَنْ لاَ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫১৭৬. হাসান ইব্‌ন কাযাআ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন ঃ রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে এবং সোনা ও কুসুম রংয়ের কাপড় ব্যবহার করতে।

٥١٧٧. أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

৫১৭৭. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরী করতে, কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকূতে কুরআন পড়তে।

٥١٧٨. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ *

৫১৭৮. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٧٩. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ. وَوَافَقَهُ اَيُّوبُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى *

৫১৭৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চার বস্তু থেকে– সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে এবং কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٠. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَى لِلْعَبَّاسِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَأَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫১৮০. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে, আর রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْهِ

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ কাছীর বর্ণিত হাদীসে মতপার্থক্য

٥١٨١. اَخْبَرَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ الْفَدَكِيُّ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ حُنَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ *

৫১৮১. হারুন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ের কাপড়, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بَعْضِ مَوَالِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ وَعَنْ اَنْ يَقْرَاَ وَهُوَ رَاكِعٌ *

৫১৮২. কুতায়বা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুসুম রংয়ের লাল কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫১৮৩. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

حَدِيْثُ عُبَيْدَةَ

উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত হাদীস

٥١٨٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৫১৮৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْاُرْجُوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল গদী, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৬. কুতায়বা (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল গদী, সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কাতাদা (র)-এর মতপার্থক্য

٥١٨٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৭. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٨. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ *

৫১৮৮. য়ুসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ মা'আনী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, হান্তাম পাত্র হতে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٨٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ *

৫১৮৯. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো, তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ তুমি আমার নিকট এসেছ, অথচ তোমার হাতে রয়েছে আগুনের অঙ্গার।

٥١٩٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمٌ مِنْ

ذَهَبٍ وَفِي يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيْدَةٌ فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ اِصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَالِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلاَ تَطْرَحُ هٰذَا الَّذِيْ فِيْ اِصْبَعِكَ فَاَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمٰى بِهِ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ مَافَعَلَ الْخَاتَمُ قَالَ رَمَيْتُ بِهِ قَالَ مَابِهٰذَا اَمَرْتُكَ اِنَّمَا اَمَرْتُكَ اَنْ تَبِيْعَهُ فَتَسْتَعِيْنَ بِثَمَنِهِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ *

৫১৯০. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সোনার আংটি হাতে পরে বসে ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ঐ ছড়ি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন । তখন ঐ ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি অপরাধ করেছি ? তিনি বললেন ঃ শোন, তোমার আঙ্গুল হতে ইহা খুলে ফেল। ঐ ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। পরে তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার আংটি কোথায় ? লোকটি বললো ঃ আমি তা ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে তা ফেলে দিতে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তুমি তা বিক্রি করে নিজের কাজে লাগাও।

٥١٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَبْصَرَ فِيْ يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْقَاهُ قَالَ مَا اُرَانَا اِلاَّ قَدْ اَوْجَعْنَاكَ وَاَغْرَمْنَاكَ. خَلَفَهُ يُوْنُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ مُرْسَلاً *

৫১৯১. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ ছালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তার হাতে সোনার আংটি দেখিলেন। তখন তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্য মনস্ক হলেন, তখন তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তখন তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম এবং তোমার ক্ষতি করলাম।

٥١٩٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّ رَجُلاً مِمَّنْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ يُوْنُسَ اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمَانِ *

৫১৯২. আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - - আবূ ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের একজন সোনার আংটি পরলেন– অনুরূপ বর্ণিত।

٥١٩٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ اَبُوْ عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَاٰى عَلٰى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ *

৫১৯৩. আহমদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ ইদ্‌রিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। অনুরূপ বর্ণিত।

٥١٩٤. أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ *

৫১৯৪. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ ইদরিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলে সে তা খুলে ফেলে দেয়।

٥١٩٥. أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شِهَابٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৯৫. আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী মারওয়াযী (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

مِقْدَارُ مَا يَجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

আংটিতে রূপার পরিমাণ

٥٢٩٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ أَبُوْ طَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا *

৫২৯৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি আসলো, যার হাতে ছিল একটি লোহার আংটি। তিনি বললেন ঃ তোমার হাতে দোযখীদের পোষাক দেখছি কেন ? তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বার যখন সে আসলো, তখন তার হাতে ছিল পিতলের আংটি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমার নিকট হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি। তখন সে তা ফেলে দিল এবং বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহা কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরী করবো ? তিনি বললেন ঃ রূপার আংটি তৈরী কর, আর তা যেন সাড়ে চারি মাশা হতে কম হয়।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ .

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির বিবরণ

٥١٩٧. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *

৫২৯৭. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজীম আনবারী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করান যার নগীনা ছিল হাবশীর তৈরী, আর তাতে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" নক্‌শা করা ছিল।

٥١٩٨. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ *

৫২৯৮. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত। তিনি তা ডান হাতে পরতেন, এর নগীনা ছিল হাবশার তৈরী তিনি তার নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٥٢٩٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ *

৫২৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রৌপ্য নির্মিত।

٥٢٠٠. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مِنْهُ *

৫২০০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রৌপ্যের।

٥٢٠١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ *

৫২০১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর আংটি ছিল রূপার এবং নগীনাও ছিল রূপার।

٥٢٠٢. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوْا أَنَّهُمْ لاَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقْشُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২০২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বাদশাহ্‌র নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, লোকেরা তাঁর নিকট বললেন : রোমের লোকেরা সিল মোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন। যেন আমি এখনও তার হস্তস্থিত শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। যাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" অঙ্কিত ছিল।

٥٢٠٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُوْ الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ *

৫২০৩. আহমদ ইব্‌ন উছমান আবূ জাওযা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করলেন, পরে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। আমি যেন এখনও তাঁর হস্তস্থিত রৌপ্য নির্মিত আংটির শুভ্রতা অবলোকন করছি।

مَوْضِعِ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ. ذِكْرُ حَدِيْثُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ

কোন্ হাতে আংটি পরবে?

٥٢٠٤. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكٍ هُوَ ابْنُ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَرِيْكٌ وَأَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ *

৫২০৪. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٥٢٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِيْنِهِ *

৫২০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার বাহ্‌রানী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

لُبْسِ خَاتَمِ حَدِيْدٍ مَلْوِيٍّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

লোহার আংটিতে রূপার গিলটি

٥٢٠٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِىْ عَتَّابٍ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح وَاَنْبَاَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ الْحٰرِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيْبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيْبٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيْدًا مَلْوِيًا عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ وَرُبَّمَا كَانَ فِىْ يَدِىْ فَكَانَ مُعَيْقِيْبٌ عَلٰى خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৫২০৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটি ছিল লোহার যাতে রূপার গিলটি করা ছিল। তিনি বলেন ঃ কোন সময় তা আমার হাতেও থাকতো। মু'আয়কীব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির রক্ষক ছিলেন।

لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ

কাঁসের আংটি

٥٢٠٧. اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ الْمَصِّيْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مِنْ اَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِىْ يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةُ حَرِيْرٍ فَاَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْتُكَ اٰنِفًا فَاَعْرَضْتَ عَنِّىْ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ فِىْ يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ اِذًا بِجَمْرٍ كَثِيْرٍ قَالَ اِنَّ مَاجِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِاَجْزَاَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلٰكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَمَاذَا اَتَخَتَّمُ قَالَ حَلْقَةً مِنْ حَدِيْدٍ اَوْوَرِقٍ اَوْ صُفْرٍ *

৫২০৭. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহরায়ন থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। সে সালাম করলে, তিনি তার সালামের জবাব দেননি, তার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং পরনে ছিল রেশমী জুব্বা। সে উভয়টি খুলে ফেলে এসে সালাম করলে তিনি তার সালামের জবাব দেন। সে ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এই মাত্র আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তিনি বললেন ঃ তখন তোমার হাতে ছিল একটি অঙ্গার। সে বললো ঃ এখন আমি অনেক অঙ্গার এনেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি যা এনেছ, তা আমাদের নিকট হাররার পাথর খণ্ড হতে উত্তম নয়। তবে হ্যাঁ, তা পার্থিব সম্পদ বটে। সে বললো ঃ তবে আমি দিয়ে কি আংটি বানাব ? তিনি বললেন ঃ লোহা, রূপা বা কাঁসার একটি আংটি বানাবে।

٥٢٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَصُوْغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَنْقُشُوْا عَلٰى نَقْشِهِ *

৫২০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বের হলে দেখা গেল, তাঁর হাতে একটি রূপার আংটি রয়েছে। তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয়, সে এইরূপ আংটি বানাতে পারে; কিন্তু এর উপর যে নক্‌শা করা আছে, এরূপ নক্‌শা যেন না করে।

٥٢٠٩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ ابْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ *

৫২০৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ হাররানী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি তৈরী করান এবং তাতে কিছু নক্‌শা করান। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি আংটি তৈরী করায়ে তাতে নকশা করিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন ঐরূপ নকশা না করায়। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন যেন তাঁর হাতে তার শুভ্রতা এখনও দেখতে পাচ্ছি।

قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَاتَنْقُشُوْا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا

নবী ﷺ-এর নির্দেশ তোমরা আংটিতে আরবী নক্‌শা করো না

٥٢١٠. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا *

৫২১০. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা খাওয়ারযমী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মুশরিকদের আগুন হতে আলো গ্রহণ করবে, আর তোমরা তোমাদের আংটিতে আরবী নকশা করবে না।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ

তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরা নিষেধ

٥٢١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى *

৫২১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হিদায়ত এবং কার্য নির্বাহের তওফীক কামনা কর। আর তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন এই আঙ্গুলে আংটি পরতে। এরপর তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে।

٥٢١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى *

৫২১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে।

٥٢١٣. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى قَالَ قَالَ عَاصِمٌ أَحَدُهُمَا *

৫২১৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ ! আমাকে হিদায়ত দান কর এবং আমার কার্য নির্বাহ করে দাও। আর তিনি আমাকে এই এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি।

نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ

পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা

٥٢١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

৫২১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

٥٢١٥. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ قِبَلِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি হাতে দিয়ে এর নগীনার দিক স্বীয় হস্ত তালুর দিকে রাখেন। পরে সোনার আংটি বানালে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ আমি তা আর কখনও পরবো না। তখন লোকজন তাদের আংটি খুলে ফেললো।

٥٢١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا *

৫২১৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সোনার আংটি বানিয়ে এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখলেন। লোকজনও এরূপ আংটি বানালো। নবী ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে বললেন ঃ আমি তা আর কখনও পরবো না।

٥٢١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ *

৫২১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি বানিয়েছিলেন, পরে তা বাদ দিয়ে রূপার আংটি হাতে দেন। যাতে তিনি "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" শব্দ নক্‌শা করিয়ে নেন। তিনি বলেন ঃ আমার এই আংটিতে যে নকশা রয়েছে, এরূপ নক্‌শা কারো জন্য করানো উচিত নয়। এরপর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

٥٢١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُعَمَّرِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلاَ نَدْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিন ধরে একটি সোনার আংটি পরলেন, তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে তাঁরাও সোনার আংটি বানানো আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন, পরে তার কি হয়েছে আমি জানি না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি বানাতে বললেন এবং তাতে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" নক্‌শা করতেও আদেশ দিলেন। এই আংটি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত হাতে ছিল। পরে আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। এরপর উমর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পরে এই আংটি উসমান (রা)-এর হাতে ছয় বৎসর পর্যন্ত ছিল। যখন তাঁর সময় বহু চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হলো, তখন তিনি তা এক আনসার সাহাবীকে দেন যা দ্বারা সিল মোহর করা হতো। একদিন ঐ ব্যক্তি উসমান (রা)-এর কূপের নিকট গমন করলে তা কূপে পড়ে যায়; বহু তালাশের পরও তা পাওয়া যায়নি। পরে উসমান (রা) অনুরূপ আর একটি আংটি তৈরীর আদেশ দেন; যাতে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্" অঙ্কিত ছিল।

٥٢١٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ *

৫২১৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি পরলেন, আর এর নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে অন্য লোকজন সোনার আংটি তৈরি করে পরতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আংটি ফেলে দিলে, তারাও তাদের আংটি ফেলে দিল, পরে তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন এবং তা দিয়ে সিল মোহর করাতেন, আর তিনি তা পরতেন না।

الْجَلاَجِلُ

ঘন্টা

٥٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لأُمِّ الْبَنِينَ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ كَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلاَءِ مِنَ الْجُلْجُلِ *

৫২২০. মুহাম্মদ ইব্ন উছমান (র) - - - - আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় উম্মুল বনীনের কাফেলার আমাদের পাশ থেকে বের হলো। তাদের সাথে ছিল অনেক ঘন্টা। তখন সালিম (রা) নাফের নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, ফিরিশতা ঐ কাফেলার সাথে থাকেন না, যার সাথে ঘন্টা থাকে। আর এদের সাথে তো বহু ঘন্টা রয়েছে।

٥٢٢١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ *

৫২২১. আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ বকর ইব্ন মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্‌র সাথে ছিলাম, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ফিরিশতা তাদের সাথে থাকে না।

٥٢٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُوْسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَفَعَهُ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جُلْجُلٌ *

৫২২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - সালিম তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ঐ কাফেলায় ফিরিশতা থাকে না।

٥٢٢٣. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ مَوْلَى اٰلِ نَوْفَلٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُلْجُلٌ وَلاَجَرَسٌ وَلاَتَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ *

৫২২৩. য়ূসুফ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে জুলজুল ঘন্টা থাকে, ঐ ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আর ফিরিশতা ঐ সকল কাফেলার সাথেও থাকে না, যাদের মধ্যে ঘন্টা থাকে।

٥٢٢٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰنِى رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ فَاِذَ اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُهُ عَلَيْكَ *

৫২২৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি আমার কাপড় দেখলেন পুরাতন ছেঁড়া। তিনি বললেন ঃ তোমার কি ধন-সম্পদ আছে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সব ধরনের মাল রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন তোমাকে মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা উচিত।

٥٢٢٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِى ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ اٰتَانِى اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ *

৫২২৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নিম্নমানের কাপড় পরে নবী ﷺ -এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ, প্রত্যেক রকমের মালই আমার রয়েছে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে উট, বকরী,

ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ যখন আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহ্র রহমত ও দানের চিহ্ন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাত বা দীনের সার্বজনীন বিধান

٥٢٢٦. أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ *

৫২২৬. ইব্ন সুন্নী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মোচ কর্তন করা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নীচের চুল কামানো এবং খত্না করা।

اِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَاَعْفَاءُ اللُّحْيَةِ

গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা

٥٢٢٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللُّحَى *

৫২২৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

حَلْقُ رُؤُسِ الصِّبْيَانِ

বাচ্চাদের মাথা মুড়ান

٥٢٢٨. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ اَبِيْ يَعْقُوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَمْهَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثَةً اَنْ يَاْتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لَاتَبْكُوا عَلَى اَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُوْا اِلَيَّ بَنِيْ اَخِيْ فَجِيْءَ بِنَا كَاَنَّا اَفْرُخٌ فَقَالَ اُدْعُوْا اِلَيَّ الْحَلَّاقَ فَاَمَرَ بِحَلْقِ رُؤُسِنَا مُخْتَصَرٌ *

৫২২৮. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাফর পরিবারকে তিন দিনের সময় দিলেন শোক করার জন্য, এরপর তিনি তাদের নিকট এসে বললেন ঃ

আমার ভাই-এর জন্য আজকের দিনের পর আর ক্রন্দন করো না। পরে তিনি বললেন ঃ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে আমার নিকট ডাক। তখন আমাদেরকে পাখীর বাচ্চার ন্যায় আনা হলো। তিনি বললেন ঃ নাপিত ডেকে আন। তিনি আমাদের মাথা মুড়াবার জন্য বললেন। (সংক্ষিপ্ত)

ذِكْرُ النَّهْىِ عَنْ اَنْ يُحْلَقَ بَعْضَ شَعْرِ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ

মাথার কিছু অংশ মুড়ান নিষেধ

٥٢٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২২৯. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٣. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাথার কিছু চুল রেখে মাথা মুড়াতে নিষেধ করতে শুনেছি।

٥٢٣١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ *

৫২৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে বাকী অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

اِتِّخَاذُ الْجُمَّةِ

মাথায় চুল রাখা

٥٢٣٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوْعًا عَرِيْضَ مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ كَثَّ اللِّحْيَةِ تَعْلُوْهُ حُمْرَةٌ جُمَّتُهُ اِلٰى شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَارَاَيْتُ اَحْسَنَ مِنْهُ *

৫২৩৩. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত, তাঁর দাঁড়ি ছিল অতি ঘন, যার উপরিভাগে রক্তিমাভা বিরাজ করতো। তাঁর মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত ছিল। আমি তাঁকে লাল জোড়া কাপড় পরতে দেখেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি।

٥٢٣٤. اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ *

৫২৩৪. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন কেশ বিশিষ্ট, জোড়া-কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٥٢٣٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى نِصْفِ اُذُنَيْهِ *

৫২৩৫. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মাথায় চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٥٢٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ اِلَى مَنْكِبَيْهِ *

৫২৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর মাথায় চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

تَسْكِيْنُ الشَّعْرِ

চুল বিন্যস্ত রাখা

٥٢٣٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عِيْسَى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَرَاٰى رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ اَمَا يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ *

৫২৩৭. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার মাথার চুল এলোমেলো। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করে নেয়?

٥٢٣٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يُحْسِنَ اِلَيْهَا وَاَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ *

৫২৩৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় অধিক চুল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ কেশ বিন্যস্ত করে রাখবে এবং প্রত্যহ চিরুনী করবে।

فَرْقُ الشَّعْرِ

চুলের সিঁথি কাটা

٥٢٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ شُعُوْرَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ *

৫২৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চুল আঁচড়িয়ে ছেড়ে দিতেন, আর মুশরিকরা তাদের চুলে সিঁথি কাটতো। যে সকল ব্যাপারে কোন আদেশ করা হয়নি, এমন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্‌লে কিতাবদের মত চলতে পছন্দ করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে সিঁথি কাটতেন।

اَلتَّرَجُّلُ

চুল আঁচড়ানো

٥٢٤٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاِرْفَاهِ سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الْاِرْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُّلُ *

৫২৪০. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দ নামক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যধিক আরাম-আয়েশ করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন ঃ চুল আঁচড়ানোও এর অন্তর্গত।

اَلتَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো

٥٢٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْاَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ *

৫২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওযূ করতে, জুতা পরতে এবং চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اَلْاَمْرُ بِالْخِضَابِ

খেযাব লাগানোর আদেশ

٥٢٤٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ *

৫২৪২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ সালামা এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) তাঁরা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহুদ-নাসারা চুলে রং করে না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

٥٢٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَبِيْ قُحَافَةَ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَاَنَّهُ ثُغَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيِّرُوْا اَوْ اَخْضِبُوْا *

৫২৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলে দেখা গেল তাঁর চুল দাড়ি সবই ছুগামা ঘাসের ন্যায় শুভ্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একে পরিবর্তন করে দাও, অথবা খেযাব লাগিয়ে দাও।

تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ

দাড়ি সোনালী রং করা

٥٢٤٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ *

৫২৪৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে সোনালী রং-এ দাড়ি রং করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা দাড়ি রং করা

٥٢٤٥. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

৫২৪৫. আবদা ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ চামড়ার জুতা পরতেন এবং ওয়ারস (ঘাস) ও যা'ফরান দ্বারা তাঁর দাঁড়ির রং লাগাতেন। আর ইব্‌ন উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

اَلْوَصْلُ فِى الشَّعْرِ

চুলে পরচুলা লাগানো

٥٢٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هٰذَا *

৫২৪৬. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি ছিলেন মদীনায় মিম্বরে। তিনি তাঁর আস্তিন হতে এক গুচ্ছ চুল বের করে বললেন ঃ হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী ﷺ -কে হতে নিষেধ করতে শুনেছি তিনি বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ পরচুলা লাগানো আরম্ভ করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়েছিল।

٥٢٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَنَا وَاَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرَى اَحَدًا يَفْعَلُهُ اِلاَّ الْيَهُوْدَ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّوْرَ *

৫২৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মদীনায় এসে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হাতে একগুচ্ছ চুল নিয়ে বললেন ঃ আমি ইয়াহূদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি একে মিথ্যা বলেছিলেন।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

ওড়না দ্বারা চুলে জোড়া দেওয়া

٥٢٤٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ

الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْرِ قَالَ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَاَلْقَاهَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ فَقَالَ هُوَ هٰذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْاَةُ فِىْ رَاْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ *

৫২৪৮. আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি কালো কাপড়ের এক টুকরা বের করে লোকদের সামনে রেখে বলেন, সেই 'যুর' বা মিথ্যা হলো ইহা। একে মহিলারা মাথার উপর রেখে এর উপর ওড়না পরে থাকে।

٥٢٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّوْرِ وَالزُّوْرُ الْمَرْاَةُ تَلُفُّ عَلَى رَاْسِهَا *

৫২৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন ঃ সেই মিথ্যা এই যে, নিজের চুল অস্বাভাবিক লম্বা দেখানোর জন্য মাথায় পরচুলা ইত্যাদি কিছু লাগিয়ে নেয়।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ

পরচুলা ব্যবহারকারিণীর উপর লা'নত

٥٢٥٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ *

৫২৫০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুলে জোড়া দেয় এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

যে পরচুলা নিজে লাগায় বা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয় তাদের উপর লা'নত

٥٢٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِنْتًا لِى عُرُوْسٌ وَاِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫২৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এক কন্যার বিবাহ হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পর তার মাথার চুল উঠে গেছে। এখন আমি যদি তার মাথায় পরচুলা জাতীয় কিছু মিলাই, তবে আমার কি গুনাহ হবে ? তিনি বললেন ঃ যে নিজের চুলের সাথে কিছু মিলায় বা অন্যের দ্বারা কিছু মিলিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন।

لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوْتَشِمَةِ

যে শরীরে সুরমা, নীল ভরে সুঁই দিয়ে দাগ দেয়, তার উপর লা'নত

٥٢٥٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوْتَصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ *

৫২৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল রমণীকে লা'নত করেছেন, যারা নিজেরা চুলের সাথে পরচুলা জাতীয় কিছু মিশায় বা অন্যের দ্বারা মিশিয়ে নেয়, আর যে হাতে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে নীল, সুরমা সুঁই দ্বারা নিজে দাগ লাগায় বা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয়।

لَعْنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

তার উপর লা'নত যে নারী চেহারার চুল তুলে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে

٥٢٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী চেহারার চুল তুলে ফেলে এবং যে নারী দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। জেনে রাখ ! যাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন, আমিও তাদের উপর লা'নত করি।

٥٢٥٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫২৫৪. আহমদ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং যারা মুখের চুল তুলে ফেলে, আর এভাবে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লা'নত করেছেন।

٥٢٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَمَالِىَ لَا اَقُوْلُ مَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা চেহারার নরম চুল উৎপাটনকারিণী, দাতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়, তাদের উপর লা'নত করেছেন। এক রমণী তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি কি এরূপ বলেন ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, আমি কি তা বলবো না?

٥٢٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اَلَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, চেহারার চুল উৎপাটনকারিণী এবং দাঁতে ফাঁকে সৃষ্টিকারিণী রমণীর উপর লা'নত করেছেন। শুনে রাখ ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাদেরকে লা'নত করেছেন, আমিও তাদের লা'নত করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

اَلتَّزَعْفُرُ

যা'আফরানী রং লাগানো

٥٢٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ *

৫২৫৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ مِقْدَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ *

৫২৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে তাদের শরীরে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

اَلطِّيْبِ

সুগন্ধি সম্পর্কে

٥٢٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِطِيْبٍ لَمْ يَرُدَّهُ *

৫২৫৯. ইসহাক (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট সুগন্ধি পেশ করা হলে, তিনি তা ফেরত দিতেন না।

٥٢٦٠. اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَاِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ *

৫২৬০. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাযালা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারোর সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে, সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা, তা ওজনে হালকা হলেও ঘ্রাণে উত্তম।

٥٢٦١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرٍ ح وَاَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا *

৫২৬১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কোন মহিলা এশার জামাআতে আসতে ইচ্ছা করলে, সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥٢٦٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَخْبَرَتْنِيْ زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اِذَا خَرَجْتِ اِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّ طِيْبًا *

৫২৬২. আহমদ ইবন সা'য়ীদ (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি এশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।

٥٢٦٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيْبًا *

৫২৬৩. কুতায়বা (র) - - - - যয়নব ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে গমনের ইচ্ছায় বের হলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

٥٢٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ *

৫২৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে রমণী সুগন্ধি-ধোঁয়া নিয়েছে, সে যেন আমাদের সাথে এশার জামাআতে শরীক না হয়।

ذِكْرُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ

উত্তম সুগন্ধি সম্পর্কে

٥٢٦٥. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيْبِ *

৫২৬৫. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলার কথা উল্লেখ করেন, যে তার আংটিতে মৃগনাভি ভরে রেখেছিল। তিনি বলেন ঃ এটা উত্তম সুগন্ধি।

تَحْرِيْمُ لُبْسِ الذَّهَبِ

স্বর্ণ পরিধান করা হারাম হওয়া

٥٢٦٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيْدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيْرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُوْرِهَا *

৫২৬৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

٥٢٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيْتُ عَنِ الثَّوْبِ الْاَحْمَرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওলীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর কাপড়, স্বর্ণের আংটি এবং রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

٥٢٦٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَاَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ *

৫২৬৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আংটি পরতে, রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী কাপড় পরতে এবং কুসুম রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٥٦٩. اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৯. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ *

৫২৭০. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧١. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِىُّ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ حَدَّثَنِىْ بْنُ حُنَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّىِّ وَاَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭১. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুসুম রং-এর কাপড় ব্যবহার করতে, সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٢. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরুস্ত (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চারটি বস্তু অর্থাৎ কুসুম রং-এর কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٣. أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড়, রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত এবং সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٧٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৫. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ

নবী ﷺ-এর আংটি ও এর নক্‌শা সম্পর্কে

٥٢٧٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২৭৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তাঁর হাতে পরলেন। অন্যান্য লোকেরাও পরে সোনার আংটি বানায়। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি এই আংটিটি পরিধান করতাম, কিন্তু এখন হতে আমি আর কখনও তা পরিধান করবো না। এই বলে তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, পরে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٧٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির নক্‌শা ছিল- "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"।

٥٢٧٨. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৮. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আযীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশার তৈরি এবং তাতে নকশা ছিল "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"।

٥٢٧٩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৯. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের বাদশাহ্‌কে লিখতে ইচ্ছা করলে লোকজন বললো ঃ তারা সিল মোহর ব্যতীত কোন চিঠির প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান আমি যেন তার শুভ্রতা তাঁর হাতে এখনও দেখছি। তাতে নকশা করা হয়েছিল ঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"।

٥٢٨٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ *

৫২৮০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি তৈরি করান রূপা দিয়ে। তার নগীনা ছিল হাবশায় তৈরি।

٥٢٨١. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ مِنْهُ *

৫২৮১. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

٥٢٨٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ *

৫২৮২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে নক্‌শা করিয়েছি। অতএব এখন যেন কেউ এরূপ নক্‌শা না করায়।

مَوْضِعُ الْخَاتَمِ
আংটি পরার স্থান

٥٢٨٣. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ *

৫২৮৩. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি আংটি তৈরি করালেন এবং বললেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তার উপর নকশাও করিয়েছি; অতএব কেউ যেন ঐরূপ নকশা না করায়। আর আমি এখনও যেন ঐ আংটির ঔজ্জ্বল্য তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে দেখছি।

٥٢٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ *

৫২৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আমির (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٥٢٨٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى *

৫২৮৫. হুসায়ন ইব্ন ঈসা বিস্তামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর আংটির শুভ্রতা তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলে যেন এখনও দেখছি।

٥٢٨٦. أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَنَّهُمْ سَأَلُوْا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ *

৫২৮৬. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) - - - - ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আংটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন ঃ আমি যেন এখনও তাঁর রূপার তৈরি চাকচিক্য অবলোকন করছি। এই বলে তিনি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী উঠালেন।

٥٢٨٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِىْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى *

৫২৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ বুরদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٨٨. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِىِّ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَلْبَسَ فِىْ إِصْبَعِىْ هٰذِهِ وَفِى الْوُسْطَى وَالَّتِىْ تَلِيْهَا *

৫২৮৮. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তর্জনী, মধ্যমা এবং এর নিকটবর্তী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

مَوْضِعِ الْفَصِّ

নগীনার স্থান

٥٢٨٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِىْ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِىْ هٰذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ فِىْ بَطْنِ كَفِّهِ *

৫২৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি পরতেন। পর তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন এবং তাতে তিনি "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" নক্‌শা করালেন। এরপর তিনি বললেন ঃ কারো জন্য উচিত হবে না যে, সে আমার আংটির নক্‌শার ন্যায় তার আংটি নকশা করায়। আর তিনি ঐ আংটির নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

طَرْحُ الْخَاتَمِ وَتَرْكُ لُبْسِهِ

আংটি ফেলে দেয়া এবং এর ব্যবহার ত্যাগ করা

٥٢٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ أَلْقَاهُ *

৫২৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি আংটি বানিয়ে তা হাতে দিয়ে বললেন ঃ আজ থেকে আমি এই আংটির কারণে তোমাদের থেকে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। কখনো এর দিকেও আমার দৃষ্টি পড়ে আবার কখনো তোমাদের দিকে। পরে তিনি তা খুলে ফেলেন।

٥٢٩١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২৯১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তিনি তা পরতেন। তিনি এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। পরে অন্যান্য লোক তাঁর মত করতে লাগলো। তখন তিনি মিম্বরে আরোহন করে আংটি খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি এই আংটিটি পরতাম এবং এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতাম। পরে তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তা আর কখনও পরবো না। পরে অন্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَرَحَ النَّاسُ *

৫২৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে রৌপ্য নির্মিত আংটি দেখলেন, অন্য লোকেরাও তদ্রুপ আংটি তৈরি করিয়ে তা পরতে লাগলো। পরে নবী ﷺ তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

٥٢٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ *

৫২৯৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করান; আর তিনি তার নগীনা রাখতেন হাতের তালুর দিকে। পরে অন্যান্য লোকও সোনার আংটি তৈরি করায়। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুলে ফেললে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি বানান। তিনি তা দ্বারা সিল মোহর করতেন, পরতেন না।

٥٢٩٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيْمَ فَأَلْقَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَأَدْخَلَهُ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى هَلَكَ فِي بِئْرِ أَرِيْسٍ *

৫২৯৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করান। আর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। এরপর অন্য লোকও আংটি তৈরি করায়। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুলে ফেলেন এবং বললেন : আমি আর কখনও তা পরবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রৌপ্য নির্মিত আংটি পরেন। এই আংটি পরে আবূ বকর (রা)-এর হাতে ছিল, পরে তা উমর (রা)-এর হাতে ছিল, উমর (রা)-এর পর তা উছমান (রা)-এর হাতে ছিল; পরে তা আরীস নামক কূপে পড়ে হারিয়ে যায়।

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

কোন্ কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, আর কোন্‌টি মাকরূহ

٥٢٩٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَآنِيْ سَيِّءَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللّٰهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ *

৫২৯৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবুল আহ্ওয়াস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে পুরাতন মলিন কাপড় পরিহিত খারাপ অবস্থায় দেখে বললেন : তোমার কি কোন মাল-সম্পদ আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার সম্পদই দান করেছেন। তখন তিনি বললেন : যখন তোমাকে আল্লাহ্ মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ

সোনালী ডোরা বিশিষ্ট রেশমী চাদর ব্যবহার নিষেধ

٥٢٩٦. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ رَأَىٰ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ قَالَ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَكَسَانِيْ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوَهَا اَوْ لِتَبِيْعَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مِنْ اُمِّهِ مُشْرِكًا *

৫২৯৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদের দরজায় সোনালী ডোরাদার রেশমী জোড়া বিক্রি হতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি জুমুআর দিনের জন্য এবং আপনার নিকট কোন বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরার জন্য এরূপ এক জোড়া খরিদ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এতো ঐ ব্যক্তি পরিধান করবে, আখিরাতে যার কোন অংশ থাকবে না। এরপর তা হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে, তা হতে এক জোড়া আমাকে দান করলেন । উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাকে তা দিচ্ছেন, আর একটু আগে আপনি এব্যাপারে বললেন ? নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তা তোমাকে পরার জন্য দেইনি। আমি এজন্য দিয়েছি যে, তুমি তা অন্য কাউকে পরতে দেবে বা বিক্রি করে অন্য কাজে লাগাবে এরপর উমর (রা) তা তাঁর এক খালাতো ভাইকে দান করেন, যে মুশরিক ছিল।

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ

ডোরাদার রেশমী কাপড় নারীদের ব্যবহারের অনুমতি

٥٢٩٧. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ *

৫২৯৭. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কন্যা যয়নাবের পরিধানে ডোরাদার রেশমী চাদরে নির্মিত একটি কামিজ দেখেছি।

٥٢٩٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَنِي اَنَّهُ رَاٰى عَلَى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ سِيَرَاءَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ *

৫২৯৮. আমর ইব্ন উছমান (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে সোনালী ডোরাদার রেশমী কাপড়ের চাদর দেখেছেন।

٥٢٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ وَاَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ

عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءٍ فَبَعَثَ بِهَا اِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ اَمَا اِنِّيْ لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَاَمَرَنِيْ فَاَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ *

৫২৯৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি ডোরাদার রেশমী কাপড় পেশ করা হলে তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করলে, তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তা তোমাকে পরতে দেইনি। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলে, আমি তা আমাদের নারীদেরকে বণ্টন করে দিলাম।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْاِسْتَبْرَقِ

ইস্‌তাব্‌রাক বা রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٥٣٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحٰرِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَاٰى حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِيْنَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا اُسَامَةَ حُلَّةً فَاَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ اِلَيَّ فَقَالَ بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ اَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ *

৫৩০০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) একবার বের হয়ে দেখলেন, বাজারে ইস্‌তাব্‌রাক বা রেশমী জোড়া বিক্রি হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা ঐ ব্যক্তিই পরবে, যার কোন অংশ আখিরাতে নেই। পরে এর তিন জোড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি এর একজোড়া উমর (রা)-কে, একজোড়া আলী (রা)-কে এবং এক জোড়া উসামা (রা)-কে দিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এর পূর্বে এ ব্যাপারে যা বলার তা বলেছিলেন আর এখন তা আমাকে দান করলেন ? তিনি বললেন ঃ তুমি তা করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ কর অথবা তা টুকরা করে তোমার মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দাও।

صِفَةُ الْاِسْتَبْرَقِ

ইসতাব্‌রাকের বর্ণনা

٥٣٠١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ

اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الْاِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَاغَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ فَاَتَى بِهَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اُشْتَرِ هٰذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৫৩০১. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম (র) বলেন, ইস্তারাক কি বস্তু ? আমি বললাম ঃ রেশমী কাপড়ের মধ্যে যা শক্ত এবং মোটা হয় তাই ইস্‌তাবরাক। সালিম বললেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ উমর (রা)-এক ব্যক্তি নিকট রেশমী কাপড়ের এক জোড়া দেখতে পেলেন এবং তা নবী ﷺ -এর নিকট এনে বললেন ঃ আপনি এটা খরিদ করুন, এরপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

ذِكْرُ النَّهْىُ عَنْ لُبْسِ الدِّيْبَاجِ

দীবাজ নামক রেশমী কাপড় পরা নিষেধ

٥٣٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى وَاَبُوْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اُسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَاَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ ثُمَّ اُعْتَذَرَ اِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ اِنِّى نُهِيْتُهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَشْرَبُوْا فِىْ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوْا الدِّيْبَاجَ وَلَا الْحَرِيْرَ فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ *

৫৩০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি চাইলে এক গ্রাম্য নেতা ব্যক্তি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানি আনে। হুযায়ফা (রা) তা ফেলে দিলেন এবং লোকের সামনে তা ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বললেন ঃ আমার জন্য এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন সোনা রূপার পাত্রে পান না করে এবং দীবাজ ও রেশমী কাপড় যেন পরিধান না করে। কেননা, এটা পৃথিবীতে তাদের জন্য, আর আমাদের জন্য আখিরাতে।

لُبْسِ الدِّيْبَاجِ الْمَنْسُوْجِ بِالذَّهَبِ

সোনার কারুকার্য খচিত দীবাজ বা রেশমী বস্ত্র পরিধান সম্পর্কে

٥٣٠٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ وَاقِدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ اِنَّ سَعْدًا كَانَ اَعْظَمَ

النَّاسِ وَأَطْوَلَهُ ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرَ صَاحِبِ دَوْمَةَ بَعْثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ مَنْسُوجَةٍ فِيْهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ *

৫৩০৩. হাসান ইব্‌ন কাযা'আ (র) - - - - ওয়াকিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুআয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) মদীনায় আগমন করলে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কে ? আমি বললাম ঃ আমি ওয়াকিদ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন মুআয। তিনি বললেন ঃ সাদ ইব্‌ন মুআয (রা) তো বড় এবং লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। এই বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুমার বাদশাহ্ উকায়দারের নিকট এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট রেশম এবং সোনার কারুকার্য খচিত একটি জুব্বা পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পরিধান করে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে পরে বসে পড়ে কোন কথা না বলে পরে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করলে লোক ঐ জুব্বা হাতে ধরে দেখতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছো ! বেহেশতে সা'দ ইব্‌ন মুআযের রুমাল এর চাইতে উত্তম, যা তোমরা দেখছো।

ذِكْرُ نَسْخِ ذٰلِكَ

উক্ত হাদীস রহিত হওয়ার বর্ণনা

٥٣٠٤. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَانَزَعْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيْهِ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيْعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَي دِرْهَمٍ *

৫৩০৪. য়ূসুফ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীবাজ নামক রেশমী কাপড়ের একটি কাবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাদিয়া স্বরূপ দান করা হলে তিনি তা পরিধান করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তা খুলে ফেলে তা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তখন অন্যান্য লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি হঠাৎ তা খুলে ফেললেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমাকে জিব্‌রাঈল (আ) তা পরতে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে উমর (রা) কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি যা অপছন্দ করেন তা আমাকে পরতে দিলেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো তোমাকে তা পরতে দেইনি; আমি তো তা তোমাকে দিয়েছি বিক্রি করার জন্য। এরপর উমর (রা) দুই হাজার দিরহামে তা বিক্রি করে দেন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَاَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ

পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে কঠোরতা। যে দুনিয়াতে তা পরবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না

٥٣٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ‎*

৫৩০৫. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, আখিরাতে সে কখনো তা পরতে পারবে না।

٥٣٠٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَاتُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيْرَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ ‎*

৫৩০৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের রমণীদেরকে রেশমী কাপড় পরতে দেবে না। আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে তা পৃথিবীতে পরিধান করলে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

٥٣٠٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ فَسَاَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَسَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَفْصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ‎*

৫৩০৭. আমর ইনব মানসূর (র) - - - - ইমরান ইব্ন হাত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রেশমী কাপড় পরিধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি এব্যাপারে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ; আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে– তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আবূ হাফ্স (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে তার জন্য এর কোন অংশ থাকবে না।

٥٣٠٨. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ اَنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ *

৫৩০৮. সুলায়মান ইব্‌ন সাল্‌ম (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রেশমী কাপড় ঐ ব্যক্তিই পরিধান করবে, যার কোন অংশ আখিরাতে নেই।

٥٣٠٩. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِىِّ الْبَارِقِىِّ قَالَ اَتَتْنِىْ اِمْرَاَةٌ تَسْتَفْتِيْنِى فَقُلْتُ لَهَا هٰذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَّبَعَتْهُ تَسْاَلُهُ وَاتَّبَعْتُهَا اَسْمَعُ مَايَقُوْلُ قَالَتْ اَفْتِنِىْ فِى الْحَرِيْرِ قَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৫৩০৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) ---- আলী আল বারেকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলে আমি তাকে বললাম ঃ ইনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)। তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। এরপর ঐ মহিলা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল, আর আমি তার পিছে পিছে গেলাম, তাদের কথা শোনার জন্য। সেই রমণী বললো ঃ রেশমী কাপড় সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْىِ عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ

রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٥٣١٠. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ *

৫৩১০. সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর (র) ---- বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি, রৌপ্য পাত্র, জুয়া খেলা, রেশমী কাপড়, ইসতাব্‌রাক এবং দীবাজ ও হারীর হতে।

اَلرُّخْصَةُ فِى لُبْسِ الْحَرِيْرِ

রেশমী কাপড় পরার অনুমতি সম্পর্কে

٥٣١١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِى قُمُصِ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا *

৫৩১১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ এবং যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা)-কে রেশমী জামা পরার অনুমতি দান করেছিলেন; কেননা, তাদের খুজলী রোগ হয়েছিল।

٥٣١٢. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ فِى قُمُصِ حَرِيْرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِى لِحِكَّةٍ *

৫৩১২. নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আব্দুর রহমান এবং যুবায়র (রা)-কে রেশমী কাপড়ের জামা ব্যবহারের অনুমতি দান করেন, তাঁদের খুজলীতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন।

٥٣١٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِى الْآخِرَةِ إِلَّا هٰكَذَا وَقَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حَتّٰى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ *

৫৩১২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ উছমান নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা উৎবা ইব্‌ন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় উমর (রা)-এর আদেশ পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রেশমী কাপড় শুধু ঐ ব্যক্তিই পরিধান করতে পারে, আখিরাতে যার এতে কোন অংশ নেই। আবূ উছমান (র) বলেন ঃ তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। আমার মনে হলো তা চাদরের প্রান্ত ভাগ। পরে আমি চাদর দেখলাম।

٥٣١٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِى الدِّيْبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ *

৫৩১৩. আব্দুল হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রেশমী কাপড়ের চার অঙ্গুলী পরিমাণের অধিক পরার অনুমতি দেন নি।

لُبْسِ الْحُلَلِ

জোড়া পোশাক পরিধান করা

٥٣١٤. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ

الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُتَرَجِّلاً لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحَداً هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ *

৫৩১৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জোড়া পোশাক পরিহিত, মাথার চুল সুবিন্যস্ত অবস্থায় দেখেছি। আমি পূর্বে ও পরে কাউকে তাঁর চাইতে কোন সুশ্রী সুপুরুষ দেখিনি।

لُبْسِ الْحِبَرَةِ

ইয়ামানী চাদর পরিধান করা

٥٣١٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ الْحِبَرَةَ *

৫৩১৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানী চাদর ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

কুসুম রং-এর কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٥٣١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ هٰذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا *

৫৩১৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন ঃ এটা কাফিরদের পোষাক। অতএব, তুমি তা পরিধান করো না।

٥٣١٧. أَخْبَرَنِيْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ أَيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِي النَّارِ *

৫৩১৭. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ ফেলে দাও। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোথায় ফেলবো ? তিনি বললেন ঃ দোযখে।

٥٣١٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًا يَقُوْلُ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ *

৫৩১৮. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় পরিধান করতে, কুসুম রং-এর কাপড় পরতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسِ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ

সবুজ কাপড় পরিধান করা

٥٣١٩. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ نُوْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِى رِمْثَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ *

৫৩১৯. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেন।

لُبْسِ الْبُرُوْدِ

চাদর পরিধান করা

٥٣٢٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُوا اللّٰهَ لَنَا *

৫৩২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলাম, তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় একখানা চাদরের উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন না?

٥٣٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَنْبَانَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَالْبُرْدَةُ قَالُوْا نَعَمْ هٰذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِى حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِىْ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا لَاِزَارُهُ *

৫৩২১. কুতায়বা (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা একখানা চাদর নিয়ে আসলে সাহ্ল (রা) বলেন ঃ তোমরা কি জান, ইহা কিরূপ চাদর ছিল ? উপস্থিত লোকজন বললো ঃ হ্যাঁ, ঐ চাদর ছিল এরূপ, যার কিনারায় নকশা করা ছিল। মহিলা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ইহা আপনাকে পরানোর জন্য নিজ হাতে তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনের জন্য তা গ্রহণ করলেন, আর তিনি তা লুঙ্গিরূপে পরে আমাদের নিকট আসলেন।

اَلْاَمْرُ بِلَبْسِ الْبَيْضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা কাপড় পরার আদেশ

٥٣٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِي عَرُوْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ يَحْيَى لَمْ اَكْتُبْهُ قُلْتُ لِمَ قَالَ اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيْثِ مَيْمُوْنَ بْنِ اَبِي شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ *

৫৩২২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, এটা পাক পবিত্র হয়ে থাকে। আর তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে।

٥٣٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا اَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ *

৫৩২৩. কুতায়বা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। জীবিতরা তা পরবে আর মৃতদেরকে তা দিয়ে কাফন দেবে। কেননা, এটাই উৎকৃষ্ট কাপড়।

لُبْسِ الْاَقْبِيَةَ

কাবা পরিধান করা

٥٣٢٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاْتُ هٰذَا لَكَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ *

৫৩২৪. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - মুসাওবির ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাবা বন্টন করলেন ; কিন্তু মাখরামা (রা)-কে কিছু না দেওয়ায় তিনি বললেন ঃ প্রিয়পুত্র ! তুমি আমার সাথে চল; আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাব। আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে আমার নিকট ডেকে আনো, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি ঐ কাবা পরিহিত অবস্থায় তার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন ঃ আমি এটা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি, মাখরামা তা দেখে পরিধান করলেন।

لُبْسِ السَّرَاوِيلَ

পায়জামা পরিধান করা

٥٣٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *

৫৩২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে আরাফাতে বলতে শোনেন ঃ যার লুঙ্গি না মিলে, সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার জুতা নেই সে যেন মোজা পরিধান করে।

اَلتَّغْلِيظُ فِي جَرِّ الإِزَارِ

লুঙ্গি ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরার উপর নিষেধাজ্ঞা

٥٣٢٦. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৬. ওহাব ইব্‌ন বয়ান (র)- - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি বা পায়জামা ঝুলিয়ে চলতো। সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির মধ্যে ধসতে থাকবে।

٥٣٢٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৭. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে পরে, অথবা তিনি বলেছেন ঃ যে কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে পরবে গর্ব করে। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخْيَلَةٍ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে দেয় আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

مَوْضِعُ الْإِزَارِ

লুঙ্গি পরিধানের স্থান

٥٣٢٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৫৩২৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নীচে পরতে পার। যদি আরও নীচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নীচে পরবে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির গিরা যেন কাপড়ের নীচে না যায়।

مَاتَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ

লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদির যে অংশ পায়ের গিরার নীচে থাকবে

٥٣٣٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ *

৫৩৩০. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লুঙ্গি ইত্যাদির যে অংশ পদমূলের উপরিস্থ গিরার নীচে থাকবে, দোযখে থাকবে।

٥٣٣١. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ *

৫৩৩১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ ইযার বা লুঙ্গির যে অংশ গোড়ালির উপরিস্থ গিরার নীচে থাকবে তা দোযখে অবস্থান করবে।

إِسْبَالُ الْإِزَارِ

ইযার বা লুঙ্গি লটকানো

٥٣٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ *

৫৩৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি যে ব্যক্তি নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।

٥٣٣٣. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

৫৩৩৩. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যে দান করে পরে খোঁটা দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি লটকিয়ে চলে। তৃতীয় ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে।

٥٣٣٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইযার, জামা পাগড়ী ইত্যাদির যে কোন একটি যে ব্যক্তি অহংকার ভরে ঝুলায় তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٣٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ *

৫৩৩৫. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - মালিক (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বভরে তার কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অসতর্কাবস্থায় আমার ইযারের একদিক লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু সতর্ক হলে, বোধহয় এরূপ হবে না। নবী ﷺ বললেন ঃ যারা গর্বভরে এরূপ করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

ذُيُولُ النِّسَاءِ

নারীদের আঁচল

٥٣٣٦. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ تَزِدْنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৬. নূহ ইব্ন হাবীব (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় নীচু করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নারীরা তাদের আঁচল সম্বন্ধে কী করবে? তিনি বললেন ঃ তারা তা এক বিঘত লম্বা করে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তা হলে তো তাদের পা খোলা থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তারা তা এক হাত লম্বা করবে, এর উপর যেন তারা লম্বা না করে।

٥٣٣٧. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذُيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ تُرْخِي ذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ *

৫৩৩৭. আব্বাস ইব্ন ওলীদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নারীদের আঁচল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তারা তা অর্ধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তখনও তো তার কিছু অংশ খোলা থাকবে। তিনি বললেন ঃ তা হলে এক হাত লম্বা করবে, তার চেয়ে লম্বা করবে না।

٥٣٣٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَاذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَبْدُ وَأَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لاَيَزِدْنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৮. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা বলার পর উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নারীরা কী করবে ? তিনি বললেন ঃ তারা আধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তখনও তো তাদের পা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তারা এক হাত বাড়ায়, এর উপর বাড়াবে না।

٥٣٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهَا *

৫৩৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো নারীরা তাদের আঁচল কতটুকু নীচু করবে ? তিনি বললেন ঃ তারা আধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তখনও তো তাদের শরীরের কিছু অংশ খোলাই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবে তারা এক হাত লম্বা করবে, কিন্তু এর উপর বাড়াবে না।

اَلنَّهْيُ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করা নিষেধ

٥٣٤٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করতে এবং একই কাপড় পিঠ, হাঁটু আবৃত করে, এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড়ের কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে।

٥٣٤١. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪১. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত করতে এবং একই কাপড়ে পিঠ হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড় কিছুমাত্র পুরুষাঙ্গের উপর না থাকে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ

এক কাপড়ে সর্বশরীর আবৃত করা নিষেধ

٥٣٤٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ *

৫৩৪২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশরীর এক কাপড়ে আবৃত করতে এবং একই কাপড়ে পিঠ, হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ

কালো পাগড়ী পরিধান করা

٥٣٤٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً *

৫৩৪৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّوْدِ

কালো কাপড়ের পাগড়ী ব্যবহার করা

٥٣٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ *

৫৩৪৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী শোভা পাচ্ছিল।

٥٣٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ *

৫৩৪৫. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল।

اِرْخَاءُ طَرْفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

কাঁধের দু'দিকে লটকানো

٥٣٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ السَّاعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ٭

৫৩৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) বলেন, তার পিতা বলেছেন, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিম্বরের উপর দেখছি, যার শামলা তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের উপর লটকানো রয়েছে।

اَلتَّصَاوِيْرُ

ছবি

٥٣٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ ٭

৫৩৪৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফিরিশ্‌তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর থাকে।

٥٣٤٨. اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ ٭

৫৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক (র) - - - - আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে।

٥٣٤٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَى اَبِيْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَاَمَرَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُ قَالَ لاَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَقَدْ قَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاقَدْ عَلِمْتَ قَالَ اَلَمْ يَقُلْ اِلاَّ مَاكَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلٰكِنَّهُ اَطْيَبُ لِنَفْسِيْ ٭

৫৩৪৯. আলী ইব্‌ন শু'আয়ব (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ তাল্‌হা আনসারী (রা)-কে তাঁর রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলে, তাঁর নিকট সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফকে দেখতে পান। আবূ তাল্‌হা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিচের বিছানা বের করে ফেলতে আদেশ করলেন। তখন সাহ্‌ল (রা) তাঁকে বললেন ঃ

কেন বের করবেন ? তিনি বললেন ঃ কেননা, তাতে ছবি রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা তো তুমি জান। সাহ্ল বললেন ঃ তিনি কি বলেন নি যে, যদি কাপড়ে নক্‌শা থাকে, তবে কোন ক্ষতি নেই। আবূ তাল্‌হা (রা) উত্তর করলেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনের তৃপ্তির জন্য এটাই উত্তম।

٥٣٥٠. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ اَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوْرَةِ يَوْمَ الاَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُوْلُ اِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ *

৫৩৫০. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না। হাদীস বর্ণনাকারী বুস্‌র (রা) বলেন, যায়দ ইব্‌ন খালিদ অসুস্থ হলে, আমরা তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর দরজায় একখানা পর্দা লটকানো দেখলাম, যাতে ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ্ খাওলানীকে বললাম ঃ যায়দ (রা)-কে আমাদেরকে গতকাল ছবি সম্বন্ধে সংবাদ দেননি ? উবায়দুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ তুমি কি শোননি ? তিনি এটাও বলেন ঃ কাপড়ে ছবি থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

٥٣٥١. حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَاَى سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَخَرَجَ وَقَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ *

৫৩৫১. মাসউদ ইব্‌ন জুওয়াইরিয়া (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করে একখানা এমন পর্দা দেখলেন, যাতে ছবি ছিল। তিনি বের হয়ে বললেন ঃ ফিরিশ্‌তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে।

٥٣٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيْهِ الْخَيْلُ اُوْلاَتُ الاَجْنِحَةِ قَالَتْ فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ اَنْزِعِيْهِ *

৫৩৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে গমন করলেন, পরে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি একটি পর্দা লটকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ডানা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। তিনি তা দেখে বললেন ঃ তুমি তা খুলে ফেল।

٥٣٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيْهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ اِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَإِنِّىْ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا قَطِيْفَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ *

৫৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একখানা পর্দার কাপড় ছিল, যাতে ছিল পাখীর ছবি। কেউ ঘরে ঢোকার সময় তা তাঁর সামনে পড়তো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি তা উল্টিয়ে দাও। কেননা, যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি, তখন তা দেখলে, দুনিয়া আমার স্মরণে এসে পড়ে। তিনি আরো বলেন ঃ আমাদের আর একখানা চাদর ছিল, যাতে নক্‌শা করা ছিল, আমরা তা পরিধান করতাম, তাই তা কাটি নি।

٥٣٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَيْتِىْ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ اِلَى سَهْوَةٍ فِى الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَخِّرِيْهِ عَنِّىْ فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ *

৫৩৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল, যাতে ছিল অনেক ছবি। আমি তা ঘরের চেরাগদানের উপর লটকিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে দিকে ফিরে নামায পড়তেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি তা আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেল। পরে আমি তা সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে বালিশ বানাই।

٥٣٥٥. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَعَهُ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِى الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَطَاءٍ اَنَا سَمِعْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا *

৫৩৫৫. ওহাব ইব্‌ন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একখানা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন, যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে তা খুলে ফেললেন। তখন আমি তা খণ্ডিত করে দুইটি বালিশ বানাই। ঐ মজলিসের রবীআ ইব্‌ন আতা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ আমি আবূ মুহাম্মদ অর্থাৎ কাসিমকে বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে হেলান দিতেন।

ذِكْرُ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

অত্যধিক আযাব কাদের হবে?

٥٣٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلٰى سَهْوَةٍ لِى فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ *

৫৩৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফর শেষে তশরীফ আনলেন, আর আমি চেরাগদানে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম। যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল, তিনি তা খুলে ফেলে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন অত্যধিক আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টবস্তুর ছবি অঙ্কিত করে।

٥٣٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ *

৫৩৫৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন, আর আমি ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তিনি তা দেখার পর তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি তা নিজ হতে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ঐ ব্যক্তিদের হবে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির অনুরূপ ছবি অঙ্কিত করে।

ذِكْرُ مَايُكَلَّفُ اَصْحَابُ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের শাস্তি সম্পর্কে

٥٣٥٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ اِنِّىْ اُصَوِّرُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَمَا تَقُوْلُ فِيْهَا فَقَالَ اُدْنُهْ اُدْنُهْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ *

৫৩৫৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - নযর ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইরাকের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো ঃ আমি এরূপ ছবি অঙ্কন করে থাকি, আপনি এ ব্যাপারে কী বললেন ? তিনি বললেন ঃ নিকটে এসো, নিকটে এসো। আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন ছবি অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে, কিন্তু সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

٥٣٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا *

৫৩৫৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

٥٣٦٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ *

৫৩৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

٥٣٦١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَهَا يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ *

৫৩৬১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছবি তৈয়ারকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দান কর।

٥٣٦٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ *

৫৩৬২. কুতায়বা (র) - - - - নবী -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এ সকল ছবি অঙ্কনকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দান কর।

٥٣٦٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ اللّٰهَ فِي خَلْقِهِ *

৫৩৬৩. কুতায়বা (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি ঐ সব লোকদের হবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ছবি বানায়।

ذِكْرُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا

সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

٥٣٦٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَـــةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّـــدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ وَقَالَ اَحْمَدُ الْمُصَوِّرِيْنَ *

৫৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি যাদের হবে, ছবি তৈরিকারীরা তাদের অন্যতম।

٥٣٦٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَاْذَنَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اُدْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ اَدْخُلُ وَفِيْ بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَاِمَّا اَنْ تُقْطَعَ رُؤُسُهَا اَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطَاُ فَاِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ *

৫৩৬৫. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জিব্‌রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি বললেন ঃ আসুন! জিব্‌রাঈল (আ) বললেন ঃ আমি কি করে প্রবেশ করবো, আপনার ঘরে এমন পর্দা লটকানো রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে, হয় আপনি তাদের মাথা কেটে ফেলুন, না হয় তা বিছানা বানান, যাতে তা পদদলিত হয়। কেননা, আমরা ফিরিশতাগণ ঐ সকল ঘরে প্রবেশ করি না, যাতে ছবি রয়েছে।

اَللُّحُفُ

গায়ে দেওয়ার চাদর

٥٣٦٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُصَلِّى فِيْ لُحُفِنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَاحِفِنَا *

৫৩৬৬. হাসান ইব্‌ন কাযআ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের গায়ে দেওয়ার চাদরে নামায পড়তেন না।

صِفَةُ نَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জুতার বর্ণনা

٥٣٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ نَعْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ *

৫৩৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

٥٣٦٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالاَنِ *

৫৩৬৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

ذِكْرُ النَّهْىُ عَنِ الْمَشْىِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

এক জুতা পরিধান করা নিষেধ

٥٣٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَهَا *

৫৩৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিড়ে যায়, তখন সে যেন তা মেরামত না করা পর্যন্ত এক জুতা পায়ে দিয়ে না হাঁটে।

٥٣٧٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهٖ عَلٰى جَبْهَتِهٖ يَقُوْلُ يَااَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُوْنَ اَنِّىْ اَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِى الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصْلِحَهَا *

৫৩৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ রযীন (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর ললাটে হাত মেরে বলছেন, হে ইরাকের অধিবাসীবৃন্দ ! তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবো ? আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারোর জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে, সে তা মেরামত করা পর্যন্ত যেন এক জুতা পরে না চলে।

مَاجَاءَ فِى الْاَنْطَاعِ

চামড়া সম্বন্ধে

٥٣٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْوَزِيْرِ اَبُوْ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُضْطَجَعَ عَلَى نَطْعٍ فَعَرِقَ فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِى قَارُوْرَةٍ فَرَاٰهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَاهٰذَا الَّذِىْ تَصْنَعِيْنَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ اَجْعَلُ عَرَقَكَ فِى طِيْبِى فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ *

৫৩৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আম্মার (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একখানা চামড়ায় বিশ্রাম করলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলায়ম গিয়ে তাঁর ঘাম একত্রিত করে একটি শিশিতে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে উম্মে সুলায়ম ? তুমি এটা কি করছো ? তিনি বললেন ঃ আমি আপনার এই ঘাম আমার সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করবো। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন।

اِتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

খাদিম ও বাহন রাখা

٥٣٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى اَبِىْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِيْنٌ فَاَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ فَبَكَى اَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيْكَ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ كُلٌّ لَا وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ اِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ اَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ اَقْوَامٍ وَاِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ *

৫৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - সামুরাহ ইব্‌ন সাহ্‌ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবূ হাশিম ইব্‌ন উৎবা (রা)-এর নিকট গেলাম, আর তখন তিনি মহামারী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন আবূ হাশিম কাঁদতে লাগলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন ? তোমার কি কোন ব্যথার যন্ত্রণা, না তুমি পার্থিব ব্যাপারে স্মরণ করে কাঁদছো ? পার্থিব ব্যাপার তো তোমার ভালই কেটেছে। তিনি বললেন ঃ এর কোনটাই নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি উপদেশ দান করেছিলেন. আমি তা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি গনীমতের লোকদের মাঝে হতে দেখবে, তখন তা হতে তোমার জন্য একটি খাদিম এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি বাহনই যথেষ্ট মনে করবে। কিন্তু আমি মাল পেয়ে তা জমা করেছি।

حِلْيَةُ السَّيْفِ

তলোয়ারের অলঙ্কার সম্পর্কে

٥٣٧٤. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭৪. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ার হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত।

٥٣٧٥. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ *

৫৩৭৫. আবূ দাঊদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তলোয়ারের খাপ ছিল রৌপ্য নির্মিত, আর তাঁর তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং তার মধ্যস্থিত স্থানে ছিল রৌপ্যের হল্‌কা বা কড়া।

٥٣٧٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭৬. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ

লাল জীন পোশের উপর বসা নিষেধ

٥٣٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ *

৫৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন : বল, হে আল্লাহ্! আমাকে সঠিক পথে চালাও এবং আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আর তিনি আমাকে লাল মায়াছেরের বা জীন পোশের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। মায়াছের এক প্রকার রেশমী চাদর, যা নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরী করতো, যেন তারা তা হাওদার উপর রেখে বসতে পারে, ডোরাদার লাল চাদরের ন্যায়।

اَلْجُلُوْسُ عَلَى الْكَرَاسِيْ

চেয়ারের উপর উপবেশন করা

٥٣٧٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رِفَاعَةَ اُنْتَهَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْاَلُ عَنْ دِيْنِهِ لَايَدْرِيْ مَادِيْنُهُ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى اُنْتَهٰى اِلَيَّ فَاُتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَتٰى خُطْبَتَهُ فَاَتَمَّهَا *

৫৩৭৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ রিফাআ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একজন মুসাফির এসেছে এবং সে তার দীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। সে জানে না তার দীন কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। তখন একখানা চেয়ার আনা হলো, আমার যতটুকু মনে পড়ে, তার পায়াসমূহ ছিল লৌহ নির্মিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর উপবেশন করলেন। তারপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা শিক্ষা দেন তা হতে। এরপর তিনি খুৎবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তা শেষ করলেন।

اِتِّخَاذُ الْقِبَابِ الْحُمُرِ

লাল তাঁবু ব্যবহার করা

٥٣٧٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ اُنَاسٌ يَسِيْرٌ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا *

৫৩৭৯. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাত্‌হা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি একটি লালবর্ণের তাঁবুতে ছিলেন এবং তাঁর নিকট অল্প সংখ্যক লোকই ছিল। এসময় বেলাল (রা) এসে আযান দিলেন। তখন তাঁর মুখ (বেলালের আযানের) অনুকরণ করছিল– এখানে এবং ওখানে অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اٰدَابُ الْقُضَاةِ

অধ্যায় ঃ বিচারকের নিয়মাবলী

فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِىْ حُكْمِهٖ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফযীলত

٥٣٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلٰى يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا قَالَ مُحَمَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ ‍*

৫৩৮০. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সুবিচারক লোক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকবেন। যারা তাদের আদেশে, পরিবার ও যে সকল কাজে তাদের আদেশ চলে, ইনসাফ মেনে চলে। রাবী মুহাম্মদ (র) তাঁর হাদীসে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত।

اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসক

٥٣٨١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فِىْ خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهٗ مُعَلَّقًا فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ اِلٰى نَفْسِهَا فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَاصَنَعَتْ يَمِيْنُهٗ *

৫৩৮১. সুওয়ায়দ ইব্ন নস্র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যে দিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। সুবিচারক শাসক ; ঐ যুবক, যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দেয় ; ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে ; ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অন্যকে ভালবাসে ; ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি ; আর ঐ ব্যক্তি, যে সাদকা করে এমন গোপনে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী করেছে।

اَلْاِصَابَةُ فِى الْحُكْمِ

সঠিক ফয়সালা

٥٣٨٢. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا اَجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ *

৫৩৮২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন শাসক তার আদেশ জারি করে ইনসাফের সাথে এবং তা সুষ্ঠু হয়, তার জন্য দুইটি প্রতিদান রয়েছে। আর যে ইজতিহাদ করে আদেশ জারী করে, আর তা ভুল সাব্যস্ত হয়, তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।

تَرْكُ اِسْتِعْمَالُ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ

বিচারক পদপ্রার্থীকে বিচারক নিযুক্ত না করা

٥٣٨٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ اَتَانِىْ نَاسٌ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَقَالُوْا اَذْهَبْ مَعَنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ لَنَا حَاجَةً فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُسْتَعِنْ بِنَا فِىْ عَمَلِكَ قَالَ اَبُوْ مُوْسَى فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوْا وَاَخْبَرْتُ اَنِّىْ لَاَدْرِىْ مَاحَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِىْ وَعَذَرَنِىْ فَقَالَ اِنَّا لَانَسْتَعِيْنُ فِىْ عَمَلِنَا بِمَنْ سَاَلَنَا *

৫৩৮৩. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আশআর গোত্রের কিছু লোক এসে বললো, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল, আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমি তাদের সাথে গেলাম। তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদেরকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করুন। আবূ মূসা (রা) বলেন, তাদের এই আব্দার শুনে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জানি না তারা

আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তা হলে আমি তাদের সাথে আসতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আপনি সত্যই বলেছেন, আর তিনি আমার ওযর গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয়, আমরা তাকে কাজে নিযুক্ত করি না।

٥٣٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ ابْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى كَمَا اُسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ *

৫৩৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আপনি আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন না, অথচ আপনি অমুক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার পরে তোমাদের উপর অনুপযুক্ত লোক শাসক নিযুক্ত হবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাওযে কাওছারে মিলিত হবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ مَسْاَلَةِ الْاِمَارَةِ

শাসক হওয়ার অভিলাষ না করা

٥٣٨٥. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَاَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا *

৫৩৮৫. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা পদের আকাঙ্ক্ষা করবে না। কেননা, যদি তুমি তা চেয়ে নাও, তবে তুমিই এর জন্য দায়ী থাকবে ; আর যদি তা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দেওয়া হয়, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

٥٣٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَاِنَّهَا سَتَكُوْنُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ *

৫৩৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা শাসক হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাক। অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং আফসোসের কারণ হবে। বাচ্চাকে দুধ দানকারিণী কত উত্তম, কিন্তু দুধ ছাড়াবার সময় কত কষ্ট হয়।

اِسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ

কবিদের শাসক নিযুক্ত করা

٥٣٨٧. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ *

৫৩৮৭. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তামীম গোত্রের কোন কোন আরোহী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আসলে আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কা'কা' ইব্‌ন মা'বাদকে শাসক নিযুক্ত করুন ; উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আকরা ইব্‌ন হারিসকে হাকিম নিযুক্ত করুন। পরে তাঁরা বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তাঁদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বলার পূর্বে তোমরা নিজেদের মত প্রকাশ করো না বা তাঁর আদেশের মধ্যে কথার বাধা দিও না .... যদি তারা আপনার বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতো, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো। (আয়াত)

إِذَا حَكَّمُوا رَجُلاً فَقَضَى بَيْنَهُمْ

কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করলে এবং সে ফয়সালা করলে

٥٣٨٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ *

৫৩৮৮. কুতায়বা (র) - - - - শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন, লোক তাঁকে হানী আবুল হাকাম বলে ডাকছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিচারক, তিনিই আদেশ দাতা। কিন্তু লোক তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেন ? তিনি বললেন ঃ আমার গোত্রের লোক যখন কোন ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা

আমার নিকট বিচার প্রার্থী হয় ; আর আমি যে রায় দেই, তারা তা মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরচেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারে ? আচ্ছা তোমার কয়টি সন্তান ? তিনি বললেন ঃ আমার ছেলে-শুরায়হ্, আব্দুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি বললেন ঃ এদের মধ্যে বড় কে ? হানী বললেন ঃ শুরায়হ্ ! তিনি বললেন ঃ তবে তুমি আবূ শুরায়হ্ ! পরে তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর ছেলেদের জন্য দু'আ করলেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِى الْحُكْمِ

নারীদেরকে শাসক নিযুক্ত করা নিষেধ

٥٣٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِى اللّٰهُ بِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنِ اسْتَخْلَفُوْا قَالُوْا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً *

৫৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - -আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন এক বস্তু হতে রক্ষা করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি। ইরানের বাদশাহ কিসরার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এখন তারা কাকে শাসক নিযুক্ত করেছে ? তারা বললো ঃ তার কন্যাকে। তিনি বললেন ঃ যে জাতি নিজেদের শাসক একজন নারীকে সাব্যস্ত করে নেয়, তারা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

اَلْحُكْمُ بِالتَّشْبِيْهِ وَالتَّمْثِيْلِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

উপমা দ্বারা সমাধান। ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসে ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য

٥٣٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَرْكَبَ اِلَّا مُعْتَرِضًا اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهُ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيْهِ *

৫৩৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আরোহী ছিলেন কুরবানীর দিন ভোরে। এসময় খাছআম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর, তাঁর বার্ধক্য আরোপিত হয়েছে। অথচ তিনি শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ারও হতে পারে না ; এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর। কেননা, তার কোন দেনা থাকলে,তা তোমাকেই আদায় করতে হতো।

٥٣٩١. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُجْزِيءُ قَالَ مَحْمُودٌ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَاذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ *

৫৩৯১. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, খাছ'আম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন ফযল তাঁর সাথে একত্রে সওয়ার ছিল। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর আরোপিত হয়েছে, অথচ তিনি এত বৃদ্ধ যে, শায়িত অবস্থা ব্যতীত সওয়ার হতে পারেন না। আমি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করলে, তা আদায় হবে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٥٣٩٢. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ *

৫৩৯২. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে আরোহী ছিলেন, এমন সময় খাছআম গোত্রের এর নারী মাসআলা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তখন ফযল (রা) ঐ নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর ঐ নারীও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ঐ নারী বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত ফরয হজ্জ ঐ সময় ফরয হলো যখন আমার পিতা বৃদ্ধ, এমনকি তিনি উটে বসতেও পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আর এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা।

٥٣٩٣. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ

خَثْعَمَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَوِيْ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَاَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا وَكَانَتْ اِمْرَأَةً حَسْنَاءَ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ *

৫৩৯৩. আবু দাউদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি উটের ওপর ঠিক হয়ে বসতেও পারেন না, এমতাবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহ্র ফরয হজ্জ আরোপিত হয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ। ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাতে লাগালেন আর সে ছিল এক সুন্দরী মহিলা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলকে ধরে তাঁর চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ فِيْهِ

ইয়াহ্য়ার হাদীসে মতপার্থক্য

٥٣٩٤. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ اَبِيْ اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَثْبُتُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَاِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيْتُ اَنْ يَمُوْتَ اَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ اَفَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ *

৫৩৯৪. মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বার্ধক্যে উপনীত, এমনকি উটে বসতেও পারেন না, যদি আমি তাকে বেঁধে দেই তবে ভয় হয় হয়তো তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করবো, তিনি বললেন ঃ দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে দিতে; তবে তা আদায় হতো কিনা ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর। (কেননা এটাও আল্লাহ্র ঋণ।)

٥٣٩٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ اِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَاِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ اَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اُمِّكَ *

৫৩৯৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে সওয়ার

ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা নিতান্ত বৃদ্ধা। তাকে উটে বসালেও তিনি বসতে পারবেন না আর যদি তাঁর বেঁধে দেই, তবে ভয় হয় আমি না তার মৃত্যুর কারণ হই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দেখ, যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকতো, তবে কি তুমি তা আদায় করতে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ অতএব তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর।

٥٣٩٦. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ *

৫৩৯৬. আবূ দাউদ (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা অত্যধিক বৃদ্ধ তিনি হজ্জ করতে অক্ষম। আমি যদি তাঁকে বাহনের উপর বসিয়ে দেই, তবে তিনি ঠিকভাবে বসতে পারবেন না। আমি কি তাঁর পক্ষে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ করতে পার।

٥٣٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ *

৫৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আমার পিতা অধিক বৃদ্ধ ব্যক্তি, অতএব আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি কি বুঝ না, যদি তার উপর ঋণ থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় হতো না ?

اَلْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ

আলেমদের ঐকমত্যে ফয়সালা করা

٥٣٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ أَكْثَرُوْا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ قَضَى بِهِ

نَبِيُّهُ ﷺ وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلاَ يَقُوْلُ انِّى اَخَافُ وَانِّى اَخَافُ فَاِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ *

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা)-এর নিকট অনেক লোক আসলো। তখন আব্দুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন বিচার করতাম না, আর ভাগ্যে রেখেছেন যে, আমরা এই পদে আমি হবো, যেমন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। এখন হতে তোমাদের কারো যদি কখনও কোন মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়, তখন সে আল্লাহ্ পাকের কিতাবানুসারে মীমাংসা করবে। যদি এমন কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে হয়, যা কিতাবুল্লাহতে নেই, তখন সে তার নবী এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা করবে। আর যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা কিতাবুল্লাহ্‌তেও নেই এবং এব্যাপারে নবী ﷺ-এর ফয়সালাও নেই, তখন সে যেন নেককারদের মীমাংসানুযায়ী মীমাংসা করে। যদি তাঁর নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা কিতাবুল্লাহ্‌য়ও নেই, তার নবী যা মীমাংসা দিয়েছেন তাতেও নেই এবং নেক্‌কারদের মীমাংসা ও দৃষ্টান্ত নেই। তখন সে ব্যাপারে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা করবে এবং সে যেন এ কথা না বলে যে, নিশ্চয় আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এদুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় আছে, যা সন্দেহ্ উদ্দীপক। অতএব এমন কাজ পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহে নিপতিত করে ; এবং ঐ কাজ কর, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

٥٣٩٩. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَى عَلَيْنَا حِيْنٌ وَلَسْنَا نَقْضِى وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ اَنْ بَلَغْنَا مَاتَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيْهِ بِمَا فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَاِنْ جَاءَ اَمْرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقْضِى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ وَلاَ يَقُوْلُ اَحَدُكُمْ اِنِّى اَخَافُ وَاِنِّى اَخَافُ فَاِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ *

৫৩৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতাম না ; আর আমরা তার উপযুক্তও ছিলাম না, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন এবং আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছলাম, যা তোমরা দেখছো। অতএব, এরপর যদি কারো কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তার মীমাংসা করে ; যদি তার নিকট এমন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই ; তবে সে যেন এর মীমাংসা ঐরূপ করে, যা দ্বারা তার সে মীমাংসা করেছেন। আর যদি তার নিকট এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যা আল্লাহ্‌র কিতাবেও নেই এবং তাঁর নবী ﷺ এর মীমাংসা করেন নি ; তবে সেভাবে সে

মীমাংসা করবে যেভাবে নেক্‌কারগণ যা দ্বারা মীমাংসা করেছেন। আর তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা, হালাল স্পষ্ট, আর হারামও স্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। অতএব, তুমি তা পরিত্যাগ কর, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, আর যাতে সন্দেহ নেই, তুমি তা কর।

٥٤٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ *

৫৪০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে তিনি তাঁকে লিখেন, তুমি মীমাংসা কর, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে, তা দ্বারা; যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে তা থাকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নত দ্বারা, আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নবী ﷺ-এর সুন্নতে পাওয়া না যায়, তবে নেক্‌কারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহ্‌র কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নতে না থাকে এবং নেক্‌কার লোকেরাও এর কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকে, তবে তোমার ইচ্ছা হলে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হলে স্থগিত রাখবে। আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম। তোমাদের প্রতি সালাম।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ এ আয়াতের তাফসীর

٥٤٠١. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلاَءِ إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَهَؤُلاَءِ الآيَاتِ مَعَ مَا يَعِيبُونَّا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ إِلاَّ مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعُونَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطُونَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلاَ

نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعُونَا نَسِيحُ فِى الْأَرْضِ وَنَهِيمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِى أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا دُوْرًا فِى الْفَيَافِى وَنَحْتَفِرُ الْآبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلَّا وَلَهُ حَمِيْمٌ فِيْهِمْ قَالَ فَفَعَلُوْا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَالْآخَرُوْنَ قَالُوْا نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ وَنَسِيْحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ وَنَتَّخِذُ دُوْرًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيْمَانِ الَّذِيْنَ اقْتَدَوْا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ النَّبِىَّ ﷺ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوْا بِهِ وَصَدَّقُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ أَجْرَيْنِ بِإِيْمَانِهِمْ بِعِيْسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَبِإِيْمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَتَشَبَّهُوْنَ بِكُمْ أَنْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَىْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ الْآيَةَ ۞

৫৪০১. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর পর এমন কয়েকজন বাদশাহ ছিলেন, যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু ঈমানদার লোকও ছিলেন, যারা তাওরাত পাঠ করতেন। তখন তাদের বাদশাহদেরকে বলা হলো– এ সকল লোক আমাদেরকে যে গালি দিচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন গালি আর কি হতে পারে? তারা পাঠ করে ঃ যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আহ্‌কাম দ্বারা মীমাংসা করে না, তারা কাফির।" তাদের পড়ার মধ্যে থাকে এই আয়াত এবং ঐ সকল আয়াত, যাতে আমাদের কর্মকাণ্ডের দোষ প্রকাশ পায়। তাদেরকে আহবান করুন, তারা যেন আমরা যেরূপ পাঠ করি, সেরূপ পাঠ করে, আর আমরা যেরূপ ঈমান এনেছি, সেরূপ ঈমান আনে। বাদশাহ তাদের সকলকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন হত্যা অথবা তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ ত্যাগ করবে, তবে ঐ সকল আয়াত ব্যতীত, যা পরিবর্তন হয়েছে। তারা বললো ঃ এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী ? আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তাদের একদল বললো ঃ আমাদের জন্য একটি স্তম্ভ তৈরি কর, এরপর আমাদেরকে তাতে চড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে এমন কিছু দান কর, যাদ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিতে পারি, তা হলো আমরা আর তোমাদের নিকট আসবো না, তাদের আর একদল বললো ঃ আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে এবং বন্য পশুর ন্যায় আহার ও পান করবো। আর এরপর যদি তোমাদের দেশে আমাদেরকে পাও, তবে আমাদেরকে হত্যা করো। তাদের আর একদল বললো ঃ বনে জঙ্গলে আমাদের জন্য ঘর তৈরী করে দাও। আমরা কূপ খনন করবো এবং তরি-তরকারী ফলাব, আমরা তোমাদের কাছেও আসবো না, এবং তোমাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাব না। আর এমন কোন গোত্র ছিল না, যাতে তাদের আত্মীয়-স্বজন না ছিল। পরে তারা এরূপই করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ তারা নিজেরা এমন বৈরাগ্য ঠিক করে নিয়েছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি। তারা ঐ দরবেশীর হক পূর্ণ করেনি। অন্যান্য লোকেরা বলতে লাগলো ঃ আমরাও তাদের ন্যায়, যেমন অমুক অমুক লোক করে থাকে, অমুক লোকের ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করবো, ঐরূপ গৃহ নির্মাণ করবো,

যেমন অমুক লোকেরা করেছিল। অথচ তারা শিরকে পতিত ছিল, তারা যাদের অনুকরণ করছিল, তাদের ঈমান সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না। যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ -কে প্রেরণ করলেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল। কেউ তো তার ইবাদতখানা হতে নেমে আসলো, ভ্রমণকারী তার ভ্রমণ হতে ফিরে আসলো, কেউ তার গির্জা হতে আসলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাকে বিশ্বাস করলো। তখন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ দান করবেন, এক তো হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনার দরুন এবং তাওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস স্থাপনের দরুন। আর মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সত্যবাদী জানার কারণে এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা এক আলো দান করবেন, যার আলোতে তোমরা চলাফেরা করবে, অর্থাৎ তা হলো কুরআন এবং তাদের নবী ﷺ -এর অনুগমন অনুসরণ, যেন যে আহ্‌লে কিতাব তোমাদের মত হতে চায়; তারা যেন না বুঝে যে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাবে না।

اَلْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ

ব্যাহ্যিক শরী'আতের উপর মীমাংসা

٥٤٠٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪০২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট মোকদ্দমা দায়ের করছ ? আমিতো মানুষই। হয়তো তোমাদের কেউ তার প্রতিপক্ষ হতে তার দাবী জোরালোভাবে পেশ করবে ; যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের কোন হক দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে; এমতাবস্থায় আমি তাকে আগুনের এক অংশই দান করি।

حُكْمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ

বিচারক তাঁর অবগতির উপর মীমাংসা করবে

٥٤٠٣. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ

أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ مَاسَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَاكُنَّا نَقُوْلُ اِلاَّ الْمُدْيَةَ *

৫৪০৩. ইমরান ইব্‌ন বাক্‌কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুই নারী এক স্থানে তাদের নিজ নিজ সন্তান নিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান নিয়ে গেল। তাদের একজন তার সঙ্গিনীকে বললো ঃ তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। অন্যজন বললো ঃ তোমার সন্তান নিয়েছে। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে দাউদ (আ)-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করলো। দাউদ (আ) তাদের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, তাকে সন্তান দিয়ে দিলেন। এরপর তারা উভয়ে হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেন ঃ আমার নিকট একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাকে তাদের উভয়ের মধ্যে দুই টুকরা করে দিচ্ছি। একথা শুনে যে নারী বয়সে ছোট ছিল, সে বললো ঃ এমন কাজ করবেন না; আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন, এ বাচ্চা তারই। তখন তিনি ঐ বাচ্চা ছোট নারীকে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি এই দিনের পূর্বে ছুরিকে سكين বলতে শুনিনি আমরা একে মুদয়া (مديه) বলতাম।

اَلسَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِىْ اَنْ يَقُوْلَ لِلشَّىْءِ الَّذِىْ لاَيَفْعَلُهُ اَفْعَلُ لِيَسْتَبِيْنَ الْحَقُّ

বিচারক যা করবে না তা করবো বলা

٥٤٠٤. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَرَجَتِ امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى اِحْدَاهُمَا فَاَخَذَ وَلَدَهَا فَاَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِى الصَّبِىِّ الْبَاقِى اِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ اَمْرُكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُوْنِى بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّ الْغُلاَمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى اَتَشُقُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ حَظِّى مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا *

৫৪০৪. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুইজন নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নারীকে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে তার সন্তান নিয়ে গেল। অবশিষ্ট সন্তানের ব্যাপারে উভয় নারী দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তান বলে দাবি করলো, তিনি তাদের মধ্যে যে নারী বয়সের বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন। অবশেষে তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে কি আদেশ দেয়া হয়েছে ? তারা তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন ঃ একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই শিশুটিকে দু'ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব। তখন ছোট নারী বললো ঃ আপনি কি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বললো ঃ আপনি এরূপ করবেন না, আমার অংশ আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এই শিশুটি তোমার ; তিনি তার পক্ষেই মীমাংসা করলেন।

نَقْضِ الْحَاكِمِ مَايَحْكُمُ بِهِ غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ

সমপর্যায় বা উচ্চ পর্যায়ের কাযীর মীমাংসা ভেঙ্গে দেওয়া

٥٤٠٥. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ قَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمْ اقْطَعُوهُ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَاتَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ *

৫৪০৫. মুগীরা ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুই নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান, এক নেকড়ে বাঘ তাদের থেকে এক সন্তানকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। তারা এই শিশুর ব্যাপারে ঝগড়া করে দাউদ (আ)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলে, তিনি ঐ নারীদ্বয়ের মধ্যে যে বড় ছিল তার পক্ষে রায় দিলেন। তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে কি রায় দিয়েছেন ? তারা বললো ঃ তিনি বড় নারীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আমি তাকে কেটে সমান দুই অংশ করবো, এক অংশ এই নারী এবং অপর অংশ ঐ নারীর। তখন বড় নারী বললো ঃ জ্বি-হ্যাঁ, আপনি তা-ই করুন, তাকে খণ্ডিত করুন। কিন্তু ছোট নারী বললো ঃ তাকে কাটবেন না, সে ঐ নারীরই সন্তান। তখন তিনি যে নারী কাটতে অস্বীকার করলো, তার পক্ষেই রায় দিলেন।

بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ভুল মীমাংসা করলে

٥٤٠٦. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا قَالَ فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَاأَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ وَقَالَ بِشْرٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ

اِنِّى اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ زَكَرِيَّا فِىْ حَدِيْثِهِ فَذُكِرَ وَفِىْ حَدِيْثِ بِشْرٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ *

৫৪০৬. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে জাযীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্‌বান করেন; কিন্তু তারা ভালভাবে বললো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। বরং তারা বললো ঃ আমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ (রা) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একজন বন্দী হাওলা করলেন। ভোরে খালিদ (রা) প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব-স্ব বন্দীকে হত্যা করার আদেশ দেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ তখন আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার কয়েদীকে হত্যা করবো না, আর কেউই নিজ বন্দীকে হত্যা করবে না; অথবা তিনি বলেছেন ঃ আমার বন্ধুদের কেউই তার কয়েদীকে হত্যা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট খালিদ (রা)-এর কার্যকলাপ বর্ণনা করা হলে তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! খালিদ যা করেছে, আমি আপনার নিকট ঐ ব্যাপারে পবিত্র। তিনি এ কথা দু'বার বলেন।

ذِكْرُ مَا يَنْبَغِىْ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَجْتَنِبَهُ

মীমাংসাকারীর জন্য যা পরিত্যাজ্য

٥٤٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبِىْ وَكَتَبْتُ لَهُ اِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِىْ سِجِسْتَانَ اَنْ لَاتَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحْكُمْ اَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪০৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দ্বারা সিজিসতানের গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকরাকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

اَلرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الْاَمِيْنِ اَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় মীমাংসা করার অনুমতি

٥٤٠٨. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ اَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ

فَابَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَازُبَيْرُ اَسْقِ ثُمَّ اَحْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَاىٍ فِيْهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلْاَنْصَارِىِّ فَلَمَّا اَحْفَظَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاَنْصَارِىُّ اُسْتَوْفِى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِىْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لاَ اَحْسَبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اُنْزِلَتْ اِلاَّ فِىْ ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاَحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلٰى صَاحِبِهِ فِى الْقِصَّةِ *

৫৪০৮. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এমন একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে ঝগড়া করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে এই পানি দ্বারা খেজুর বাগানে পানি দিত। ঐ আনসারী ব্যক্তি বললেন ঃ পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা এর উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে যুবায়র! তুমি নিজের যমীনে পানি দিয়ে তা স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। একথায় আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যুবায়র তো আপনার ফুফির ছেলে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র! তুমি বাগানে পানি দাও এবং পরে পানি বন্ধ করে দাও, যতক্ষণ না পানি গাছের চতুর্দিকের আইলে পৌঁছে যায়। এবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়রকে তাঁর পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এরপূর্বে তিনি যুবায়র (রা)-কে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে যুবায়র (রা) এবং আনসারী উভয়ের জন্য ছিল প্রশস্ততা, কিন্তু যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবায়র (রা)-এর অংশ তাঁকে পূর্ণরূপে দান করলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমার মনে হয় ঃ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়।

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِىْ دَارِهِ

নিজের থেকে হাকিমের মীমাংসা করা

٥٤٠٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَا اِلَى الشَّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ *

৫৪০৯. আবূ দাউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) ইব্‌ন আবূ হাদরাদ হতে তাঁর প্রাপ্য করযের টাকা চাইলে, এ ব্যাপারে তাদের উভয়ের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তার তাঁর বাসস্থান হতে তা শ্রবণ করলেন। তিনি তাদের প্রতি অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘরের পর্দা উঠিয়ে উচ্চস্বরে বললেন ঃ হে কা'ব ! কা'ব (রা) বললেন ঃ আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ তোমার করয হতে কমাও এবং তিনি অর্ধেকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কা'ব (রা) বললেন ঃ আমি তা করলাম। এরপর তিনি ইব্‌ন আবূ হাদরাদকে বললেন ঃ ওঠো তা আদায় কর।

اَلْاِسْتِعْدَاءُ

সাহায্য প্রার্থনা করা

٥٤١٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَزِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَاحِيْلَ قَالَ قَدِمْتُ مَعَ عُمُوْمَتِىْ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِىْ وَضَرَبَنِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَعْدِىْ عَلَيْهِ فَاَرْسَلَ اِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤُا بِهِ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِىْ فَاَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاعَلَّمْتَهُ اِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ اَطْعَمْتَهُ اِذْ كَانَ جَائِعًا اُرْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ وَاَمَرَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَسْقٍ اَوْنِصْفِ وَسْقٍ *

৫৪১০. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন শারাহীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মদীনায় আগমন করলাম এবং তথাকার বাগানের মধ্যে এক বাগানে প্রবেশ করলাম, আর একটি ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেললাম। তখন ঐ বাগানের মালিক এসে আমার কম্বল কেড়ে নিল এবং আমাকে মারধর করলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করলাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালে তারা তাকে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কেন এরূপ করলে ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে আমার বাগানে প্রবেশ করে ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদিও সে অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে বললে না কেন? আর যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল, তখন তুমি তাকে খাওয়ালে না কেন ? যাও, তুমি তার কম্বল ফিরিয়ে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এক ওসক অথবা আধা ওসক দেওয়ার আদেশ দেন।

صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ

মহিলাদেরকে বিচারালয়ে না আনা

٥٤١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاْذَنْ لِىْ فِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى

هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتَ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِى ثُمَّ اِنِّى سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ اِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَاَمَرَ اُنَيْسًا اَنْ يَاْتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা এবং যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তাদের এক ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো ঃ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের দ্বারা মীমাংসা করুন! অন্যজন, যে ছিল তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে নিজের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিন। সে বললো ঃ আমার ছেলে এই লোকের চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বললো ঃ তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আমি এক শত ছাগল এবং আমার এক দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়েছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললো ঃ আমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন, আর তার স্ত্রীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি ঃ আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো, তোমার ছাগসমূহ এবং দাসী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হবে। এরপর তিনি উনায়স (রা)-কে বললেন ঃ সে যেন অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যায়, যদি সে ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। পরে ঐ নারী স্বীকার করলে, তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

٥٤١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اِلَّا مَاقَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَكَانَّهُ اُخْبِرَ اَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَاَلْتُ رِجَالًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اُغْدُ يَااُنَيْسُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اَعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا *

৫৪১২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা, যায়দ ইব্‌ন খালিদ এবং শিব্‌ল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে

বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। পরে তার বিপক্ষ যে অধিক বুদ্ধিমান ছিল, সে বললো ঃ ঠিকই আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করুন। তখন তিনি বললেন ঃ বল! সে বললো ঃ আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল, এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমি আমার একশত ছাগল এবং খাদিম দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, অথচ তাকে কেউ খবর দিয়েছে যে, তার পুত্রকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তাই সে এর বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। এরপর আমি কয়েকজন আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো ঃ আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করবো। আর একশত ছাগল ও খাদিম তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। এরপর তিনি বলেন ঃ হে উনায়স! তুমি ভোরে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। উনায়স ভোরে তার নিকট গমন করলে, সে তা স্বীকার করলো, ফলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

تَوْجِيْهُ الْحَاكِمِ اِلَى مَنْ اَخْبَرَ اَنَّهُ زَنَى

ব্যভিচারীকে ডেকে পাঠানো

٥٤١٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ الْكَرْمَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِامْرَاَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِىْ فِىْ حَائِطِ سَعْدٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهِ مَحْمُوْلاً فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ *

৫৪১৩. হাসান ইব্‌ন আহমদ কিরমানী (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক নারীকে আনা হলো, যে ব্যভিচার করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কার সাথে? মহিলাটি বললো ঃ ঐ পঙ্গু লোকটির শপথ! যে সা'দ (রা)-এর বাগানে অবস্থান করে। তার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বহন করে আনা হলো। তাকে তাঁর সামনে রাখা হলো। এরপর সে তা স্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুরের একখানা ডাল আনিয়ে তা দ্বারা তাকে কয়েক ঘা লাগান, আর তিনি তাকে তার পঙ্গুত্বের জন্য সহজ শাস্তি দেন।

مُصِيْرِ الْحَاكِمِ اِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ

বিচারকের মীমাংসার জন্য প্রজার নিকট গমন

٥٤١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُوْلُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَلاَمٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ وَاُنْتُظِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحْتُبِسَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ

فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَيَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيْحَهُمُ الْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَتَاَخَّرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اُثْبُتْ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَعْنِى يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ مَامَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ قَالَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَرَى ابْنَ اَبِى قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَى نَبِيِّهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَالَكُمْ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِكُمْ صَفَّحْتُمْ اِنَّ ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ٭

৫৪১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, আনসারদের দুই গোত্রের মধ্যে বচসা হলে তারা একে অন্যের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করানোর জন্য তথায় গমন করেন। এমন সময় নামাযের সময় হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তিনি তথায় ব্যস্ত থাকায় একামত বলা হলে নামাযের ইমামতির জন্য আবূ বকর (রা) সামনে গেলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন, আর তখনও আবূ বকর (রা) নামাযে ইমামতি করছিলেন। লোক তাঁকে দেখে হাতে শব্দ করলো, কিন্তু আবূ বকর (রা) নামাযে কোন দিকে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তিনি সকলের হাতের শব্দ শুনে লক্ষ্য করে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করেছেন। তখন তিনি পেছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন এবং তিনি উল্টো পায়ে পেছনে সরে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায পড়ছিলেন, তিনি নামায শেষে আবূ বকর (রা) -কে বললেন ঃ আপনি স্বীয় স্থানে অবস্থান করলেন না কেন? আবূ বকর (রা) বললেন ঃ এটা কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ কুহাফার পুত্রকে স্বীয় নবীর সামনে দেখবেন। এরপর তিনি জনসাধারণের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমাদের অবস্থা কী ? তোমরা যখন নামাযে কোন ঘটনা ঘটে, তখন তোমরা নারীদের ন্যায় কেন হাতে তালি দাও ? এতো নারীদের জন্য। যখন নামাযে কারো কোন ঘটনা ঘটে, তখন সে যেন বলে - 'সুবহানাল্লাহ'।

اِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ

হাকিমের বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোষের ইঙ্গিত

٥٤١٥. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِّ يَعْنِى دَيْنًا فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا ٭

৫৪১৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাদ্‌রাদ আসলামী (রা)-এর নিকট কিছু পেতেন। একদা তিনি রাস্তায় আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে দেখে তার সাথে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদের শব্দ উচ্চ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে কা'ব এবং তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন, যেন তিনি বললেন ঃ অর্ধেক। তখন করযের অর্ধেক গ্রহণ করলেন, আর বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

হাকিমের বিবাদীকে ক্ষমা করার ইঙ্গিত করা

٥٤١٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ أَتَعْفُوْا قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُوْا قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُوْا قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ◆

৫৪১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি রক্তপণ গ্রহণ কর। সে বললো ঃ না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি খুনের বদলায় তাকে খুন করবে? সে ব্যক্তি বললো ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, তখন আবার তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি ক্ষমা করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি তার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করবে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তাকে নিয়ে যাও। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তুমি তাকে ক্ষমা করতে, তবে সে তার এবং তোমার নিহত সাথীর পাপের বোঝা বহন করতো। তখন ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে এবং তাকে ছেড়ে দেয়। আমি দেখলাম, ঐ ব্যক্তি তার রশি টেনে চলছে।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ

হাকিমের শিথিলতার ইঙ্গিত করা

٥٤١٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ الآيَةَ *

৫৪১৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করলো, যে পানি তারা খেজুর গাছে সিঞ্চন করতো। আনসারী বললো ঃ পানি ছেড়ে দিন, তা বয়ে যাবে কিন্তু যুবায়র (রা) তা অস্বীকার করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এসে ঝগড়া করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে যুবায়র! তুমি পানি দিয়ে পানি ছেড়ে দাও, তোমার পড়শীর জন্য। এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বাস্তব পক্ষে যুবায়র তো আপনার ফুফীর ছেলে তাই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র ! তুমি গাছে পানি দিয়ে তা বন্ধ করে, রাখ যেন তা বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমার মনে হয়, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়।

شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

মীমাংসার পূর্বে হাকিম সুপারিশ করতে পারে

٥٤١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ قَالَتْ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ *

৫৪১৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাবীয়া (রা)-এর স্বামী ছিলেন একজন দাস, তাঁর নাম ছিল মুগীস। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখছি, তিনি বারীবার পিছে পিছে ঘুরছেন

এবং এমনভাবে কাঁদছেন যে, তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! আপনি কি বারীরার জন্য মুগীসের ভালবাসায় আর মুগীসের প্রতি বারীরার অনীহাতে আশ্চর্যবোধ করছেন না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে বললেন ঃ যদি তুমি মুগীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে তা হলে ভাল হতো। কারণ সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন ? তিনি বললেন ঃ না, আমি তো তোমার নিকট সুপারিশ করছি। তখন সে বললো ঃ তা হলে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ اِتْلاَفِ اَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ اِلَيْهَا

হাকিমের প্রজাবৃন্দকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট করতে বাধা দেয়া

٥٤١٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ اَقْضِ دَيْنَكَ وَاَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ٭

৫৪১৯. আব্দুল আ'লা ইব্ন ওয়াসিল (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক আনসারী তার মৃত্যুর পর তার দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল। সে ব্যক্তি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দাসকে আটশত দিরহামে বিক্রি করে ঐ টাকা তাকে দিয়ে বললেন ঃ তুমি এ দ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং তোমার পোষ্যদের জন্য ব্যয় কর।

اَلْقَضَاءُ فِيْ قَلِيْلِ الْمَالِ وَكَثِيْرِهِ

সম্পদ অল্প হউক বা অধিক, তাতে ফয়সালা দেয়া

٥٤٢٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ ٭

৫৪২০. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দোযখ অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করে দেন। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি ঐ মাল অতি নগণ্য হয় ? তিনি বললেন ঃ যদিও তা পিলু গাছের একটি ডালই হোক না কেন।

قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ اِذَا عَرَفَهُ

নুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে মীমাংসা করা

٥٤٢١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَىَّ وَوَلَدِىْ مَايَكْفِيْنِىْ اَفَاٰخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ *

৫৪২১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে না আমার খরচ দেয়, না আমার সন্তানদের। আমি কি তাঁর মাল হতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নিতে পারি ? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গতভাবে নিতে পার।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ يَقْضِىَ فِىْ قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

এক আদেশে দু'টি মীমাংসা করা নিষেধ

٥٤٢٢. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَقْضِيَنَّ اَحَدٌ فِى قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضِى اَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪২২. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ বাক্‌রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যেন দুই মোকদ্দমার মীমাংসা, এক ফয়সালায় না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

مَايَقْطَعُ الْقَضَاءِ

মীমাংসায় যা পাওয়া যায়

٥٤٢٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিসে এসো মীমাংসার জন্য, আমিও তো একজন মানুষ। তোমাদের

মধ্যে হয়তো কেউ বর্ণনাভঙ্গিতে অন্য হতে পটু। আমি যা শুনি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করি। যদি আমি কাউকে তার ভাই-এর কোন অধিকার অন্যায়ভাবে দিয়ে দেই; তবে আমি যেন তাকে আগুনের এক অংশই দেই।

اَلاَلَدُّ الْخَصِمُ

অন্যায়ভাবে অত্যধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি

٥٤٢٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الاَلَدُّ الْخَصِمُ *

৫৪২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অন্যায়ভাবে ঝগড়া করে থাকে।

اَلْقَضَاءُ فِيْمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

প্রমাণহীন মোকদ্দমার মীমাংসা

٥٤٢٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضٰى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ *

৫৪২৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে একটি জন্তুর ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করলো, কিন্তু তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি তাদের মধ্যে তার ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য অর্ধাংশের মীমাংসা দিলেন।

عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِيْنِ

শপথ গ্রহণে হাকিমের নসীহত

٥٤٢٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ اِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمٰى فَزَعَمَتْ اَنَّ صَاحِبَتَهَا اَصَابَتْهَا وَاَنْكَرَتِ الاُخْرٰى فَكَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اُعْطُوْا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعٰى نَاسٌ اَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هٰذِهِ الاٰيَةَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ حَتّٰى خَتَمَ الْاٰيَةَ فَدَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِذٰلِكَ فَسَرَّهُ *

৫৪২৬. আলী ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফে দু'টি বালিকা জুতা সেলাই করতো। তাদের একজন এমন অবস্থায় বের হলো যে, তার হাত হতে রক্ত পড়ছিল। সে বললো ঃ আমার বান্ধবী আমাকে প্রহার করেছে। কিন্তু অন্য বালিকা তা অস্বীকার করলো। আমি এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ মীমাংসা করেছেন যে, বিবাদী শপথ করবে। কেননা, যদি সকলেই তাদের দাবী অনুযায়ী পেয়ে যেত, তাহলে লোক অন্যান্য লোকের সম্পদ ও জন্তুর দাবী করে বসতো। এ ব্যাপারে তার নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করুন ঃ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং শপথের বিনিময়ে ক্ষুদ্র পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশই থাকবে না .... তিনি পূর্ণ আয়াত শেষ করলেন। তখন আমি ঐ বালিকাকে ডেকে তার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলে, সে তার অপরাধ স্বীকার করলো। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি সন্তুষ্ট হন।

كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

হাকিম কিরূপে শপথ নিবেন ?

٥٤٢٧. اَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى نَعَامَةَ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ يَعْنِى مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَدْعُوْ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَاهَدَانَا لِدِيْنِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اَللّٰهُ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَاِنَّمَا اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ *

৫৪২৭. সাওয়ার ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌছলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের এখানে কিসে বসিয়েছে ? তারা বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্র স্মরণে এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়ত দান করেছেন, এবং আপনাকে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর যে ইহসান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সত্যই কি তোমরা এজন্য এখানে বসেছো ? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমরা এজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের থেকে শপথ নেইনি বরং এজন্য যে, জিব্রাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদের উপর গৌরব করছেন।

٥٤٢٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسٰى

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ
رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلاَّ
هُوَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي *

৫৪২৮. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন ঃ তুমি চুরি করছো ? তখন সে বললো ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি ঃ আমি চুরি করিনি, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ঈসা (আ) বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ

অধ্যায় ঃ আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করা

٥٤٢٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَسِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَسِيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ بِنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ بِنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِىْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيْكَ كُلَّ شَىْءٍ *

৫৪২৯. আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইব্ন শুআয়ব (র) - - - - মুআয ইব্ন আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একবার কিছু বৃষ্টিপাতের পর চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা আমাদের নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর তিনি এমন কিছু বললেন ঃ যার মর্ম হলো। পরে তিনি আমাদের সাথে নামায পড়ার জন্য বের হলেন। তিনি বললেন ঃ বল ! আমি বললাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাসি এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে। সকল বিপদাপদে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٥٤٣٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَاَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَااَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَااَقُوْلُ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَاتَعَوَّذَ النَّاسُ بِاَفْضَلَ مِنْهُمَا *

৫৪৩০. য়ূনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নির্জনে পেয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ বল। আমি বললাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ বল, কুল আউযু

বিরাব্বিল ফালাক। তিনি তা শেষ করলেন। এরপর বললেন ঃ বল, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। এই সূরা শেষ করে তিনি বললেন ঃ লোকেরা দু'টির চেয়ে উত্তম কোন আশ্রয় গ্রহণ করে না।

٥٤٣١ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ إِذْ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَاتَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ *

৫৪৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক জিহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী টানছিলাম, তিনি বললেন ঃ হে উকবা! বল! আমি আরয করলাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। তিনি সূরা শেষ করলেন। এরপর তিনি কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও তা পড়লাম এবং শেষ করলাম। পরে তিনি বললেন ঃ এই সূরাগুলো হতে উত্তম কোন আশ্রয় কেউ গ্রহণ করে না।

٥٤٣٢ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَسْلَمِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قُلْتُ وَمَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَوْلاَ يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ *

৫৪৩২. আহমদ ইব্‌ন উছমান (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ বল, আমি বললাম ঃ কি বলবো ? তিনি বললেন ঃ বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ কোন ব্যক্তি এই সূরাগুলোর ন্যায় অন্য কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না।

٥٤٣٣ـ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ *

৫৪৩৩. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - ইব্‌ন আবিস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ হে ইব্‌ন আবিস ! যা দ্বারা লোক আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এদের মধ্যে যা উত্তম, তা কি আমি তোমাকে বলবো না ? অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে খবর দেবো না ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন ঃ তা হলো– কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস– এ দু'টি সূরা।

٥٤٣٤. أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ بَغْلَةً شَهْبَاءَ فَرَكِبَهَا وَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعُقْبَةَ اقْرَأْ قَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اقْرَأْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَأَعَادَهَا عَلَىَّ حَتّٰى قَرَأْتُهَا فَعَرَفَ أَنِّى لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا قَالَ لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتَ يَعْنِى بِمِثْلِهَا *

৫৪৩৪. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তার উপর সওয়ার হলেন, আর উকবা (রা) তা টেনে নিয়ে চললেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উকবা (রা)-কে বললেন ঃ হে উকবা, পড়! তিনি বললেন ঃ কি পড়বো ? তিনি বললেন ঃ পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। তিনি তা আবারও বললেন, আমি তা পড়লাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমি এতে অত্যধিক খুশী হইনি। তিনি বললেন ঃ হয়তো তুমি এর মর্যাদা বুঝিতে পারনি। আমি এর মত সূরা আর পাইনি।

٥٤٣٥. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِىُّ قَالَ أَنْبَانَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمَا فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ *

৫৪৩৫. মূসা ইব্‌ন হিযাম তিরমিযী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সূরা নাস ও ফালাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এই দুটি সূরা দ্বারাই আমাদের ফজরের নামায পড়ান।

٥٤٣٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ *

৫৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই উপরোক্ত সূরাদ্বয় ফজরের সালাতে তিলাওয়াত করেন।

٥٤٣٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ الْحٰرِثِ وَهُوَ الْعَلَاءُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَاعُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِى قُلْ

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ *

৫৪৩৭. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন ঃ হে উক্‌বা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হয়নি। এরপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে উক্‌বা ! কেমন পেলে ?

٥٤٣٨. اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَقْبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ اِذْ قَالَ اَلاَ تَرْكَبُ يَاعُقْبَةُ فَاَجْلَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلاَ تَرْكَبُ يَاعُقْبَةُ فَاَشْفَقْتُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْصِيَةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوْرَتَيْنِ قَرَاَبِهِمَا النَّاسُ فَاَقْرَاَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَاَبِهِمَا ثُمَّ مَرَّبِىْ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتَ يَاعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اقْرَاْبِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ *

৫৪৩৮. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সওয়ারীর রশি এক ঘাঁটি হতে টেনে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ হে উক্‌বা! তুমি সওয়ার হবে না ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার সওয়ারীতে কিভাবে সওয়ার হতে পারি ? কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন ঃ হে উক্‌বা! তুমি কি সওয়ার হবে না ? তাঁর আদেশ অমান্যের গুনাহর ভয়ে তিনি অবতরণ করলে আমি সওয়ার হলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি নীচে নামলাম, আর তিনি সওয়ার হলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ মানুষ যা তিলাওয়াত করে, এমন দু'টি উত্তম সূরা আমি কি তোমাকে শিক্ষা দিব না ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুটি সূরা - কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন। এমন সময় নামাযের ইকামত বলা হলো এবং তিনি অগ্রসর হয়ে এ দু'টি সূরাই পড়লেন, পরে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ হে উক্‌বা ! কিরূপ মনে হলো ? তুমি প্রত্যেক শয়ন ও জাগরণে এ সূরা দু'টি পাঠ করবে।

٥٤٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ عَنِّىْ فَقُلْتُ

اَللّٰهُمَّ اَرْدُدْهُ عَلَىَّ فَقَالَ يَاعُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى اٰخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتّٰى اَتَيْتُ عَلٰى اٰخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ مَاسَاَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اُسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৩৯. কুতায়বা (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে উক্‌বা! বল। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি বলবো ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে বললেন ঃ হে উকবা ! বল। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি বলবো ? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ্ করুন, যেন তিনি আবার বলেন, বল। তিনি বললেন ঃ হে উক্‌বা! বল। আমি বললাম ঃ কি বলবো ? এবার তিনি বললেন ঃ বল, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বল। আমি বললাম ঃ কি বলবো? তিনি বললেন ঃ বল, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাসি। আমি তা পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ কোন প্রার্থনাকারী এর মত কোন কিছু দ্বারা প্রার্থনা করতে পারে না, এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মত অন্য কিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে না।

٥٤٤٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اَقْرِئْنِىْ سُوْرَةَ هُوْدٍ اَقْرِئْنِىْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَاَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *

৫৪৪০. কুতায়বা (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে দেখলাম, তিনি বাহনে আরোহণ করে আছেন। আমি তাঁর পায়ে আমার হাত রেখে বললাম ঃ আমাকে সূরা হুদ শিক্ষা দিন। আমাকে সূরা য়ূসুফ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় সূরা ফালাক হতে উত্তম কোন সূরা পড়বে না।

٥٤٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُنْزِلَ عَلَىَّ اٰيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ *

৫৪৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না, আর তা হলো সূরা ফালাক এবং সূরা নাস শেষ পর্যন্ত।

٥٤٤٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَدَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اِقْرَأْ يَاجَابِرُ قُلْتُ وَمَاذَا اَقْرَأُ بِأَبِي اَنْتَ وَاُمِّي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اقْرَأْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৪২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ হে জাবির ! পড়। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন ঃ তুমি পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস তখন আমি উভয় সূরা তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন ঃ আরও তিলাওয়াত কর, এর মত আর কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-কম্পিত হয়ে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাওয়া

٥٤٤٣. اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ وَنَفْسٍ لاَتَشْبَعُ *

৫৪৪৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি বস্তু হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করতেন ঃ অনুপকারী ইল্‌ম হতে, এমন অন্তর হতে, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত -কম্পিত হয় না, এমন দু'আ হতে যা কবূল হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

অন্তরের ফিত্‌না থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া

٥٤٤٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় কামনা করতেন কাপুরুষতা, কৃপণতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

কান ও চোখের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِلاَلُ بْنُ يَحْيٰى اَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ

فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ *

৫৪৪৫. হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - শাকাল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন এক আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ শিক্ষা দিন, আমি যা দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন ঃ তুমি বল, ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার কান, চক্ষু, জিহ্‌বা, অন্তর এবং বীর্যের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন ঃ আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সাঈদ (রা) বলেন ঃ হাদীসের 'মনি' শব্দের অর্থ- বীর্য।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُبْنِ

কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٦. أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِنَّ وَيَقُوْلُهُنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন এবং তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপণতা, কাপুরুষতা থেকে, আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি - নিকৃষ্ট জীবন থেকে, দুনিয়ার ফিত্‌না ও কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْبُخْلِ

কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ প্রকার আপদ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ কৃপণতা হতে, কাপুরুষতা হতে, বার্ধক্যের অপকারিতা হতে, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

٥٤٤٨. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهَا مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ *

৫৪৪৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এই বাক্যসমূহ শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আগুলো নামাযের পর পাঠ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি কাপুরুষতা, কার্পণ্য, বার্ধক্য, পার্থিব ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন ঃ আমি এই হাদীস মুসআব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে, তিনি এর সত্যায়ন করেন।

٥٤٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য এবং জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَمِّ

দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لاَيَدَعُهُنَّ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৫০. আলী ইব্‌ন মুনযির (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল, যা তিনি কোন সময় ছাড়তেন না। তিনি বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٥١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لاَ يَدَعُهُنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ

الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ ابْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ *

৫৪৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কয়েকটি দু'আ ছিল, যা তিনি কখনও ত্যাগ করতেন না। তা হলো ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, ভয়, অপরাগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণ এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٥٢. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

٥٤٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা সানআনী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ; নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা, চরম বার্ধক্য, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحُزْنِ

চিন্তা-ভাবনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٤. أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ شَيْخٌ ضَعِيْفٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِلزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيْثِ *

৫৪৫৪. আবূ হাতিম সিজিস্তানী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আর সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি দুশ্চিন্তা, চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ

জরিমানা এবং পাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ خَيْرَ اَهْلِ زَمَانِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكْثَرَ مَاتَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ *

৫৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় ঋণ এবং পাপ হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি প্রায়ই ঋণ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঋণী হয়, সে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে এবং ওয়াদা খেলাফ করে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

চোখ ও কানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٦. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِلَالُ بْنُ يَحْيٰى اَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ تَعَوُّذًا اَتَعَوَّذُ بِهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِىْ وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ قَالَ حَتّٰى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِىُّ مَاؤُهُ خَالَفَهُ وَكِيْعٌ فِىْ لَفْظِهِ *

৫৪৫৬. হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - শাকল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে এমন আশ্রয়ের দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমার হাত ধরে বললেন ঃ তুমি বল, আমি আমার কান, চোখ, জিহ্‌বা, অন্তর এবং বীর্যের অপকারিতা হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি। রাবী বলেন ঃ আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সা'দ (রা) বলেন ঃ হাদীসে বর্ণিত 'মনী' অর্থ-বীর্য।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

চোখের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ عَافِنِىْ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَلِسَانِىْ وَقَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى يَعْنِىْ ذَكَرَهُ *

৫৪৫৭. উবায়দ ইব্‌ন ওকী' (র) - - - - শাকল ইব্‌ন হুমায়দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি বল, হে আল্লাহ্ ! আমাকে কান, চোখ, জিহবা, অন্তর এবং পুরুষাঙ্গের অপকারিতা হতে রক্ষা করুন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْكَسَلِ

অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট কবর আযাব এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আমি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ

অপারগতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَا أُعَلِّمُكُمْ اِلَّا مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَعِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا *

৫৪৫৯. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয়

প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার আত্মাকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে মন্দ কার্য হতে পবিত্র করুন; কেননা, আপনি অতি উত্তম পবিত্রকারী এবং আপনিই এর মালিক। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঐ অন্তর হতে যা ভীত না হয়, আর ঐ প্রবৃত্তি থেকে, যা তৃপ্ত না হয়, আর এমন ইলম হতে, যা উপকার করে না এবং এমন দু'আ থেকে, যা কবূল হয় না।

٥٤٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য, কবর আযাব এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الذِّلَّةِ

অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ. خَالَفَهُ الْاَوْزَاعِيُّ *

৫৪৬১. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আস্‌রাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আরও আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই এ হতে।

٥٤٦٢. اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو هُوَ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَنْ تَظْلِمَ اَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬২. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, অপমান থেকে এবং কারোর উপর অত্যাচার করা হতে এবং কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

٥٤٦٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ *

৫৪৬৩. আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বল্পতা, অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আপনার পানাহ্ চাই।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ

অপ্রতুলতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الذِّلَّةِ وَاَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ *

৫৪৬৪. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ

অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٥. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَنْ تَظْلِمَ اَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬৫. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অন্যের উপর অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٤٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى الشَّحَّامَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَجَعَلْتُ اَدْعُوْ بِهِنَّ فَقَالَ يَابُنَىَّ اَنّٰى عُلِّمْتَ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَااَبَتِ سَمِعْتُكَ تَدْعُوْ بِهِنَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلَاةِ فَاَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ فَالْزَمْهُنَّ يَابُنَىَّ فَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهِنَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلَاةِ *

৫৪৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মুসলিম (র) বলেন, তাঁর পিতাকে প্রত্যেক নামাযের পর বলতে শুনতেন যে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব হতে। আমিও এ দ্বারা দু'আ করতে আরম্ভ করলাম। তখন আমার পিতা বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কোথা থেকে শিখলে ? আমি বললাম ঃ হে পিতা ! আমি আপনাকে এই দু'আ করতে শুনেছি প্রত্যেক নামাযের পর। আমি তা আপনার নিকটেই শিখেছি। তিনি বললেন ঃ বেটা, এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা, নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিত্‌না-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا مَايَدْعُوْا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَاَنْقِ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا اَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ *

৫৪৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি দোযখের ফিতনা, দোযখের আযাব, কবরের ফিত্‌না, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, অভাব-অনটন এবং স্বচ্ছলতার ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে এভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। আর আমাকে পাপ হতে এত দূরে রাখুন, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব রয়েছে। হে আল্লাহ্! আমি অলসতা, বার্ধক্য, পাপ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ

অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ *

৫৪৬৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি চারিটি বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঃ অনুপকারী ইলম হতে, ঐ অন্তর হতে, যাতে ভয় থাকে না, ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না, আর ঐ দু'আ হতে যা কবূল হয় না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوْعِ

ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ *

৫৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সঙ্গী। আর আমি আমানতে খিয়ানত করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা, তা অতি মন্দ কাজ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ

খিয়ানত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ *

৫৪৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যা অতি নিকৃষ্ট সাথী। আর আমি খিয়ানত করা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যা অতি মন্দ অভ্যাস।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ

শত্রুতা, নিফাক ও বদ-অভ্যাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَايُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَاتَشْبَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ *

৫৪৭১. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অনুপকারী ইলম হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, এমন অন্তর হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে না এবং যে দু'আ কবূল হয় না তা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর ঐ প্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি এই চারটি বস্তু হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ

قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ *

৫৪৭২. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি শত্রুতা, নিফাক এবং মন্দ স্বভাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

করয থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ *

৫৪৭৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই পাপ এবং করয হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি পাপ ও করয থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন? তখন তিনি বললেন ঃ কোন লোক যখন করযদার হয়, তখন সে কথা বললে-মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে খেলাফ করে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الدَّيْنِ

ঋণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيْبِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا اَبَا السَّمْحِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْهَيْثَمِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ *

৫৪৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি কুফর এবং ঋণ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি করয এবং কুফরকে একই রকম মনে করেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ।

٥٤٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট কুফর এবং ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ আপনি কি কুফর এবং ঋণকে একই রকম মনে করেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ

ঋণের প্রাধান্য থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٤٧٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৭৬. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য, শত্রুর প্রাধান্য এবং দুশমনের সন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ

ঋণের বোঝা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৭৭. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমিই দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-আলস্য, ভীরুতা, কৃপণতা এবং ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের আধিপত্য বিস্তার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى

সম্পদের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ

اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ *

৫৪৭৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি কবরের আযাব, দোযখের ফিতনা, কবরের ফিত্না, কবরের আযাব, মসীহ্ দাজ্জালের ফিত্না, সম্পদশালী হওয়ার ফিতনার অনিষ্টতা, অভাবগ্রস্ততার ফিতনার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপসমূহ হতে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আলস্য, বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

পৃথিবীর ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَرْوِيْهِنَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - মুস'আব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, আর তিনি তা নবী ﷺ হতে বর্ণনা করতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি কৃপণতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কাপুরুষতা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং পৃথিবীর ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤٨٠. اَخْبَرَنِىْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الاَوْدِىِّ قَالاَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُهُنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮০. হিলাল ইব্ন 'আলা (র) - - - - মুস'আব ইব্ন সা'দ এবং আমর ইব্ন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন; যেমন শিক্ষক মক্তবের ছেলেদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এ সকল দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য পর্যন্ত জীবিত থাকা, পার্থিব ফিত্না এবং কবরের আযাব থেকে।

٥٤٨١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮১. আহমদ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাপুরুষতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট জীবন, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٥٤٨٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِىُّ هُوَ اَبُوْ دَاوُدَ الْمُصَاحِفِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮২. সুলায়মান ইব্‌ন সালাম বালখী (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ প্রকার বস্তু হতে আশ্রয় চাইতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– কাপুরুষতা, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

٥٤٨٣. اَخْبَرَنِىْ هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ وَالْجُبْنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮৩. হিলাল ইব্‌ন আলা (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় চাইতেন কৃপণতা, কাপুরুষতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

٥٤٨٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ *

৫৪৮৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্রয় চাইতেন। হাদীসটি মুরসাল।

اَلاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ

পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَ

عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي يَعْنِي ذَكَرَهُ *

৫৪৮৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওকী' (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি বল, আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার জিহবা, আমার অন্তর এবং আমার বীর্য অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

কুফরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلاَنِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৮৬. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফর এবং অভাবগ্রস্ততা থেকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ এ দু'টি কি সমপর্যায়ের ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الضَّلاَلِ

পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ্, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– পদস্খলিত হওয়া থেকে, রাস্তা ভুলে যাওয়া থেকে, অত্যাচার করা হতে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, মূর্খতা হতে এবং আমার উপর কারো মূর্খের মত কাজ করা থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ

শত্রুর প্রাধান্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ

عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৮৮. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সকল শব্দে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঋণের প্রাবল্য, শত্রুদের প্রাধান্য এবং শত্রুর সন্তুষ্টি থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

বার্ধক্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٨٩. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حُيَىٌّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ *

৫৪৮৯. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসব শব্দ দ্বারা দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য ও শত্রুর সন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ

চরম বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هٰرُوْنَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৯০. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ---- উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ সকল দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, অকর্মণ্যতা এবং জীবন-মরণের ফিত্‌না থেকে।

٥٤٩١ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ *

৫৪৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - শুআয়ব (র) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আলস্য, চরম বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর কানা দাজ্জালের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ

মন্দ-ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَاثَةٌ فَذَكَرْتُ اَرْبَعَةً لِاَنِّيْ لَا اَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ *

৫৪৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুর্ভাগ্য, শত্রুদের সন্তুষ্টি ও মন্দ ভাগ্য এই তিনটি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সুফিয়ান (র) বলেন ঃ তা তিন বস্তুই, কিন্তু আমি চারিটি উল্লেখ করেছি। কেননা, আমি একটি স্মরণ রাখতে পারিনি, যার উল্লেখ এখানে নেই।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ

দুর্ভাগ্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ *

৫৪৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মন্দ আদেশ, শত্রুর আনন্দ, দুর্ভাগ্য এবং স্বল্প সম্পদ ও সন্তান অধিক হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُنُوْنِ

পাগলামী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ *

৫৪৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ এবং শ্বেতরোগ এবং অতি মন্দ রোগ হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ

জিনদের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٥. أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ *

৫৪৯৫. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - আবূ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিনের কুদৃষ্টি এবং মানুষের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরে যখন সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল হলো, তখন তিনি ঐ সূরাদ্বয় পড়া আরম্ভ করলেন এবং অন্যগুলো পরিত্যাগ করলেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ

গর্বের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٦. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৬. মূসা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সকল শব্দ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– আলস্য, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং গর্বের আপদ, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

অতি বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে ঐ পাঁচ বস্তু শিক্ষা দিতেন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন। তিনি ঐগুলো এভাবে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– কার্পণ্য হতে এবং আপনার নিকট

আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعُمُرِ

মন্দ জীবন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٨. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ يَعْنِى اَبَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بِجَمْعٍ اَلاَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৮. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) বলেন, একদা আমি উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ আদায় করি এবং তাকে লোকদেরকে বলতে শুনি ঃ জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে ও কাপুরুষতা হতে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ জীবন থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অন্তরের ফিত্‌না হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

লাভের পর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٩٩. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ *

৫৪৯৯. আয্‌হার ইব্‌ন জামিল (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, মজলুমের বদ-দু'আ এবং সম্পদ ও পরিবারের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে।

٥٥٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ *

৫৫০০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

যখন সফর করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, নির্যাতিতের বদ-দু'আ এবং সম্পদ, বাসস্থান ও সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ-দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠١. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ *

৫৫০১. য়ূসুফ ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, অত্যাচারিতের বদ-দু'আ এবং কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَابَةِ الْمُنْقَلَبِ

প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِاِصْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةُ بِاِصْبَعِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ *

৫৫০২. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর করতেন এবং স্বীয় বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা শো'বা (রা) অঙ্গুলী ইশারা করে বলতেন (লম্বা করলেন) ঃ হে আল্লাহ্ ! আপনি সফরের সাথী এবং ঘর ও সম্পদে আপনিই আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ্! আমি সফরের কষ্ট এবং প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوْءِ

মন্দ পড়শী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ *

৫৫০৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বাসস্থানের নিকটস্থ মন্দ পড়শী থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা, জঙ্গলের প্রতিবেশী তো তোমার নিকট হতে প্রস্থান করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

লোকের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِىْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِىْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِىْ فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِىْ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৫০৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তাল্‌হা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের ছোট ছেলেদের মধ্য হতে এক ছেলেকে আমার খিদমতের জন্য ঠিক কর। এরপর আবূ তালহা (রা) আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে বের হলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করতাম, যখনই তিনি কোন স্থানে অবতরণ করতেন, আমি প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম ঃ হে আল্লাহ্! আমি চরম বার্ধক্য, চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং লোকের আধিপত্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَقَالَ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِكُمْ *

৫৫০৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিত্‌না হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের কবরে ফিত্‌না বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

দোযখের আযাব ও দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى

ابْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِىْ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫০৬. আহমদ ইব্‌ন হাফস (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি দোযখের আযাব হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি কবরের আযাব হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করি এবং আমি দাজ্জালের ফিত্‌না হতেও আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি এবং জীবন-মরণের ফিত্‌নার অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٠٧. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরুস্ত (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব হতে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মরণের ফিত্‌না হতে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْاِنْسِ

মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِىْ عُمَرَ عُبَيْدِ بْنِ خَشْخَاشٍ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قُلْتُ أَوَ لِلْاِنْسِ شَيَاطِيْنُ قَالَ نَعَمْ *

৫৫০৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলে তিনি বললেন ঃ হে আবূ যর (রা)! তুমি জ্বিন শয়তান এবং মানুষের শয়তানদের থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আমি বললাম ঃ মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

জীবিতকালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٠٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ; তোমরা আল্লাহ্র নিকট জীবিতকাল ও মরণকালের ফিত্না হতেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ; আর তোমরা দাজ্জালের ফিত্না থেকেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٥١٠. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُولُ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১০. আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন ঃ তোমরা কবরের আযাব, দোযখের আযাব থেকে এবং জীবন-মরণের ফিত্না থেকে এবং কানা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٥١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে আমার অনুসরণ করলো, সে আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্রই অবাধ্য হলো আর তিনি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন কবরের আযাব হতে, দোযখের আযাব হতে, আর জীবিত এবং মৃতদের ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিত্না থেকে।

٥٥١٢. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১২. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা

কবরের আযাব, দোযখের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা– এই পাঁচ বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এসকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ বল, হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٤١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহ্‌র আযাব হতে, আর আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিত্‌না হতে আর কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٥. اَقَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৫. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন এবং দু'আয় তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে, এবং

আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিত্‌না হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মরণের ফিত্‌না থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمُقْرِئُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانٍ *

.৫৫১৬. আবূ আসিম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিত্‌না, দাজ্জালের ফিত্‌না এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কবরের আযাব থেকে, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোযখের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥١٩. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

৫৫১৯. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোযখের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ

দোযখের আগুনের উত্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা

٥٥٢٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ عَنْ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ اِسْرَافِيْلَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৫২০. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! জিব্‌রাঈল ও মীকাঈলের রব এবং ইস্‌রাফীলের রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে।

٥٥٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِّيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৫৫২১. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম ﷺ-কে তাঁর সালাতে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের ফিত্‌না, দাজ্জালের ফিত্‌না, জীবন-মৃত্যুর ফিত্‌না এবং দোযখের উত্তাপ, আগুনের উত্তাপ থেকে।

٥٥٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اَسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ *

৫৫২২. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌ত চায়, তখন বেহেশত বলে ঃ হে আল্লাহ্‌ ! আপনি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, আর যে ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে পরিত্রাণ চায়, দোযখ বলে ঃ হে আল্লাহ্‌ ! আপনি তাকে দোযখ হতে পরিত্রাণ দান করুন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيْهِ

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ سَيِّدَ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ وَاَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ مُوْقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَالَفَهُ الْوَلِيْدُبْنُ ثَعْلَبَةَ *

৫৫২৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার এই যে, বান্দা এরূপ বলবে ঃ হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার রব! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে আমি আমার গুনাহের স্বীকার করছি। আর আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউই গুনাহ্ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ ভোর বেলায় পড়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এবং যদি মৃত্যুবরণ করে ; তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় পড়ে, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى هِلَالٍ

আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٤. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ اَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ مَا كَانَ اَكْثَرَ مَايَدْعُوْبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَتْ كَانَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُوْبِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৪. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবদা ইব্‌ন আবূ লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন য়াসাফ তাঁর

নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে কোন দু'আ বেশী পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি প্রায়ইএই দু'আ পড়তেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আমার আমলের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি করেছি এবং যা এখনও করিনি।

٥٥٢٥. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ يَسَافٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَاكَانَ أَكْثَرَ مَاكَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ *

৫৫২৫. ইমরান ইব্ন বাক্কার (র) - - - - ইব্ন য়াসাফ (রা) বলেন, আয়েশা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী ﷺ কি দু'আ করতেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি প্রায়ই দু'আয় বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার এবং যা এখনো করিনি, তার অনিষ্ট থেকে।

٥٥٢٦. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৬. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন দু'আ করতেন। তিনি বললেন ঃ তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

٥٥٢٧. أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৭. হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করছি তার অনিষ্ট এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে।

الاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَالَمْ يَعْمَلْ

যে আমল করা হয়নি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্‌ন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি যা আমল করেছি তার অপকারিতা এবং যা আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٢٩. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِيْنِيْ بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْبِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ *

৫৫২৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ফারওয়া ইব্‌ন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমাকে ঐ দু'আ সম্বন্ধে সংবাদ দিন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি যা করেছি, তার অপকারিতা হতে এবং আমি যা করিনি, তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخَسْفِ

মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ قَالَ عُبَادَةُ فَلَا اَدْرِيْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَوْلُ جُبَيْرٍ *

৫৫৩০. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার মর্যাদার ওসীলায় আমার নীচের দিকে ধসে যাওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জুবায়র (রা) বলেন ঃ এই হাদীসে মাটিতে ধসে যাওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। উবাদা (রা) বলেন ঃ আমি জানি না, তা নবী ﷺ -এর কথা, না জুবায়র (রা)-এর কথা।

٥٥٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهِ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ يَعْنِيْ بِذٰلِكَ الْخَسْفَ *

৫৫৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খলীল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! এরপর উক্ত দু'আর উল্লেখ করলেন। এর শেষে দিকে বললেন ঃ আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرَدِّىْ وَالْهَدْمِ

উঁচু স্থান হতে পড়া এবং ঘর চাপা পড়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَيْفِىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيْقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا ‎*

৫৫৩৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবুল য়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে পড়ে যাওয়া হতে, ঘর চাপা পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া এবং আগুনে দগ্ধিভূত হওয়া থেকে। আর আমি মৃত্যুকালে শয়তানের ছোঁ মারা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সাপ বিচ্ছুর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

٥٥٣٤. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَدِّىْ وَالْهَدْمِ وَالْغَمِّ وَالْحَرِيْقِ وَالْغَرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا ‎*

৫৫৩৪. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবুল য়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করার সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি চরম বার্ধক্য, উপর থেকে পড়া হতে, ঘর চাপা পড়া এবং দুশ্চিন্তা হতে, দগ্ধ হওয়া এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা থেকে আর মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার আশ্রয় চাচ্ছি আপনার রাস্তায় জিহাদকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক শহীদ হওয়া থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সর্প দংশনে মৃত্যু থেকে।

٥٥٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَيْفِىٌّ مَوْلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ السَّلَمِىِّ هٰكَذَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيْقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا ‎*

৫৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবুল আসওয়াদ সালামী (রা)ও ঐ রূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। ঘর চাপা পড়া হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি উপর হতে পড়ে যাওয়া থেকে আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অগ্নিদগ্ধ এবং পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে

আর মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করা হতে, আর আমি আপনার রাস্তায় পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মৃত্যুবরণ করা হতে, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি সর্প দর্শনে মৃত্যুবরণ করা হতে।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللّٰهِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি দ্বারা তাঁর অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাওয়া

٥٥٣٦. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى فِرَاشِىْ فَلَمْ اُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيَدِىْ عَلٰى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ *

৫৫৩৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার বিছানায় তালাশ করে না পেয়ে আমি বিছানার মাথায় হাত দিলাম, তখন আমার হাত তাঁর পায়ে লাগলো। এ সময় তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার ক্ষমা দ্বারা আপনার আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আপনার সন্তুষ্টি দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি আপনার নিকট আপনার একান্ত আশ্রয় কামনা করছি। সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٥٣٧. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِى اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ يُقَالُ لَهُ الْحِرَازِىُّ شَامِىٌّ عَزِيْزُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَاَلْتَنِى عَنْ شَىْءٍ مَاسَاَلَنِى عَنْهُ اَحَدٌ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى وَعَافِنِى وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৫৩৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আসিম ইব্‌ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের নামায কি দিয়ে আরম্ভ করতেন ? তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছ, যে সম্পর্কে আমাকে কেউই জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার সুবহানাল্লাহ্ বলতেন, দশবার ইস্তিগফার করতেন। পরে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিয্‌ক দান করুন, আমাকে সুস্থ রাখুন, আর তিনি কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় চাইতেন।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ

যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٥٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيْدُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بَلْ سَمِعَهُ مِنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ٭

৫৫৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অনুপকারী ইলম হতে, নির্ভয় অন্তর ও অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٥٣٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ يَحْيٰى قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْمَعُ ٭

৫৫৩৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অনুপকারী ইল্‌ম, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং ঐ দু'আ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা শ্রবণ করা হবে না।

اَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لاَيُسْتَجَابُ

যে দু'আ কবূল হয় না, তা থেকে পানাহ্ চাওয়া

٥٥٤٠. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ كَانَ اِذَا قِيْلَ لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِّثْنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَاُحَدِّثُكُمْ اِلاَّ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَيَاْمُرُنَا اَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَتُسْتَجَابُ ٭

৫৫৪০. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস্ (রা) বলেন, যখন যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে বলা হতো আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি

বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট যা বর্ণনা করেছেন, আমি তোমাদের নিকট তাই বর্ণনা করবো। তিনি আমাদেরকে বলতে আদেশ করেছেন, আমরা যেন বলি ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্! আমার প্রবৃত্তিকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে পবিত্র করুন। আপনি তো উত্তম পবিত্রকারী, আপনিই এর সর্বময় অধিপতি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতৃপ্ত প্রবৃত্তি, নির্ভয় অন্তর, অনুপকারী ইলম এবং ঐ দু'আ থেকে যা কবূল হয় না।

٥٥٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫৫৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন নিজ ঘর হতে বের হতেন তখন বলতেন ঃ আমি আল্লাহ্র নাম নিয়্যত করে বের হচ্ছি। হে আমার রব আমি পদস্খলিত হওয়া থেকে, পথভ্রষ্টতা হতে, কারো উপর নির্যাতন করা এবং কারো দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমি মূর্খতা থেকে এবং আমার উপর অন্যের মূর্খতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানীয়

بَابُ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ *

٥٥٤٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ السُّنِّىُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِى بَيْتِهِ قَالَ اَنْبَاَنَا الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اِبْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِى فِى الْبَقَرَةِ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِى فِى النِّسَاءِ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى فَكَانَ مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقَامَ الصَّلاَةَ نَادٰى لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْمَائِدَةِ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا *

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারণ তীর এ সমস্তই অপবিত্র নাপাক বস্তু এবং শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ? (সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১)

৫৫৪২. আবূ বকর ইব্ন আহমদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা) দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট আদেশ দান করুন। তখন সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলো। এরপর উমর (রা)-কে ডেকে তাঁকে ঐ আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! মদ্য পানের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কার আদেশ দান করুন। তখন মদ পানের ব্যাপারে সূরা নিসা-এর আয়াত নাযিল হলো ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটেও যাবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী নামাযের সময় বলতো ঃ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। এরপর উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি পুনরায় দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! মদ্য পানের ব্যাপারে আমাদের জন্য পরিষ্কার হুকুম নাযিল করুন। যখন সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা)-কে ডেকে তা শুনানো হলো। যখন তিলাওয়াতকারী ঐ আয়াতের فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন উমর (রা) বলে উঠলেন ঃ আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।

بَابُ ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِيْ أُهْرِيْقَ بِتَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

মদ হারাম হওয়ার পর যে শরাব ফেলে দেয়া হলো, তার বর্ণনা

٥٥٤٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىْ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَىِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُوْمَتِىْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيْهِمْ مِنْ فَضِيْخٍ لَهُمْ فَقَالُوْا اكْفَأْهَا فَكَفَأْتُهَا فَقُلْتُ لأَنَسٍ مَاهُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ *

৫৫৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - সুলায়মান তায়মী (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার ছোটকালে আমি আমার চাচাদের সাথে গোত্রের মধ্যে দাঁড়ান ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ মদ হারাম হয়ে গেছে। আমি তখন তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ফযীখ নামক শরাব পান করাচ্ছিলাম। তারা বললেন ঃ এই পাত্র উলটে দাও, তখন আমি ঐ পাত্রগুলো উলটে দিলাম। এসময় আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা কি বস্তুর শরাব ছিল? তিনি বললেন ঃ তা শুকনো এবং তাজা খেজুরের ছিল। আবূ বকর ইব্ন আনাস (র) বললেন ঃ লোক তখন এ শরাব পান করতো। আনাস (রা) তা শুনে অস্বীকার করেন নি।

٥٥٤٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى

عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَكَفَأْنَا قَالَ وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ *

৫৫৪৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তাল্‌হা উবায় ইব্ন কা'ব এবং আবূ দুজানা আনসারদের এক দলকে শরাব পান করাতাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে; মদ হারাম করা হয়েছে। এ খবর শুনে আমরা শরাবের পাত্র উল্টিয়ে দিলাম। তিনি বলেন ঃ তখনকার দিনের শরাব ছিল শুক্‌নো ও কাঁচা খেজুর মিশানো ফযীখ নামক শরাব।

٥٥٤٥. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *

৫৫৪৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, মদ যখন হারাম হওয়ার সময় হলো, তখন হারাম হলো। আর তাদের শরাব ছিল শুক্‌নো ও কাঁচা খেজুর মিশ্রিত।

اِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত শরাব

٥٥٤٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ *

৫৫৪৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ কাঁচা ও শুক্‌নো খেজুরের শরাবকে খমর বলা হয়।

٥٥٤٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْأَعْمَشُ *

৫৫৪৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা ও শুকনো খেজুরের মিশ্রিত শরাব হলো মদ।

٥٥٤٨. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ.

৫৫৪৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আঙ্গুর এবং খেজুর মিশ্রিত বস্তুও শরাব বা মদ।

نَهْىُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيْذِ الْخَلِيْطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ

খালীত[1] পান নিষিদ্ধ

٥٥٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৪৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুর এবং আঙ্গুর হতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ خَلِيْطُ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ

পাকা ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ

٥٥٥٠. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَاَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ *

৫৫৫০. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত এবং নকীরে নবীয তৈরি করতে এবং পাকা ও কাঁচা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَزَادَ مَرَّةً اُخْرَى وَالنَّقِيْرِ وَاَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيْبِ وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ *

৫৫৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মুযাফ্‌ফাত নামক পাত্র এবং কাঠের পাত্র হতেও নিষেধ করেছেন, আর তিনি খেজুরকে আঙ্গুরের সাথে এবং কাঁচা খেজুরকে আঙ্গুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٢. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৫২. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর এবং আঙ্গুর ও খেজুর মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

---

১. ভেঁজা ও শুকনো খেজুর আঙ্গুর মিশ্রিত মদকে 'খালীত' বলা হয়।

خَلِيْطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

ভেঁজা ও কাঁচা খেজুর মিশানো নিষেধ

٥٥٥٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَجْمَعُوْا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلاَ بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ ٭

৫৫৫৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ খেজুর এবং আঙ্গুর একত্রে মিশাবে না এবং কাঁচা ও ভেঁজা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

٥٥٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلاَتَنْبِذُوا الزَّبِيْبَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا ٭

৫৫৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে বানাবে না এবং আঙ্গুর এবং খেজুর একত্রে মিশাবে না।

خَلِيْطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

কাঁচা ও শুকনো খেজুর সম্পর্কে

٥٥٥٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَاَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ ٭

৫৫৫৫. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর এবং আঙ্গুর মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শুকনো ও ভেঁজা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

শুকনো ও কাঁচা খেজুর

٥٥٥٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ ٭

৫৫৫৬. ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুর এবং শুক্‌নো ও ভেঁজা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ وَلاَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ *

৫৫৫৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আঙ্গুর এবং খেজুর মিশাবে না এবং শুক্‌নো ও ভেঁজা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করবে না।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশানো

٥٥٥٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا *

৫৫৫৮. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঙ্গুর ও খেজুর মিশিয়ে ভেঁজা এবং কাঁচা ও শুকনো পাকা খেজুর মিশ্রিত করে একত্রে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٥٩. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا *

৫৫৫৯. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, হানতাম[১] মুযাফ্‌ফাত[২] নকীর[৩] নামক পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি হাজারান নামক এলাকাবাসীদেরকে লিখেন যে, তোমরা আঙ্গুর এবং খেজুর এক সাথে মিশ্রিত করবে না।

٥٥٦٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ *

৫৫৬০. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেঁজান ও হারাম এবং শুকনো খেজুর সাথে মিশ্রিত করাও হারাম।

---

১. হান্‌তাম হলো - মাটির তৈরী পাত্র।

২. মুযাফ্‌ফাত হলো - তৈলাক্ত পাত্র।

৩. নকীর হলো - কাঠের তৈরী পাত্র।

خَلِيْطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ

কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর মিশানো সম্পর্কে

٥٥٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ *

৫৫৬১. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুর মিশাতে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

٥٥٦٢. اَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَاوَرْدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ اَنْ يُنْبَذَا جَمِيْعًا *

৫৫৬২. কুরায়শ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর ও আঙ্গুর মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيْطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيْبِ

ভেঁজা খেজুর ও আঙ্গুর মিশ্রিত করা

٥٥٦٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوْا الرُّطَبَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا *

৫৫৬৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাঁচা খেজুর ও ভেঁজা খেজুর মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ভেঁজা খেজুর ও আঙ্গুর এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيْبِ

কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর মিশ্রিত করা

٥٥٦٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهَى اَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا وَنَهَى اَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا *

৫৫৬৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঙ্গুর ও কাঁচা খেজুর এক সাথে মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা খেজুর ও ভেঁজা খেজুরও এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِيْ مِنْ اَجْلِهَا نَهَى عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْوِيْ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

মিশ্রিত করার নিষেধের কারণ

٥٥٦٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ وِقَاءِ بْنِ اِيَاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيْذًا يَبْغِيْ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَاَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَنَهَانِيْ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ اَنْ يَكُوْنَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ ◈

৫৫৬৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র)- - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই বস্তু মিশিয়ে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন– যেন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য লাভ করে। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফযীখ নামক বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা থেকে নিষেধ করেন। আর তিনি ঐ খেজুর পছন্দ করতেন না, যা এক দিক থেকে পাকতে শুরু করেছে। কেননা তাতে দুই বস্তু হওয়ার ভয় রয়েছে। সেজন্য আমরা তার যে দিক থেকে পাকা শুরু হয়েছে তা কেটে ফেলতাম।

٥٥٦٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ قَالَ شَهِدْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ ◈

৫৫৬৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আবূ ইদরীস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট এক দিকে অর্ধ পাকা খেজুর উপস্থিত করা হলে তিনি তা কেটে ফেলছেন।

٥٥٦٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ اَنَسٌ يَاْمُرُ بِالتَّذْنُوْبِ فَيُقْرَضُ ◈

৫৫৬৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) ঐ খেজুরকে এক দিক থেকে কেটে ফেলার আদেশ দিতেন, যার এক দিক পাকা।

٥٥٦٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ لَايَدَعُ شَيْئًا قَدْ اَرْطَبَ اِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيْخِهِ ◈

৫৫৬৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজের কাঁচা খেজুর হতে ঐ অংশটুকু কেটে ফেলতেন, যেটুকু পেকে গেছে।

اَلتَّرَخُّصُ فِيْ اِنْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِيْ فَضِيْخِهِ

শুধু কাঁচা খেজুরের অনুমতি, নেশা না হলে

٥٥٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَنْبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلاَ الْبُسْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَتِهِ *

৫৫৬৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা এবং ভেঁজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে ভেঁজাবে না, আর আঙ্গুর এবং কাঁচা খেজুরও একত্রে ভেঁজাবে না, বরং এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ভেঁজাবে।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِنْتِبَاذِ فِى الْاَسْقِيَةِ الَّتِىْ يُلاَثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا

মুখ বন্ধ পাত্র

٥٥٧٠. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَخَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ لِتَنْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ فِى الْاَسْقِيَةِ الَّتِىْ يُلاَثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا *

৫৫৭০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন, এবং অর্ধ পাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এদের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ঐ পাত্রে ভেঁজাবে যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে।

اَلتَّرَخُّصُ فِىْ اِنْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

শুধু খেজুর ভেঁজানোর অনুমতি

٥٥٧١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٌ بِتَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا اَوْ بُسْرًا فَرْدًا اَوْ زَبِيْبًا فَرْدًا *

৫৫৭১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে অথবা আঙ্গুরকে শুকনো খেজুরের সাথে কিংবা আঙ্গুরকে কাঁচা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তা পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে। খেজুরকে পৃথক, অর্ধ পাকা খেজুরকে পৃথক এবং আঙ্গুরকে পৃথক।

٥٥٧٢. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ *

৫৫৭২. আহমদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ অর্ধ পাকা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে, অথবা আঙ্গুরকে শুকনো খেজুরের সাথে বা আঙ্গুরকে অর্ধ পাকা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে।

إِنْتِبَاذُ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ

শুধু আঙ্গুর ভেঁজানো

٥٥٧٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ أَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ *

৫৫৭৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর এবং অর্ধ পাকা খেজুর ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভেঁজাবে।

اَلرُّخْصَةُ فِيْ إِنْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেঁজানো

٥٥٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *

৫৫৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুরকে একত্রে ভেঁজানো নিষেধ করেছেন এবং শুকনো ও অর্ধপাকা খেজুরকে একত্রে ভেঁজাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আঙ্গুরকে পৃথক এবং খেজুরকে পৃথক ভেঁজাবে এবং অর্ধপাকা খেজুরকে পৃথক ভেঁজাবে।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا - এ আয়াতের তাফসীর

٥٥٧٥. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ كَثِيْرٍ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَقَالَ سُوَيْدٌ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ *

৫৫৭৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এদু'টি থেকেই মদ প্রস্তুত হয়। সুওয়ায়দ (রা) বলেন ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুর ও আঙ্গুরের গাছ।

٥٥٧٦. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ *

৫৫৭৬. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খেজুর ও আঙ্গুর এ দু'টি গাছ থেকেই, অর্থাৎ এর ফল থেকেই মদ তৈরী হয়।

٥٥٧٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ السَّكَرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌রাহীম এবং শা'বী (র) বলেন ঃ এখানে আয়াতে বর্ণিত, سَكَرٌ অর্থ - মদ।

٥٥٧٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এখানে سَكَرٌ অর্থ - মদ।

٥٥٧٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এখানে سَكَرً অর্থ - মদ।

٥٥٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ *

৫৫৮০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আয়াতে, উল্লেখিত 'সাকার' হলো হারাম এবং রিয্‌কে হালাল বা 'উত্তম রিযক্‌' হলো- হালাল।

ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِيْ كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِيْنَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا

মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হতো তার বর্ণনা

٥٥٨١. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ *

৫৫৮১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিম্বরে খুৎবা দিতে শুনি। তিনি বলেন ঃ হে লোকসকল! যে দিন মদ হারাম করা হয়েছিল, তখন পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হতো ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর তাই মদ, যা দ্বারা জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

٥٥٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ زَكَرِيَّا وَأَبِيْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ *

৫৫৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার পর বলেন ঃ জেনে রাখ ! যখন মদ হারাম হয় তখন তা খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙ্গুর এ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরী হতো।

٥٥٨٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ *

৫৫৮৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদ পাঁচ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হয়, খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙ্গুর।

بَابُ تَحْرِيمُ الْاَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الْاَثْمَارِ وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلٰى اِخْتِلَافِ اَجْنَاسِهَا لِشَارِبِيْهَا

ফল এবং খাদ্য থেকে তৈরী মদ- হারাম

٥٥٨٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَنَا يَنْبِذُوْنَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَاِذَا اَصْبَحْنَا شَرِبْنَا قَالَ اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَيْكَ اَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَاُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَيْكَ اَنَّ اَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ وَاِنَّ اَهْلَ فَدَكَ يَنْتَبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتّٰى عَدَّ اَشْرِبَةً اَرْبَعَةً اَحَدُهَا الْعَسَلُ *

৫৫৮৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ সন্ধ্যায় লোক আমাদের জন্য মদ তৈরী করে, পরে আমরা তা ভোরে পান করি। আব্দুল্লাহ (রা) বললেন ঃ আমি তোমাকে মাদকতাপূর্ণ দ্রব্য থেকে নিষেধ করছি, তা অল্প হোক বা অধিক। আর আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিয়ে নিষেধ করছি - মাদকতাপূর্ণ দ্রব্য থেকে; তা কম হোক বা বেশী। খায়বারবাসীরা অমুক অমুক বস্তু হতে মদ তৈরী করতো এবং তার এটা ওটা নাম রাখতো, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মদ, আর ফাদাকবাসীরা অমুক অমুক বস্তুর শরাব তৈরী করে তার এই নাম রাখে, অথচ তাও মদ। এভাবে তিনি চার প্রকার শরাবের কথা বললেন, এর মধ্যে একটা ছিল মধুর শরাব।

اِثْبَاتُ اِسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْاَشْرِبَةِ

প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই মদ

٥٥٨٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

٥٥٨٦. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ اَحْمَدُ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ *

৫৫৮৬. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

٥٥٨٧. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরস্ত (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশা দ্রব্যই মদ।

٥٥٨٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৮. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম, আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

٥٥٨٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

تَحْرِيمُ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

প্রত্যেক মাদকদ্রব্য শরাব এবং হারাম

٥٥٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯২. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, মুযাফ্ফাত, নকীর ও হানতাম নামক পাত্রে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٥٩٣. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيْرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৩. আবূ দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দুব্বায়, মুযাফফাতে, নকীরে নবীয প্রস্তুত করবে না এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৫৫৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক পানীয়, যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

٥٥٩٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ *

৫৫৯৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মধুর তৈরী শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নেশাযুক্ত পানীয়ই হারাম।

٥٥٩٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ *

৫৫৯৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ঐ পানীয় যাতে মাদকতা রয়েছে তা হারাম। আর মধুর শরাবকে বিত্‌উ বলা হয়।

٥٥٩٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ *

৫৫৯৭. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ যে বস্তুই মাদকতা আনে তা হারাম। আর বিত্‌উ হলো মধুর তৈরী শরাব।

٥٥٩٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯৮. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٥٩٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا فَمَا أَشْرَبُ قَالَ اشْرَبْ وَلَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا *

৫৫৯৯. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ বুরদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন ; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং মু'আয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান। মুআয (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে এমন এক দেশে পাঠাচ্ছেন, যেখানে অধিকাংশ লোক শরাব পান করে থাকে। আমরা কি পান করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমরা পানীয় পান করবে, কিন্তু ঐ পানীয় যাতে মাদকতা থাকে, তা পান করবে না।

٥٦٠٠. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حُرَيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْأَيَامِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা বাল্খী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٠١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا فَتَبْرُزُ لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَا نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ *

৫৬০১. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ ইব্‌ন শায়বান সাদূসী (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আতা (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমরা সফরে গমন করে বাজারে শরাব বিক্রি হতে দেখি; কিন্তু ঐ শরাব কোন্ পাত্রে বানানো হয়েছে, তা জানা যায় না। আতা (র) বললেন ঃ যে শরাব মাদকতা আনে, তা হারাম। ঐ ব্যক্তি কিছুদূর গমন করলে, আতা (র) আবার বললেন ঃ আমি তোমাকে যা বলেছি, তা-ই ঠিক।

٥٦٠٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هٰرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০২. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন, যে বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

٥٦٠٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্‌ন তুফায়ল জাযরী (র) বলেন ঃ উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) আমাদের নিকট ফরমান পাঠান যে, তোমরা 'তালা' শরাব পান করবে না, যতক্ষণ না তার দুই তৃতীয়াংশ চলে না যায় এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٦٠٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - সা'ক ইব্‌ন হায্‌ন (র) বলেন ঃ উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) আদী ইব্‌ন আরতাত (র)-কে লিখলেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٠٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

تَفْسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

মিয্‌র ও বিত'য়ে-র ব্যাখ্যা[১]

٥٦٠٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الأَجْلَحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ قَالَ وَمَاهِيَ قُلْتُ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَتَشْرَبْ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬০৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে বিভিন্ন ধরনের শরাব পাওয়া যায়, অতএব আমি কোন্ প্রকার শরাব পান করবো এবং কোন প্রকার বর্জন করবো ? তিনি বললেন ঃ সেখানে

১. বিতয়ে হলো মধু থেকে তৈরী শরাব, আর গম, যব ইত্যাদি থেকে তৈরী নাবীযকে বলা হয় মিয্‌র।

কোন্ প্রকার শরাব পাওয়া যায় ? আমি বললাম ঃ বিতয়ে এবং মিয্র নামক শরাব। তিনি বললেন ঃ ইহা কি দিয়ে তৈরী হয় ? আমি বললাম ঃ বিত্য়ে মধু দ্বারা তৈরী হয় এবং মিয্র ভুট্টার দ্বারা তৈরী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে শরাবে মাদকতা রয়েছে তা পান করবে না। কেননা, আমি প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ শরাবকে হারাম করেছি।

٥٦٠٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৭. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - - আবূ বুরদা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে মিয্র এবং বিত্য়ে নামক শরাব পাওয়া যায়। তিনি বললেন ঃ বিতয়ে ও মিয্র কী বস্তু? আমি বললাম ঃ বিতয়ে এক প্রকার পানীয় যা মধু দ্বারা তৈরী করা হয় ; আর মিয্র যব দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

٥٦٠٨. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ قَالَ وَمَا الْمِزْرُ قَالَ حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ فَقَالَ تُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৭. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবায় মদের আয়াত পাঠ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মিয্র-এর কী বিধান ? তিনি বললেন ঃ মিয্র কী ? সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এক প্রকার শরাব, যা ইয়ামানে তৈরী হয়। তিনি বললেন ঃ তাতে মাদকতা আছে কি ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

٥٦٠٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ *

৫৬০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবুল জুওয়াইরিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কাউকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, কেউ তাঁকে বললো ঃ আমাকে বাযাক সম্বন্ধে কিছু বলুন, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় বাযাক ছিল না। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

যা অধিক পানে মাদকতা আসে, তা হারাম

٥٦١٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ *

৫৬১০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে পানীয় বস্তুর অধিক পানে মাদকতা আসে, তার অল্পও হারাম।

٥٦١١. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ *

৫৬১১. হুমায়দ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) - - - - সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করছি, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ *

৫৬১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করেছেন, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦١٣. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ أَخْبَرَنِي خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ أَدْنِهِ فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرَ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ *

৫৬১৩. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখতেন। আমি তাঁর ইফ্‌তারের সময় নবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, যা আমি তাঁর জন্য কদুর খোলে তৈরী করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ নিকটে আনো। আমি যখন তা নিকটে নিলাম, তখন

তাতে জোশ আসছিল। এরপর তিনি বললেন ঃ দেওয়ালে ঢেলে দাও। কেননা, এ শরাব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

আবূ আব্দুর রহমান বলেন ঃ এতে মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে ; অল্প হোক বা বেশী হোক, ইহা সঠিক নয়, যা ঐ সকল লোক বলে। যারা নিজেদের ধোঁকা দিয়ে থাকে, তারা বলে ঃ শরাবের সর্বশেষ চুমুকটি হারাম, আগে যা পান করেছে, তা হারাম নয়। জ্ঞানীজনের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, নেশা শুধু শেষ চুমুকে আসে না, বরং যা প্রথম বা দ্বিতীয় চুমুকেও আসে। পান করে নিশাতে উহাদেরও দখল রয়েছে।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يَتَّخِذُ مِنَ الشَّعِيْرِ

যবের তৈরী শরাব পান করা নিষেধ

٥٦١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلِىٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْجِعَةِ *

৫৬১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার বালা ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে, আর লাল যিনপোশে সওয়ার হতে এবং যবের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦١٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ اَنْهَنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬১৫. কুতায়বা (র) - - - - সা'সা' (র) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দুব্বা এবং হান্‌তাম থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ مَا كَانَ يَنْبُذُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ

নবী ﷺ-এর নাবীয পাত্র

٥٦١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬১৬. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরী করা হতো।

ذكر الاوعية التى نهى عن الانتباذ فيها دون ماسواها مما لاتشتد اشربتها كاشتداده فيها باب النهى عن نبيذ الجر مفردا

নাবীযের[১] নিষিদ্ধ পাত্র এবং যে সব পাত্রের নাবীয নিষিদ্ধ নয়- মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করা নিষিদ্ধ

٥٦١٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ طَاوُسٌ وَاللّٰهِ انِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ *

৫৬১৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয' তৈরি করতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তাউস (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাঁর নিকট থেকে ইহা শ্রবণ করেছি।

٥٦١٨. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالاَ سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَا اِبْرَاهِيْمُ فِى حَدِيْثِهِ وَالدُّبَّاءِ *

৫৬১৮. হারূন ইব্ন যিয়াদ (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা) ও হারূন ইব্ন যায়দ এর নিকট এসে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয তৈরীর করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। ইব্রাহীম (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন ঃ আর খোল হতেও।

٥٦١٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ *

৫৬১৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির মটকার যা তৈরী নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٠. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ *

৫৬২০. আলী ইব্ন হুসায়ন (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হান্তাম হতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম ঃ হান্তাম কি? তিনি বললেন ঃ হান্তাম হলো মাটির তৈরী পাত্র।

٥٦٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ اَسِيْدِ الطَّاحِىَّ بَصْرِىٌّ يَقُوْلُ سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

---

১. নাবীয হলো - খেজুর বা আঙ্গুর থেকে তৈরী মদ।

৫৬২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল আযীয ইব্‌ন আসীদ তাহী বসরী (র) বলেন ঃ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নিকট মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَاالْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ *

৫৬২২. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। পরে আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললাম ঃ আজ আমি এমন কথা শুনলাম, যাতে আমি বিস্মিত হলাম। তিনি বললেন ঃ তা কী ? আমি বললাম ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন, তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) সত্যই বলেছেন। আমি বললাম ঃ 'জার' কি বস্তু ? তিনি বললেন ঃ মাটির পাত্র।

٥٥٢٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ.

৫৬২৩. আমর ইব্‌ন যুবায়র (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাকে মাটির পাত্রের নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন, একথা শোনার পর আমার সন্দেহ হওয়ায়, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ ইব্‌ন উমর (রা)-কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তা আমার বুঝে আসে না। তিনি বললেন ঃ সেটা কি ? আমি বললাম ঃ তাঁকে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বললেন ঃ তিনি তো ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। আমি বললাম ঃ 'জার' কী বস্তু ? তিনি বললেন ঃ মাটির নির্মিত পাত্র।

اَلْجَرُّ الْأَخْضَرُ

সবুজ পাত্র

٥٦٢٤. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى اَوْفَى يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ قُلْتُ فَالْاَبْيَضُ قَالَ لَا اَدْرِىْ *

৫৬২৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবুজ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সাদা পাত্রে? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না।

٥٦٢٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ اَوْفَى يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ وَالْاَبْيَضِ *

৫৬২৫. আবূ আব্দুর রহমান (র) - - - - ইব্‌ন আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবুজ ও সাদা মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ سَاَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَبِيْذِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ *

৫৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ তা হারাম। আমার নিকট এমন ব্যক্তি যিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কাষ্ঠ পাত্র এবং কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ

কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٢٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ *

৫৬২৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٨. اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ *

৫৬২৮. জাফর ইব্‌ন মুসাফির (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ نَبِيْذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রের নাবীয নিষেধ সম্পর্কে

٥٦٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحَمَّادٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা এবং মুযাফ্ফাত[১] থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন য়া'মুর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهِمَا *

৫৬৩২. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ اَنْ يُنْبَذَ فِيْهِمَا *

৫৬৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. এক প্রকারের তৈলের লেপ দেওয়া পাত্র।

٥٦٣٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ *

৫৬৩৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৈলাক্ত পাত্র ও কদুর খোল থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٣٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬৩৫. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরীর করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬৩৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র ও তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয নিষেধ হওয়া

٥٦٣٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৩৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجِرَارِ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ *

৫৬৩৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং তৈলাক্ত জাতীয় পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحِ الْبَارِقِيِّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ أَوْ حَنْتَمٍ أَوْ مُزَفَّتٍ لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًّا *

৫৬৩৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দুব্বা, হান্তাম এবং মুযাফফাত নামক পাত্রে পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। যয়তুন তেল এবং সিরকা এ থেকে পৃথক।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ

কদুর খোল, কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র এবং মাটির পাত্রে তৈরী নাবীয থেকে নিষেধাজ্ঞা

٥٦٤٠. أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৪০. কুরায়শ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র, কাষ্ঠ নির্মিত এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪১. সুওয়ায়দ (র) - - - - ছুমামা ইব্‌ন কুশায়রী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নিকট নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ আব্দুল কায়স গোত্রের লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নাবীয তৈরির পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, নবী ﷺ তাদেরকে কদুর খোল, কাঠের তৈরী পাত্র ও মাটির তৈরী পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন।

٥٦٤٢. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ *

৫৬৪২. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِى مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ النَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ فِى حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ اِسْحٰقُ وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَاذَةَ وَسَمَّتِ الْجِرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ اَنْتِ سَمِعْتِيْهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ قَالَتْ نَعَمْ *

৫৬৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কদুর খোল এবং মাটির পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন। ইহা ইব্‌ন উলাইয়ার হাদীসে রয়েছে। ইসহাক বলেছেন ঃ হুনায়দা আয়েশা (রা)-এর নিকট মুআয (রা)-এর ন্যায় বর্ণনা করেন। তিনি পাত্রের উল্লেখ করলেন। আমি হুনায়দার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কি আয়েশা (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছ ? তিনি কি মাটির ঘড়ার কথা বলেছেন ঃ বললো, জ্বি হ্যাঁ।

٥٦٤٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِىِّ بَصْرِىٌّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيْكِ بْنِ اَبَانَ قَالَتْ لَقِيْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَاَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ فَنَهَتْنِىْ عَنْهُ وَقَالَتِ انْبِذِىْ عَشِيَّةً وَاشْرَبِيْهِ غُدْوَةً وَاَوْكِى عَلَيْهِ وَنَهَتْنِىْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - শরীক ইব্‌ন আবানের কন্যা হুনায়দা (র) বলেন, আমি খুরায়বা নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমি তাঁর নিকট শরাবের তলানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন ঃ নাবীয সন্ধ্যায় ভেঁজাবে এবং ভোরে পান করবে। আর যদি তা কোন মশকে থাকে, তবে তার মুখ বন্ধ করে দেবে। আর তিনি আমাকে কদুর খোল, কাষ্ঠ নির্মিত তৈলাক্ত পাত্র এবং মাটির পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

اَلْمُزَفَّتَةِ

মুযাফ্‌ফাত বা তৈলাক্ত পাত্র সম্পর্কে

٥٦٤٥. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ *

৫৬৪৫. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাফ্‌ফাত বা তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ الدَّلاَلَةِ عَلَى النَّهْىِ لِلْمَوْصُوْفِ مِنَ الاَوْعِيَةِ الَّتِىْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لاَ زَمَالاً عَلَى تَاْدِيْبٍ

উপরোল্লিখিত পাত্রসমূহের নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের চিরস্থায়ী

٥٦٤٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا *

৫৬৪৬. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন উমর এবং ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই আদেশের উপর সাক্ষ্য দান করেন যে, তিনি কদুর খোল, মাটির পাত্র, তৈলাক্ত এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রসমূহ থেকে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ অর্থাৎ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ করো আর যা হতে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

٥٦٤٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসমা বিনত ইয়াযীদ (র) তাঁর চাচাতো ভাই আনাস (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, "রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর ; আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, "যখন আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রাসূল কোন আদেশ করেন, তখন কোন আদেশ করেন, তখন মুসলমান পুরুষ অথবা নারীর জন্য কোন এখতিয়ার থাকে না তাদের কাজে।" আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কদুর খোল এবং মাটির পাত্র থেকে।

تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ

পাত্রসমূহের বিশদ ব্যাখা

٥٦٤٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَقُلْتُ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ *

৫৬৪৮. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ফজল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাত্র সম্বন্ধে যা শ্রবণ করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন হানতাম থেকে যাকে তোমরা মাটির পাত্র বলে থাক। আর তিনি দুব্বা হতে নিষেধ করেছেন, যাকে তোমরা কদুর পাত্র বলে থাক। আর তিনি নাকীর হতে নিষেধ করেছেন; যা খেজুর গাছ হতে নির্মিত পাত্র। আর তিনি মুযাফ্‌ফাত হতে নিষেধ করেছেন, আর তা হলো তৈলাক্ত পাত্র।

الاذن فى الانتباذ التى خصها بعض الروايات التى اتينا على ذكرها الاذن فيما كان فى الاسقية منها

যে সকল পাত্রে নাবীযের অনুমতি রয়েছে

٥٦٤٩. اَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِيْنَ قَدِمُوْا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيْرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَازَادِ وَالْمَجْبُوْبَةِ وَقَالَ انْتَبِذْ فِى سِقَائِكَ اَوْ كِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا قَالَ بَعْضُهُمْ ائْذَنْ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ مِثْلِ هٰذَا قَالَ اِذَا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هٰذِهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذٰلِكَ *

৫৬৪৯. সাওয়ার ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দুল কায়সের প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে দুব্বা, হান্তাম, নাকীর এবং মুযাফ্‌ফাত হতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজেদের মশকে নাবীয তৈরীর করবে এবং তাতে ছিপি লাগাবে আর তাকে মিষ্টি হিসাবে পান করবে। উপস্থিত লোকের একজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এর অনুমতি দান করুন। তিনি হাতে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ তাহলে তুমি তাকে এরূপ করবে।

٥٦٥٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيْهِ نُبِذَ لَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬৫০. সুওয়ায়দ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের নির্মিত পাত্র হতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ যখন তাঁর নিকট নাবীয তৈরী করার জন্য কোন পাত্র পেতেন না তখন তাঁর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয বানানো হতো।

٥٦٥١. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى الْاَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِىْ سِقَاءٍ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِىْ تَوْرٍ بِرَامٍ قَالَ وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৫১. আহমদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মশকে নাবীয বানানো হতো ; যদি মশক না হতো তবে পাথরের পাত্রে। তিনি কদুর খোল, কাঠ ও তৈলাক্ত পাত্রে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٥٢. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৫২. সাওয়ার ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, কাঠ ও মাটির তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

মাটির পাত্রের অনুমতি প্রসঙ্গে

٥٦٥٣. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ مُزَفَّتٍ *

৫৬৫৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে প্রলেপ দেয়া হয়নি।

اَلْاِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

যে যে পাত্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে

٥٦٥٤. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَاشْرَبُوْا وَاتَّقُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫৪. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজীম (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্‌ত রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খাও এবং জমা করে রাখতে পার। আর যদি কেউ কবর যিয়ারত করতে মনস্থ করে, সে করতে পারে। কেননা, কবর যিয়ারত আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যে কোন পাত্রে তোমরা পানীয় দ্রব্য পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

٥٦٥٥. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ

الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَاَمْسِكُوْا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِى سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا *

৫৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা গোশত রাখতে পার। আমি তোমাদেরকে মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা সকল পাত্রেই নাবীয তৈরী করে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

٥٦٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى ابْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوْا مِنْهَا مَاشِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِى الْاَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوْا فِى اَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا *

৫৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম। একত্রই যে, কবর যিয়ারত সম্বন্ধে এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, এতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। আর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত হতে নিষেধ করেছিলাম ; এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখতে পার। আমি কিছু পাত্র হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

٥٦٥٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِيْمَا بَدَالَكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫৭. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোন কোন পাত্র হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে নাবীয তৈরী কর, কিন্তু প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

٥٦٥٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى ابْنِ اَيُّوْبَ مَرْوَزِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ خُرَاسَانِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيْرُ اِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ مَاهٰذَا الصَّوْتُ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُوْنَهُ فَبَعَثَ اِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِى اَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُوْنَ

قَالُوْا نَنْتَبِذُ فِى النَّقِيْرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوْفٌ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوْا اِلاَّ فِيْمَا اَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثَ بِذَالِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَاِذَاهُمْ قَدْ اَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوْا قَالَ مَالِى اَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَرْضُنَا وَبِيْئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا اِلاَّ مَا اَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ اَشْرَبُوْا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬৫৮. আবূ আলী মুহাম্মদ (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হন, তখন একদল লোককে হৈ-হল্লা করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইহা কিসের আওয়াজ ? তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা এক প্রকার পানীয় তৈরী করে, এখন তারা তা পান করছে। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা কোন্ পাত্রে নাবীয তৈরী করে থাক। তারা বললো ঃ কাঠের পাত্র, কদুর খোল ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোন পাত্র নেই। তিনি বললেন ঃ তোমরা শুধু এমন পাত্রে নাবীয পান কর, যাতে ছিপি লাগানো থাকে। এরপর যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, ততদিন তিনি সেখানে ছিলেন। পরে তিনি তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, তারা মহামারীর কারণে হলদে হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ কী হলো, তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখছি কেন ? তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবহাওয়ার দরুন আমাদের এখানে মহামারী লেগে থাকে। আর আপনি তো আমাদের জন্য ছিপিবিহীন অন্য সব পাত্রের শরাব হারাম করেছেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা পান কর। তবে জেনে রাখ, সব ধরনের মাদকদ্রব্য হারাম।

٥٦٥٩. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوْفِ شَكَتِ الْاَنْصَارُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَلاَ اِذًا *

৫৬৫৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পাত্র সম্বন্ধে নিষেধ করলেন, তখন আনসার লোক অভিযোগ করলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের এখানে তো অন্য কোন প্রকার পাত্র নেই। তিনি বললেন ঃ তবে আমিও আর নিষেধ করছি না।

مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ

মদের অপকারিতা

٥٦٦٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ *

৫৬৬০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দুধ এবং শরাব উপস্থিত করা হলে, তিনি দুধকেই গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁকে

বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি আপনাকে ফিতরাতে বা স্বভাব ধর্মের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন। যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো।

٥٦٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *

৫৬৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - এক সাহাবী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের কিছু লোক শরাব পান করবে, কিন্তু তারা এর অন্য নাম দেবে।

ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلَّظَاتِ فِىْ شُرْبِ الْخَمْرِ

শরাবের অপকারিতা সম্পর্কীয় বিবরণ

٥٦٦٢. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৬২. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না, মদখোর যখন মদ পান করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না। আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, আর লোক চোখ তুলে দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।

٥٦٦٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُوْنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা কালে মু'মিন থাকে না। আর যখন কেউ এমনভাবে ডাকাতি করে যে, লোক দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।

٥٦٦٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ *

৫৬৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সহ একদল সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর; পরে বিরত না হয়ে আবার পান করলে তাকে হত্যা কর। (কেননা, বুঝা গেল যে, সে মদ পরিত্যাগ করবে না।)

٥٦٦٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ *

৫৬৬৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মদ পান করে, তাকে কশাঘাত কর, পুনরায় মদ পান করলে তাকে আবার কশাঘাত কর, আবার মদ পান করলে আবার কশাঘাত কর, চতুর্থবারে তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর।

٥٦٦٦. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫৬৬৬. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ আমার নিকট মদ্যপান করা অথবা এই খুঁটিকে আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করা সমান।

ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

শরাবখোরের সালাত সম্পর্কে

٥٦٦٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّاقٍ دِمَشْقِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللّٰهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا *

৫৬৬৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন রুওয়ায়ম (র) বলেন, একদা ইব্‌ন দায়লামী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর খোঁজে সওয়ার হলেন। তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর

নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শরাব সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের কেউ শরাব পান করলে আল্লাহ্ তাআলা তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করবেন না।

٥٦٦٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلاَةٌ ٭

৫৬৬৮. কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - মাস্‌রূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বিচারক যখন কোন উপঢৌকন গ্রহণ করলো, তখন সে যেন হারাম ভক্ষণ করলো, আর যখন সে ঘুষ গ্রহণ করলো, তখন সে কুফুর এর নিকটবর্তী হলো। মাস্‌রূক (র) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে, সে কাফির হয়ে যায়। কেননা তার নামায কবূল হয় না।

ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوت ومن قتل النفس التى حرم الله ومن وقوع على المحارم

মদ্যপানের দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়

٥٦٦٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ٭

৫৬৬৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর, কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতী। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক চাকরাণীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্য দানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। যখন সে ঘরে প্রবেশ

করলো, তখন ঐ দাসী ঘরের সব ক'টি দরজা বন্ধ করে দিল। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা শরাব। সেই নারী আবেদকে বললো ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাই নি বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, অথবা এই শরাব পান করবেন, অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললো ঃ আমাকে এই শরাবের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা শরাবই পান করালো। তখন সে বললো ঃ আরও দাও। অবশেষে ঐ আবেদ তার সাথে ব্যভিচার ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ করলো না এবং সে ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা, আল্লাহ্র শপথ ! শরাব ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না। এমনকি একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।

٥٦٧٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ اُجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ فَاِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَا يَجْتَمِعُ وَالْاِيْمَانُ اَبَدًا اِلَّا يُوْشِكُ اَحَدُهُمَا اَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ *

৫৬৭০. সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) বলতেন ঃ তোমরা শরাব পরিত্যাগ কর। কেননা, তা-ই সকল অনিষ্টের মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে এক ব্যক্তি ছিল আবেদ। সে সর্বদা লোক হতে আলাদা থাকতো। এরপর পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমরা শরাব পরিত্যাগ কর; কেননা, আল্লাহ্র শপথ! শরাব এবং ঈমান কখনো একত্রিত হতে পারে না; বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়।

٥٦٧١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ اَوْ عُرُوْقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَاِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَاِنْ انْتَشٰى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَاِنْ مَاتَ فِيْهَا مَاتَ كَافِرًا. خَالَفَهُ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ *

৫৬৭১. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরাব পান করলো, অথচ নেশাগ্রস্থ হলো না, তার নামায কবূল হবে না, যতক্ষণ ঐ শরাব তার পেটে অথবা শিরায় অবস্থান করবে। যদি ঐ ব্যক্তি সে অবস্থায় মারা যায়। তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।

٥٦٧٢. اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ يَزِيْدَ ح وَاَنْبَانَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي

بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبْعًا اِنْ مَاتَ فِيْهَا وَقَالَ ابْنُ اٰدَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَاِنْ اَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ اٰدَمَ الْقُرْاٰنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِنْ مَاتَ فِيْهَا وَقَالَ ابْنُ اٰدَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا ٭

৫৬৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন। আর মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে আর তা তার পেটে পৌঁছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাত দিনের নামায কবূল করেন না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়। তবে সে কাফির অবস্থায় মরবে যদি সে জ্ঞান হারা হয়ে যায় আর তার কোন ফরয কাজ ছুটে যায়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে।

تَوْبَةُ شَارِبُ الْخَمْرِ

মাদকদ্রব্য পানকারীর তাওবা

٥٦٧٣. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ ابْنُ يَزِيْدَ ح وَاَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو وَهُوَ الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذٰلِكَ الْفَتٰى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّفْظُ لِعَمْرٍو ٭

৫৬৭৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তাঁর তায়েফস্থিত ওহাত নামক বাগানের মাঝে ছিলেন। তিনি কুরায়শের এক যুবকের হাত ধরে চলছিলেন। লোকের ধারণা ছিল যে, ঐ যুবক শরাব পান করতো। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক ঢোক শরাব পান করবে, আল্লাহ্ পাক চল্লিশ দিনের মধ্যে তার তাওবা কবূল করবেন না। যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। যদি সে পুনরায় পান করে, তবে তার তাওবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবূল করবেন না; পুনরায় তাওবা করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। এরপরও যদি সে শরাব পান করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন দোযখীদের পুঁজ পান করতে দেবেন।

٥٦٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحٰرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ

ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْآخِرَةِ *

৫৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করে এবং পরে তাওবা না করে, আখিরাতে তার ভাগ্যে শরাব জুটবে না।

اَلرِّوَايَةُ فِى الْمُدْمِنِيْنَ فِى الْخَمْرِ

সর্বদা মাদকদ্রব্য পানকারী সম্পর্কে

٥٦٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ نُبَيْطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَاعَاقٌ وَلَامُدْمِنُ خَمْرٍ *

৫৬৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে উপকার করে খোঁটা দেয়, আর যে মাতাপিতার অবাধ্য হয়, এবং যে সর্বদা শরাব পান করে, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٥٦٧٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْآخِرَةِ *

৫৬৭৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করে মারা যাবে এবং সে সর্বদা শরাব পান করতো তাওবা করে না, আখিরাতে সে তা পান করতে পাবে না।

٥٦٧٧. اَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْآخِرَةِ *

৫৬৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সদা-সর্বদা শরাব পান করে মারা যায়, সে আখিরাতে তা পান করতে পাবে না।

٥٦٧٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِى وَجْهِهِ بِالْحَمِيْمِ حِيْنَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا *

৫৬৭৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - যাহ্হাক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় মদ পান করা অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়া ত্যাগ কালে তার চেহারায় গরম পানির ছিটা দেয়া হয়।

تَغْرِيْبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর দেশান্তর

٥٦٧٩. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَبِيْعَةَ بْنَ اُمَيَّةَ فِى الْخَمْرِ اِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ اُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا *

৫৬৭৯. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রবীআ ইব্ন উমাইয়্যাকে শরাব পান করার দরুন দেশ হতে বের করে খায়বরের দিকে পাঠান। পরে সে রোমের বাদশাহ হিরকলের নিকট চলে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তখন উমর (রা) বললেন ঃ এরপর আমি আর কোন মুসলমানকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবো না।

ذِكْرُ الْاَخْبَارِ الَّتِىْ اَعْتَلُّ بِهَا مِنْ اِبَاحِ شَرَابِ السُّكْرِ

যারা শরাব পান মুবাহ বলেছেন

٥٦٨٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْرَبُوْا فِى الظُّرُوْفِ وَلاَ تَسْكَرُوْا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيْهِ اَبُوْ الْاَحْوَصِ سَلاَّمُ ابْنُ سُلَيْمٍ لاَنَعْلَمُ اَنَّ اَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ اَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِيْنَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ اَبُوْ الْاَحْوَصِ يُخْطِئُ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ خَالَفَهُ شَرِيْكٌ فِى اِسْنَادِهِ وَفِى لَفْظِهِ *

৫৬৮০. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবূ বুরদা ইব্ন নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার কিন্তু মাতাল হয়ো না।

٥٦٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ. خَالَفَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ *

৫৬৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের তৈরী পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٨٢. أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قِرْصَافَةَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْرَبُوْا وَلَا تَسْكَرُوْا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقِرْصَافَةُ هٰذِهِ لَانَدْرِيْ مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَارَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ *

৫৬৮২. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা পান কর, কিন্তু মাতাল হয়ো না।

٥٦٨٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيْذِ يَقُوْلُ نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَتْ لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا وَإِنْ كَانَتْ مَاءً قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৫৬৮৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট কিছু লোক নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ আমরা ভোরে খেজুর ভেঁজাই, সন্ধ্যায় পান করি আবার সন্ধ্যায় ভেঁজাই এবং ভোরে পান করি। তিনি বলেন ঃ আমি কোন মাদকদ্রব্যকে হালাল বলছি না, যদিও তা রুটি হয় বা পানিও হয়। একথা তিনি তিনবার বলেন।

٥٦٨٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَتْنَا كَرِيْمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقُوْلُ نُهِيْتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ وَإِنْ أَسْكَرَ كُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ *

৫৬৮৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তোমাদেরকে কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর তিনি রমণীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ যদি সবুজ মাটির পাত্র হতেও মাদকতা আসতে দেখ, তবে তাতেও পান করবে না।

٥٦٨٥. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ وَالِدَتِيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاعْتَلُّوْا بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট কোন ব্যক্তি শরাবের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল মাদকদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٦٨٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَانَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ *

৫৬৮৬. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব বা মদ অল্প হোক অথবা বেশী হোক তা হারাম করা হয়েছে। অন্যান্য পানীয় ততটুকু হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦٨٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. خَالَفَهُ اَبُوْ عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ *

৫৬৮৭. আবূ বকর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ মদতো প্রকৃতপক্ষে হারাম বস্তু, তা কম হোক বা বেশী। অন্যান্য পানীয় তখন হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

٥٦٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح وَاَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا *

৫৬৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদ অল্প হোক বা অধিক তা হারাম। আর অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে যা মাদকতা সৃষ্টি করে তা-ও হারাম।

٥٦٨٩. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحٍ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَمَا اَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَهُشَيْمُ ابْنُ بَشِيْرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَرِوَايَةُ اَبِيْ عَوْنٍ اَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৯. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ হারাম বস্তু অল্প হোক বা অধিক। আর অন্যান্য পানীয় যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়, তা হারাম।

٥٦٩٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ

مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ اَنَا اَوَّلُ الْعَرَبِ سَاَلَهُ *

৫৬৯০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ জুওয়ায়রিয়া জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, আমি তাঁকে বাযাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ বাযাক বের হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। জেনে রাখ! প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম ? সর্বপ্রথম আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি বাযাক[১] সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, আমি ছিলাম সে ব্যক্তি।

٥٦٩١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُحَرِّمَ اِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيْذَ *

৫৬৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হারাম করা বস্তু হারাম মনে করে, সে যেন নাবীযকে হারাম মনে করে।

٥٦٩٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنِّى امْرُؤٌ مِنْ اَهْلِ خُرَاسَانَ وَاِنَّ اَرْضَنَا اَرْضٌ بَارِدَةٌ وَاِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيْبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ اُشْكِلَ عَلَىَّ فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوْبًا مِنَ الْاَشْرِبَةِ فَاَكْثَرَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّكَ قَدْ اَكْثَرْتَ عَلَىَّ اجْتَنِبْ مَا اَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ غَيْرِهِ *

৫৬৯২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললো ঃ আমি খুরাসানের বাসিন্দা। আমাদের এলাকা শীত প্রধান। আমরা শুষ্ক এবং ভেঁজা ফল দ্বারা এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করি, তা হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা করা আমাদের জন্য মুশকিল। এরপর সে কয়েক প্রকার পানীয় সম্বন্ধে উল্লেখ করলো। আমি মনে করলাম, হয়তো ইব্‌ন আব্বাস তা চিনতে পারবেন না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তুমি তো অনেক শরাবের কথাই বললে। মনে রেখ! মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করবে, তা খেজুর দ্বারা অথবা আঙ্গুর দ্বারা অথবা অন্য কিছু দ্বারা তৈরী করা হোক না কেন।

٥٦٩٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيْذُ الْبُسْرِ بَحْتٌ لَا يَحِلُّ *

৫৬৯৩. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অর্ধ পাকা খেজুরের নাবীয আসল মদ - হালাল নয়।

---

১. আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী মদ।

٥٦٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاَتَتْهُ اُمْرَأَةٌ تَسْاَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَنَهٰى عَنْهُ قُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ اِنِّىْ اَنْتَبِذُ فِى جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيْذًا حُلْوًا فَاَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِى قَالَ لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ *

৫৬৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ জুম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস! আমি সবুজ পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা থেকে পান করলে আমার পেটে বাতাস সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন ঃ তা মধু থেকে মিষ্টি হলে তা পান করবে না।

٥٦٩٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ جَدَّةً لِى تَنْبِذُ فِى جَرٍّ اَشْرَبُهُ حُلْوًا اِنْ اَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيْتُ اَنْ اَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلاَ النَّادِمِيْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّا لاَنَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى اَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدِّثْنَا بِاَمْرٍ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِثَلاَثٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اٰمُرُكُمْ بِالاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَاالاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَمَّا يُنْبَذُ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ *

৫৬৯৫. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ জুম্‌রা নসর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ আমার দাদী এক কলসিতে নাবীয প্রস্তুত করেন, যা আমি পান করে থাকি, তা মিষ্টি হয়। অধিকমাত্রায় তা পান করে লোকের মধ্যে যেতে আমার ভয় হয় যে, আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। তিনি বললেন ঃ আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ যারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়নি তাদেরকে শুভাগমন। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ও আপনার মধ্যে এক মুশরিক দল রয়েছে। আমরা হারাম মাস ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। আর আমরা অন্যান্য লোকদিগকেও তা শিক্ষা দিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি, এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে আদেশ করছি। তোমরা জান কি, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান কী বস্তু? তারা বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং যুদ্ধলব্ধ মালের এক

পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দান করা। আর আমি চারিটি বস্তু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কদুর খোল, কাঠের পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা হতে এবং তা পান করা হতে।

٥٦٩٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ. وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ *

৫৬৯৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - কায়স ইব্‌ন ওহ্‌বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমার একটি মাটির পাত্র আছে, আমি তাতে নাবীয প্রস্তুত করি। যখন তাতে উথলে ওঠে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন আমি তা পান করি। তিনি বললেন ঃ আপনি কতদিন থেকে এভাবে নাবীয পান করছেন ? আমি বললাম ঃ বিশ বছর যাবৎ অথবা চল্লিশ বছর যাবৎ। তিনি বললেন ঃ তোমার শিরা বহুদিন থেকে মদ্য দ্বারা তৃপ্ত হচ্ছে।

মদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল মালিক ইব্‌ন নাফি' কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা অজুহাত পেশ করা

٥٦٩٧. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ *

৫৬৯৭. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে নাবীয পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হতে দেখেছি, তখন তিনি রোকনের নিকট দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ঐ পাত্র তাঁর সামনে পেশ করলে, তিনি তা নিজের মুখের নিকট নিতেই তা খুব ঝাঁঝাল মনে হলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা ফিরিয়ে দিলেন। এই সময় অন্য এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি হারাম ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ পাত্র এনেছিল তাকে ডাক। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত থেকে ঐ পাত্র নিয়ে নেন এবং পানি আনিয়ে তাতে মিশ্রিত করেন। পরে তিনি বলেন ঃ যখন ঐ সকল পাত্রে নাবীয ঝাঁঝাল হয়ে যায়, তখন তাতে পানি মিশিয়ে দূর করবে।

٥٦٩٨. وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفُ حِكَايَتِهِ *

৫৬৯৮. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল মালিক ইব্‌ন নাফি' (র) প্রসিদ্ধ নন। তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় না। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে এক বিপরীত বর্ণিত হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ।

٥٦٩٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ *

৫৬৯৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে কেউ শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ নেশা আনে এমন প্রতিটি বস্তু বর্জন করবে।

٥٧٠٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ *

৫৭০০. কুতায়বা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে মদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক নেশার বস্তু বর্জন করবে।

٥٧٠١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ *

৫৭০১. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য, অল্প হোক বা অধিক হারাম।

٥٧٠٢. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০২. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য শরাব, আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য হারাম।

٥٧٠٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শরাব হারাম করেছেন। আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য হারাম।

٥٧٠٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰؤُلاَءِ اَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُوْرُوْنَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لاَ يَقُوْمُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ اَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ *

৫৭০৪. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্যই মদ।

আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন ঃ এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আব্দুল মালিক (র)-এর বর্ণিত হাদীস, তাদের বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

٥٧٠٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيْدِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ كُنْتُ فِىْ حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيْبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيْبٌ اٰخَرُ وَيَجْعَلُ فِيْهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيْثِ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو *

৫৭০৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - রুকাইয়া বিন্‌তে আমর ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট প্রতিপালিত হই। তাঁর জন্য শুকনো আঙ্গুর ভেঁজানো হতো। তিনি তা পরবর্তী দিন পান করতেন। পরে আঙ্গুর শুকিয়ে নেয়া হতো এবং অন্য আঙ্গুরের সাথে তা মিশ্রিতকারী পানিতে রাখা হতো। পরের দিন তিনি তা পান করে ফেলে দিতেন।

٥٧٠٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِىُّ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَاُتِىَ بِنَبِيْذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ عَلَىَّ بِذَنُوْبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ اَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَهٰذَا خَبَرٌ ضَعِيْفٌ لاَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُوْنَ اَصْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لاَيُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ لِسُوْءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ *

৫৭০৬. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'বার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিপাসার্ত হন। তিনি পানি চাইলে লোক মশক হতে নাবীয দিল। তিনি তার গন্ধ শুঁকে তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন ঃ আমার নিকট যমযমের পানির পাত্র আনা হোক। তিনি তাতে যমযমের পানি মিশিয়ে তা পান করলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না। এই বর্ণনাটি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়ামান রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রায়ই ভুল করতেন।"

٥٧٠٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ ابْنَ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ أَدْنِهِ مِنِّي يَاأَبَا هُرَيْرَةَ فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٭

৫৭০৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখতেন। একবার আমি তাঁর ইফ্‌তারের জন্য কদুর খোলে নাবীয তৈরী করলাম। সন্ধ্যায় আমি ঐ নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানতাম, আপনি এ দিনে রোযা রাখেন। আমি এই নাবীয আপনার ইফ্‌তারের জন্য এনেছি। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! তুমি তা আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তা তাঁর নিকট নিয়ে গেলে দেখা গেল যে, তা উথলে পড়ছে। তিনি বললেন ঃ তা নিয়ে গিয়ে দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা, তা তো ঐ ব্যক্তির পানীয়, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

٥٧٠٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ ٭

৫৭০৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা নাবীয ঝাঁঝ বিশিষ্ট হয়েছে বলে ভয় করবে তখন তোমরা এর সাথে পানি মিশিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবে। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ ঝাঁঝযুক্ত হওয়ার পূর্বেই এরূপ করতে হবে।

٥٧٠٩. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا ٭

৫৭০৯. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকজন উমর (রা)-এর নিকট নেওয়া হলে তিনি তা মুখের নিকট নিয়ে তা পছন্দ করলেন না। পরে তিনি পানি মিশিয়ে তার ঝাঁঝ কমিয়ে দিলেন। পরে তিনি বললেন ঃ তোমরাও এরূপ করবে।

٥٧١٠. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيْذُ الَّذِىْ يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا حَدِيْثُ السَّائِبِ *

৫৭১০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উত্‌বা ইব্‌ন ফারকাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) যে নাবীয পান করেন তা হতো সির্‌কা।

٥٧١١. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اِنِّىْ وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيْحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ اَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَاَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَاِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْحَدَّ تَامًّا *

৫৭১১. হারিছ ইব্‌ন মিস্‌কীন (র) - - - - সায়েব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) লোকদের নিকট বের হয়ে বললেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তির মুখে শরাবের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি মনে করলেন, তা তিলা[১] শরাব তবুও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো, তা কিসের শরাব ? যদি তা মাদকদ্রব্য হয়, তবে আমি তাকে (শরীআতের হদ লাগাব) পরে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।

ذِكْرُ مَا اَعَدَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَاَلِيْمِ الْعَذَابِ

মদ্য পানকারীদের শাস্তি

٥٧١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ قَالَ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ *

৫৭১২. কুতায়বা (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ামানের জায়শান গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঐ শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা তারা পান করে থাকে। তা ভুট্টা হতে প্রস্তুত মিয্‌র শরাব ছিল। তিনি বললেন ঃ তা কি মাদকতা সৃষ্টি করে? সে ব্যক্তি বললো ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে "তীনাতুল খাবাল" থেকে পান করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তীনাতুল খাবাল কি ? তিনি বললেন ঃ তা হলো দোযখীদের ঘাম অথবা পুঁজ।

---

১. আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী এক প্রকার মদ– একে 'তিলা' বলে।

اَلْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٥٧١٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَاِنَّ بَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَاِنَّ بَيْنَ ذٰلِكَ اُمُوْرًا مُشْتَبِهَةً وَسَاَضْرِبُ فِى ذٰلِكَ مَثَلاً اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمٰى حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَاحَرَّمَ وَاِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُخَالِطَ الْحِمٰى وَرُبَّمَا قَالَ يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ وَاِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَجْسُرَ *

৫৭১৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহযুক্ত বস্তু– আমি তা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা একটি নিষিদ্ধ স্থান প্রস্তুত করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পশুদেরকে ঐ সকল নিষিদ্ধ এলাকার আশে-পাশে চরায়, সে যে কোন সময় এতে ঢুকে পড়তে পারে এবং হারামে নিপতিত হতে পারে।

٥٧١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلٰى مَالاَ يَرِيْبُكَ *

৫৭১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র) - - - - আবুল হাওরা সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন্ কথা স্মরণ রেখেছেন ? তিনি বললেন ঃ আমি তাঁর থেকে স্মরণ রেখেছি ঃ যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোন সন্দেহ নেই তা-ই করবে।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِىْ بَيْعِ الزَّبِيْبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا

শরাব প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করা অনুচিত

٥٧١٥. اَخْبَرَنَا الْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ هُوَ بَاوَرْدِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَبِيْعَ الزَّبِيْبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا *

৫৭১৫. জারূদ ইব্ন মুআয (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রি করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِىْ بَيْعِ الْعَصِيْرِ

আঙ্গুরের রস বিক্রি করা

٥٧١٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصِرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ *

৫৭১৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - মুসআব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দের বাগানে বহু আঙ্গুর হতো। তার পক্ষ হতে বাগানে এক প্রহরী ছিল। একবার যখন বহু আঙ্গুর ধরলো তখন ঐ প্রহরী ব্যক্তি সা'দ (রা)-কে লিখলো, আঙ্গুর বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি এর রস বের করতে পারি। সা'দ (রা) তাকে লিখলেন ঃ আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র তুমি আমার বাগান ত্যাগ কর। আল্লাহ্‌র কসম! এরপরে তোমার কোন কথা আমি বিশ্বাস করবো না। তিনি তাকে বাগানের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করলেন।

٥٧١٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا *

৫৭১৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির নিকট রস বিক্রি কর, যে তা শরাবে ব্যবহার না করে মিষ্টি প্রস্তুত করে।

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

কোন্ প্রকার তিলা পান করা জায়িয এবং কোন্ প্রকার তিলা পান করা নাজায়িয

٥٧١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نُبَاتَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭১৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁর কোন কর্মচারীর নিকট লিখলেন ঃ মুসলমানদেরকে এমন তিলা পান করতে দিবে, যার দুই তৃতীয়াংশ জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর এক অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

٥٧١٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَىَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ *

৫৭১৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন খাত্তাব উমর (রা) যে চিঠি আবূ মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি যে, আমার নিকট শামদেশ হতে একদল লোক এসেছে, তাদের নিকট রয়েছে কাল এবং গাঢ় এক প্রকার শরাব, যা দ্বারা উটের তেলা লাগানো হতো আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমরা এর কত অংশ জ্বালাও ? তারা বললো ঃ দুই অংশ পর্যন্ত, যখন এর দুই নাপাক অংশ জ্বালা যায়, একটা এর ক্ষতিকর দিক, দ্বিতীয়ত এর মন্দ দিক। আপনি আপনার দেশে বসবাসকারীদের তা পান করার অনুমতি দিন।

٥٧٢٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوْا شَرَابَكُمْ حَتّٰى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيْبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ *

৫৭২০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ খাত্মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে লিখলেন, প্রকাশ থাকে যে, তোমরা তোমাদের শরাবকে ততক্ষণ জ্বালাবে, যতক্ষণ না তা থেকে শয়তানের অংশ দূর হয়ে যায়। কেননা, তার জন্য দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য এক ভাগ।

٥٧٢١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ يَقَعُ فِيْهِ الذُّبَابُ وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ *

৫৭২১. সুওয়ায়দ (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদেরকে তিলা পান করাতেন, আর তার এতে গাঢ় হতো যে, যদি তাতে মাছি পতিত হতো, তবে সে বের হতে পারতো না।

٥٧٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِيْ أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الَّذِيْ يُطْبَخُ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقٰى ثُلُثُهُ *

৫৭২২. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ উমর (রা) কোন্ প্রকার শরাব পান হালাল করেছেন ? তিনি বললেন ঃ যে শরাবের দুই অংশ জ্বালিয়ে নিঃশেষ করা হয় এবং এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٣. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭২৩. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবুদ্দারদা (রা) ঐ শরাব পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালানো হয়, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭২৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন তিলা পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালিয়ে ফেলা হতো, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকতো।

٥٧٢٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ اَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لاَ حَتّٰى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ *

৫৭২৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রা) থেকে বর্ণিত। যে তিলা জ্বালিয়ে এক- তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তা পান করাতে পাপ নেই।

٥٧٢٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَاسَ بِهِ *

৫৭২৬. আহমদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তিলার এক-তৃতীয়াংশ জ্বালানো হয়, পরে এর থেকে তা পানে কোন দোষ নেই।

٥٧٢٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلاَءِ الْمُنَصَّفِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ *

৫৭২৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হাসান (রা)-এর নিকট ঐ তিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যা জ্বালার পর অর্ধেক অবশিষ্ট রয়েছে, তা পান করা সম্পর্কে তিনি বললেন ঃ না, তা পান করো না।

٥٧٢٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيْرِ قَالَ مَاتَطْبُخُهُ حَتّٰى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ *

৫৭২৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - বশীর ইব্‌ন মুহাজির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্ রস পান করা যায়? তিনি বললেন ঃ যা জ্বাল দেওয়া হয়ে থাকে বরং দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ نُوحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِى عُوْدِ الْكَرْمِ فَقَالَ هٰذَا لِىْ وَقَالَ هٰذَا لِىْ فَاصْطَلَحَا عَلَى اَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا *

৫৭২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন সিরীন (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান নূহ (আ)-এর সাথে একটি খেজুর গাছের ব্যাপারে ঝগড়া করলো। সে বললো ঃ এটা আমার আর নূহ (আ) বললেন ঃ এটা আমার। তখন সাব্যস্ত হলো যে, এর দুই অংশ শয়তানের এবং এক অংশ নূহ (আ)-এর।

٥٧٣٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لاَتَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭৩০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্ন তুফায়েল জাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র) আমাদেরকে লিখলেন ঃ তিলার দুই অংশ জ্বলে গিয়ে এক অংশ অবশিষ্ট না থাকলে তা পান করো না। আর জেনে রাখ, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

٥٧٣١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭৩১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - মাকহুল (র) থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

مَايَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لاَيَجُوزُ

কোন্ রস পান করা যায় এবং কোন্ রস পান করা যায় না

٥٧٣٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ اشْرَبْهُ مَاكَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ *

৫৭৩২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ ছাবিত ছালাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে রস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ তা তাজা থাকে, ততক্ষণ তা পান কর। সে বললো ঃ আমি তা জ্বাল দিয়েছি; কিন্তু এখনও আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি জ্বাল দেয়ার আগে তা পান করতে পারতে ? সে বললো ঃ না। তিনি বললেন ঃ আগুন হারাম বস্তুকে হালাল করতে পারে না।

٥٧٣٣. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَاتُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلاَءِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ *

৫৭৩৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র শপথ! আগুন কোন বস্তুকে হালালও করতে পারে না, আর হারামও করতে পারে না। "হালাল করতে পারে না," তিনি এর ব্যাখ্যায় আমাকে বললেন ঃ লোকে বলে ঃ তিলা হালাল। অথচ তা পাকানোর পূর্বে হারাম ছিল। আর "হারাম করতে পারে না"-এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, লোকে বলে ঃ আগুন পাকান বস্তু খাওয়ার পর ওযু করবে।

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর ওযু করা

٥٧٣٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اُشْرُبِ الْعَصِيْرَ مَالَمْ يُزْبِدْ *

৫৭৩৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তুমি রস ফেনা না আসা পর্যন্ত তা পান করবে।

٥٧٣٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْاَسَدِىِّ قَالَ سَاَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْعَصِيْرِ قَالَ اُشْرُبْهُ حَتّٰى يَغْلِىَ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ *

৫৭৩৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - হিশাম ইব্‌ন আয়িয আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীমকে রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তা উথলে না ওঠা পর্যন্ত এবং তা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পান করতে পার।

٥٧٣٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِى الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتّٰى يَغْلِىَ *

৫৭৩৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (র) রস সম্পর্কে বলেন ঃ যতক্ষণ না তাতে উথলে ওঠে, ততক্ষণ তা পান করতে পার।

٥٧٣٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَشْرَبُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَنْ يَغْلِىَ *

৫৭৩৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস তিন দিন পর্যন্ত পান করতে পার, যতক্ষণ না তা উথলে ওঠে।

ذِكْرُ مَايَجُوْزُ شُرْبُهُ مِنَ الْاَنْبِذَةِ وَمَا لاَيَجُوْزُ

যে সব নাবীয পান করা জায়িয আর যেসব নাবীয পান করা নাজায়িয, সে সম্পর্কে

٥٧٣٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ فَيْرُوْزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ تَتَّخِذُوْنَهُ زَبِيْبًا قُلْتُ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ مَاذَا قَالَ تَنْقَعُوْنَهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُوْنَهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُوْنَهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُوْنَهُ

عَلَى غَدَائِكُمْ قُلْتُ أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ لَاتَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا ٭

৫৭৩৮. আমর ইব্ন-উছমান (র) - - - - ফিরোয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আঙ্গুরওয়ালা। আর আল্লাহ্ তা'আলা শরাব হারাম করেছেন। আমরা এখন কি করবো? তিনি বললেন ঃ তা ভোরে ভিজিয়ে সন্ধ্যায় পান করবে। আর সন্ধ্যায় ভিজিয়ে ভোরে পান করবে। আমি বললাম ঃ তা উথলানো পর্যন্ত কি রেখে দেব না ? তিনি বললেন ঃ তা মাটির পাত্রে না রেখে, মশকে রাখবে; আর যদি অনেকক্ষণ এভাবে থাকে, তবে তা সির্কা হয়ে যাবে।

٥٧٣٩. أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلَاتَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا ٭

৫৭৩৯. ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ আবূ উমায়র ইব্ন নাহ্হাস (র) - - - - ফিরোজ দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের অনেক আঙ্গুর আছে। আমরা তা কি করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তা দিয়ে নাবীয তৈরী করবে। তা ভোরে ভিজিয়ে সন্ধ্যায় পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে ভোরে পান করবে, আর তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে। বেশী দেরী হলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

٥٧٤٠. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ ٭

৫৭৪০. আবূ দাউদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য নাবীয তৈরী করা হতো। তিনি তা দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও পান করতেন। আর যদি তৃতীয় দিনেও পাত্রে কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন এবং পান করতেন না।

٥٧٤١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ ٭

৫৭৪১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য মুনাক্কা ভিজিয়ে রাখা হতো আর তিনি তা সেই দিন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পান করতেন।

٥٧٤٢. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ

فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَاِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ اَوْ شَرِبَهُ فَاِنْ اَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ اَهْرَاقَهُ *

৫৭৪২. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য রাতে মুনাক্কা ভিজিয়ে রাখা হতো। পরে তিনি তা একটি মশকে ভরে রাখতেন এবং দ্বিতীয় দিন তা পান করতেন, পরে তৃতীয় দিনেও পান করতেন। তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার সময় তিনি তা অন্যদেরকে পান করিয়ে দিতেন এবং নিজেও পান করতেন। যদি তারপরেও ভোর পর্যন্ত কিছু থাকতো, তবে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন।

٥٧٤٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِيْ سِقَاءِ الزَّبِيْبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الْاَسْقِيَةَ وَلَايَجْعَلُ فِيْهَا دُرْدِيًّا وَلَاشَيْئًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ *

৫৭৪৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য ভোরে মশকে আঙ্গুর ভেঁজানো হতো, তিনি তা রাত্রে পান করতেন, যদি রাতে ভেঁজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর মশক ধুয়ে ফেলতেন এবং তা তীব্র করার জন্য তাতে তলানী বা অন্য কোন বস্তু মিশাতেন না। নাফে' (র) বলেন ঃ আমরা ঐ নাবীয পান করেছি, যা মধুর ন্যায় হতো।

٥٧٤٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيْذِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ *

৫৭৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - বাস্‌সাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ জাফর (র)-কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর জন্য রাত্রে নাবীয ভেঁজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর ভোরে ভেঁজানো হতো তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

٥٧٤٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيْذِ قَالَ اَنْتَبِذْ عَشِيًّا وَاَشْرَبُهُ غُدْوَةً *

৫৭৪৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, সুফিয়ানের নিকট নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তা সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে ভোরে পান করবে।

٥٧٤٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ اَرْسَلَتْ اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْاَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ اَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِيْ جَرٍّ يَنْبِذُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً *

৫৭৪৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - নাহ্‌দী ব্যতীত অন্য এক আবূ উছমান (র) বলেন, উম্মুল ফযল আনাস ইব্‌ন

মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য লোক পাঠালেন যে, মাটির কলসের নাবীয পান করা কেমন? তিনি তার পুত্র নযরের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি মাটির পাত্রে ভোরে নাবীয ভেঁজাতেন আর তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

٥٧٤٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيْذِ فِى النَّبِيْذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ *

৫৭৪৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) নাবীযের তলানীকে মকরূহ মনে করতেন, যা নাবীয হতো, যাতে তা তীব্র হয়।

٥٧٤٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ فِى النَّبِيْذِ خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ *

৫৭৪৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নাবীযে তলানী মিশানো হয়, তবে তা মদ হয়ে যায়।

٥٧٤٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لاَنَّهَا تُرِكَتْ حَتّٰى مَضٰى صَفْوُهَا وَبَقِىَ كَدَرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَىْءٍ يُنْبَذُ عَلٰى عَكَرٍ *

৫৭৪৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ বা খামরকে খামর এজন্য বলা হয় যে, একে রেখে দেয়া হয়, ফলে এর স্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং এর ময়লা অবশিষ্ট থাকে। আর তিনি এরূপ নাবীযকে মকরূহ মনে করতেন যাতে তলানী মিশানো হয়।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى النَّبِيْذِ

নাবীযের ব্যাপারে ইব্‌রাহীমের উপর রাবীদের মতপার্থক্য

٥٧٥٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِيْهِ *

৫৭৫০. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক মনে করতো যে, কোন প্রকার শরাব পান করে, আর ফলে সে বেঁহুশ হয়ে পড়ে, সে যেন আবার তা পান না করে।

٥٧٥١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لاَ بَاسَ بِنَبِيْذِ الْبُخْتُجِ *

৫৭৫১. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাকানো নাবীযে অর্থাৎ রসায় কোন ক্ষতি নেই।

٥٧٥٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلاَءِ فَنُنَظِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلاَثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ قَالَ يُكْرَهُ *

৫৭৫২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মিসকীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীম (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমরা শরাব অথবা তিলার মাড় বের করে তিন দিন পর্যন্ত তাতে মনাক্কা ভিজিয়ে রাখি। তিন দিন পর তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেই, যেন তা তীব্র হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম (র) বলেন ঃ তা মকরূহ।

٥٧٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ *

৫৭৫৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইব্‌রাহীমের উপর রহম করুন। লোক নাবীযের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতো অথচ তিনি তার অনুমতি দিতেন।

٥٧٥٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ *

৫৭৫৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আবূ উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বারকা (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইব্‌রাহীম (র) ব্যতীত অন্য কাউকে মাদক দ্রব্যের অনুমতি দিতে শুনিনি।

٥٧٥٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ *

৫৭৫৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উসামা (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)-এর চাইতে জ্ঞান-পিপাসু আর কাউকে দেখিনি শাম, মিসর, ইয়ামন ও হিজাযে।

ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

বৈধ পানীয় সম্পর্কে

٥٧٥٦. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ *

৫৭৫৬. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়মান (রা)-এর

নিকট একটি কাঠের তৈরী পেয়ালা ছিল। তিনি বলতেন ঃ আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পানীয় পান করাতাম, যা ছিল পানি, দুধ, মধু ও নাবীয।

٥٧٥٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَأَشْرَبِ السَّوِيقَ وَأَشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرَ تُرِيدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ ‎*

৫৭৫৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন ঃ পানি পান কর, মধু, ছাতু এবং দুধ পান কর, যা পান করে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছে– আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ তুমি শরাব পান করতে চাও? তুমি শরাব পান করতে চাও ?

٥٧٥٨. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَاهِيَ فَمَالِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيذَ ‎*

৫৭৫৮. আহমদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আমি বিশ অথবা চল্লিশ বছর যাবৎ পানি এবং ছাতু ব্যতীত আর কিছুই পান করিনি। উল্লেখ্য যে, তিনি নাবীযের কথা বলেন নি।

٥٧٥٩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَاهِيَ وَمَالِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ ‎*

৫৭৫৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় বানাচ্ছে। আমি জানি না, তা কি, অথচ বিশ বছর যাবৎ আমার পানীয় হলো পানি, দুধ এবং মধু।

٥٧٦٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ أَلاَ تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي ‎*

৫৭৬০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্‌হা (রা)

কূফাবাসীরা নাবীযের ব্যাপারে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। যাতে ছোট বড় সকলেই রয়েছে। ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) বলেন ঃ যখন কোন বিবাহ হতো, তখন তাল্‌হা এবং যুবায়র (রা) লোকদেরকে দুধ এবং মধু পান করাতেন। কেউ তাল্‌হা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি নাবীয পান করান না কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার কারণে কোন মুসলমান নেশাগ্রস্ত হোক।

٥٧٦١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ قَالَ كَانَ ابْنُ شَبْرَمَةَ لاَ يَشْرَبُ اِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ *

৫৭৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (র) আমাদের বলেছেন ঃ ইব্‌ন শাব্‌রামা (র) শুধু পানি এবং দুধ পান করতেন।

آخر كتاب الاشربة. وهو آخر كتاب المجتبى للنسائي. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عنه كل الصحابة اجمعين. وعن التابيعن لهم باحسان الى يوم الدين *

(সুনানু নাসাঈ শরীফ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত)

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৪-২০০৫/অঃসঃ/ ৩৯৪৫—৩,২৫০